GOVERNMENT OF INDIA.
IMPERIAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182. Pb. 912.

Book No. 3.

I. L. 38.
MGIPC—S4—III-3-28- 15-2-43—5,000.

182.Pb.912.3.

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি-প্রণীত

ও

প্রকাশিত

(History of the Varendra Brahmana)

BY

NAGENDRA NATH VASU M. R. A. S.

Editor, Visvakosha ; & Associate Member, Asiatic Society of Bengal, &c., &c.

(বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ)

ব্রাহ্মণ-কাণ্ডের দ্বিতীয়াংশ

১৩৩৪

4256.
3.3.43.

মূল্য ২৷৷০ টাকা।

NATIONAL LIBRARY
No. Imp. 4240
DATE 18/9/09
CALCUTTA

182. Pb. 912. 3.

মুখবন্ধ।

বহু অসুবিধার মধ্যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ প্রকাশিত হইল। দ্বাবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-বিবরণ শেষ করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছিলাম। এই সময়ে রাজসাহী জেলার নানাস্থানে বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম। তৎকালে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, প্রসিদ্ধ উকীল শশধর রায়, ব্রজসুন্দর সান্যাল, তালন্দার বৈষ্ণব জমিদার ৺ললিতমোহন মৈত্র, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি রাজসাহীর নানাস্থানে যাহাতে আমি কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি, তৎপক্ষে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। লালোর, মাঝের গাঁ, নাটোর, ঘোড়ামারা প্রভৃতি স্থানে গিয়া বারেন্দ্র কুলজ্ঞ ও তাঁহাদের বংশধরগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ এবং বারেন্দ্র-কুলতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলাম। তৎকালে লালোর ও মাঝের-গাঁয়ে প্রসিদ্ধ কুলজ্ঞগণ জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত বৃহৎ বৃহৎ কুলগ্রন্থ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই সকল প্রকাণ্ড কুলগ্রন্থ কুলজ্ঞদিগের কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক বিষয় লিখিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু বহুচেষ্টায়ও তাঁহাদের গৃহস্থিত কুলগ্রন্থগুলি হস্তান্তর করিতে তাঁহারা সম্মত হন নাই। পরে পাবনা জেলায় ভারেঙ্গার কুলজ্ঞদিগের গৃহ হইতে কতকগুলি পাতড়া সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই সকল পাতড়ার উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক ইতিহাস লিখিত হইতে পারেনা ভাবিয়া কিছুকাল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ লিখিতে বিরত ছিলাম। কিছুদিন পরে নদীয়া জেলাস্থ চক-চণ্ডীপুরের প্রসিদ্ধ কুলজ্ঞ ৺এককড়ি রায় মহাশয়ের আত্মীয় ৺রামতারণ রায় মহাশয়ের সাক্ষাৎ লাভ করি। তাঁহার নিকট শুনিলাম, প্রথমতঃ তিনি কুলজ্ঞের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিলেও তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী নাহওয়ায় তিনি জমিদারের অধীনে তহসীলদার বা গোমস্তার কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাকে আমি বিশেষ যত্ন করিয়া বর্ষাধিককাল আমার গৃহে রাখিয়া বারেন্দ্র কুলতত্ত্ব শিক্ষা করি। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সংগৃহীত কুলগ্রন্থগুলি আমাকে আনিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অনেক বিষয় যাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিবার উপায় নাই, সেই সকল কঠিন অংশ তিনি নিজে লিখিয়া দিয়াছিলেন। বলিতে কি, তাঁহার নিকট হইতে এরূপ সাহায্য এবং তাঁহার এই প্রাচীন কুলগ্রন্থগুলি না পাইলে এই বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-বিবরণ কখনই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম না।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে ছাপা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কয়েকটী ফর্ম্মার

প্রুফ্ও দেখিয়া দিয়াছিলেন। ১৬ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত মুদ্রণের পর নানা কারণে পুস্তক বন্ধ থাকে। তৎপরে কয়েকজন মহাত্মার আগ্রহে প্রথমতঃ ময়ূরভঞ্জের ও পরে আসামের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে বিশেষরূপে ব্যাপৃত হইয়া পড়ি। কয়েক বর্ষের অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হই। ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি হওয়ায় প্রায় ৮ বর্ষ কাল গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি শেষ করিতে পারিব, সে আশা আদৌ ছিল না।

অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে যে ফর্ম্মা ছাপা হইতেছিল, ছাপা হইবা মাত্র প্রত্যেক ফর্ম্মা দপ্তরী লইয়া যায়। গত বর্ষে দপ্তরী আসিয়া সংবাদ দেয় যে ফর্ম্মাগুলি কীটদষ্ট হইয়া নষ্ট হইতেছে, এ সময় পুস্তক শেষ করিয়া বাহির করিতে না পারিলে সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। এ সংবাদে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। এই গ্রন্থের জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছি, বহু অর্থব্যয় করিয়াছি,—সকলই কি বৃথা হইবে? পুস্তকখানি শেষ করিবার ইচ্ছা হইল। রোগ শয্যায় বসিয়া সহকারিগণের সাহায্যে পুস্তক ছাপাইবার ব্যবস্থা করিলাম।

৩৫ বর্ষের বহু চেষ্টায় প্রভূত অর্থব্যয়ে বঙ্গের নানাজাতির প্রায় দ্বিশতাধিক কুলগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যাঁহারা এই সকল কুলগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই রাজনীতিক ছিলেন না। তাঁহারা যে সমাজের লোক, সেই সমাজের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া কুলকথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেক কথাই রাজনীতিক ইতিহাসের সহিত মিলে না, কিন্তু তাঁহারা যে সমাজতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সেই সেই সমাজের প্রকৃত চিত্র, আভিজাত্য এবং সার্ব্বজনীন প্রথার একটী আভাস লক্ষ্য করিতেছি। অপরাপর ব্রাহ্মণ জাতি বা শ্রেণীর এরূপ কুলগ্রন্থগুলি সংস্কৃত শ্লোকে বা বাঙ্গালা পদ্যে অধিকাংশই গ্রথিত; কিন্তু আমাদের আলোচ্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের কুলগ্রন্থগুলির বিশেষত্ব এই যে প্রায় সমস্তই মাতৃভাষায় গদ্যে লিখিত হইয়াছে। নিতান্ত অল্প অংশই সংস্কৃত শ্লোক বা বাঙ্গালা পদ্যে নিবদ্ধ দেখা যায়। বরেন্দ্রভূমে দীর্ঘকাল বৌদ্ধ প্রাধান্য চলিয়াছিল। সাধারণের সুবিধার জন্য পূর্ব্বতন দেশপ্রচলিত ভাষায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধাচার্য্যগণের ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইত। আমার মনে হয় পূর্ব্বতন প্রথা অনুসারেই বারেন্দ্র সমাজের আদি কুলকথা বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যে লিখিত হইয়াছিল। তাহাই ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালা গদ্যের উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করিতেছেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের আদি কুলগ্রন্থগুলি তাঁহাদের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বারেন্দ্র সমাজের অংশবংশ, পটীব্যাখ্যা, কুলপঞ্জী বা কুল-ব্যাখ্যা, নিগূঢ় কল্প কাপ ও পটীব্যাখ্যা সমস্ত একত্র করিলে আধুনিক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-কুলগ্রন্থ মহাভারত অপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ হইবে সন্দেহ নাই। যাঁহারা সামাজিক ইতিহাসের সুবর্ণ সূত্র এই কুলগ্রন্থগুলি রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বাঙ্গালী চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত আলোচনা ও উৎসাহের অভাবে এই অমূল্য জাতীয় গ্রন্থগুলি

অধুনা ক্রমশঃই ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। যাঁহারা পুরুষানুক্রমে সামাজিক বিশুদ্ধি-রক্ষাকল্পে এই সকল গ্রন্থ রক্ষা করিতেন, আজ তাঁহারা অনেকেই কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় এবং তাহাদের বংশধরগণ প্রায় সকলেই বংশগত কুলজ্ঞের কার্য্য পরিত্যাগ করায় এই সকল অমূল্য গ্রন্থের সমাদর সমাজ হইতে লোপ পাইতে চলিয়াছে। অতীত সামাজিক ইতিহাসের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করি। প্রত্যেক গ্রন্থেই মূল কুলগ্রন্থের বচন যথা স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি।

আলোচ্য গ্রন্থের (৫৯ হইতে ১২৯ পৃষ্ঠা মধ্যে) অবসাদ ও পটীর বিবরণ যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা মূল গ্রন্থের যথাযথ নকল। মূল পুথিতে যেরূপ ভাবায় বিবরণ দেওয়া আছে, দুই একটী অবোধ্য শব্দ বাদ দিয়া প্রায় সমস্তই আদর্শ অনুরূপ ছাপা হওয়ায় মূলগ্রন্থ কতকটা রক্ষিত হইল। অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত এই গ্রন্থের প্রথমাংশে যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালে শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কারের সহিত তাহার কতক কতক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে সময় মুদ্রিত গ্রন্থে বিজয়সেন ও শ্যামলবর্ম্মাকে একই বংশীয় বলা হইয়াছে; কিন্তু নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন দ্বারা তাহা ভ্রমাত্মক স্থির হইয়াছে। বাস্তবিক শ্যামলবর্ম্মা বর্ম্ম-বংশীয় জাতবর্ম্মার পুত্র হইতেছেন। যে সময় সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেন রাঢ়দেশে আধিপত্য করিতেছিলেন, সেই সময় সামলবর্ম্মা পূর্ব্ব বঙ্গের অধিপতি ছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় প্রেমবিলাস হইতে যে দুই পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব দুই পঙক্তি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণে ২য় সংস্করণ ১০০ পৃষ্ঠায় এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গা নাম। মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যাদান।
রাঢ়ীতে বারেন্দ্র বিয়ে না ভাবিও আন। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান।"

কিন্তু এক্ষণে ধ্রুবানন্দমিশ্রের মহাবংশ ও মহেশমিশ্রের রাঢ়ীয় নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা হইতে স্পষ্টই পাইতেছি—যে মাধবাচার্য্য রাঢ়ীয় কুলীন ও চাটুতি গাঞি। সুতরাং প্রেমবিলাসের উক্ত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অগ্রাহ্য।

এই পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় বীরদেবের প্রপৌত্র দর্ভপাণিকে শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ বংশোদ্ভব বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী আলোচনার ফলে বীরদেবের বংশ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১৫০-১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের গাঞি সম্বন্ধে ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "অধুনা অনেক গাঞির সন্ধান পাওয়া যায় না।" এই প্রসঙ্গে বলিতেছি—মালদহ, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর আদি জেলার মধ্যে এবং ঢাকার পশ্চিমাংশস্থিত ভূখণ্ডে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বতন বাস ছিল, সুতরাং ঐ সকল স্থান অনুসন্ধান করিলে গাঞি-নির্দ্দেশক গ্রামগুলি বাহির হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য যে সকল প্রথিত বংশের পরিচয় গ্রন্থান্তরে বাহুল্য রূপে বিবৃত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তাঁহাদের পরিচয় সংক্ষেপ লিপিবদ্ধ হইল এবং যে সকল খ্যাত বংশের কথা অন্যত্র প্রকাশিত হয় নাই, তাঁহাদের পরিচয় এই গ্রন্থে কিছু বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পুস্তকের প্রথমাংশ প্রকাশকালে যেরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তি ছিল, বর্ত্তমান অবস্থায় সেই শক্তি ও অধ্যবসায় কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাতা আদ্যা-শক্তি ও শ্রীগুরুর চরণের উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। গ্রন্থখানির মধ্যে অনেক অভাব রহিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে পীড়া বৃদ্ধির কারণ সংকারিগণের উপর নির্ভরকরিতে হইয়াছে ও মুদ্রাকরের অনবধানতা বশতঃ অনেক দোষ থাকিয়া গিয়াছে ও উল্টা পাল্টা হইয়াছে। বারেন্দ্র সামাজিকগণের প্রতি আমার সানুনয় অনুরোধ, এই গ্রন্থের যে সকল অভাব ও ভ্রম পাইবেন, সুবিধামত আমাকে জানাইলে দ্বিতীয় সংস্করণে সেই সকল সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। আশা করি পাঠক ও সামাজিকগণ আমার শোচনীয় শারীরিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ১৩৩৪ সাল।

বিশ্বকোষ কুটীর
৮নং বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

—— ✻০✻ ——

কতিপয় বিশেষ ভ্রম সংশোধন

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫০	(পাদ টীকা)		(৬) ২৪ পৃষ্ঠায় ৩৪ পাদটীকা দ্রষ্টব্য
৫২	১২	'এবাং কুশাময়ীং কন্তুং'	কুশময়ীং কন্তুং
৫৩	১৪	অমর্জ্জুনাই	অর্জ্জুনাই
৬১	২০	গাজুরি	গাজইল
৬২	৮	সতাই	সাতাই
৬২	২০	ঘবাই	ধরাই
৯০	২	দর্পনারায়ণ বড় ঠাকুরের পুত্র	দর্পনারায়ণ বড় ঠাকুরের ভাই
৯২	২	বেধে	বেঁধে
৯২	১৩	সজনদিগের ভগিনী মহারাজের ভগিনী	সেজনদিগের ভগিনী মহারাজের ভাগিনী
৯৩	(পাদটীকায়)	হৃদয়নারায়ণ, তৎপুত্র হৃদয়নারায়ন	('তৎপুত্র হৃদয়নারায়ণ' হইবে না)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

বারেন্দ্র নামকরণ	১	আদিশাসন গ্রাম	৫
বরেন্দ্রের সীমা	২	ধর্ম্মপালের অভ্যুদয়	৬
কনোজাগত ব্রাহ্মণের সংখ্যা	৩	প্রথম রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজ	৮
শ্রেণিভেদের কারণ	৪	বৈদিক মার্গ চ্যুতির কারণ	১২
বহুসংখ্যক কনোজীয় ব্রাহ্মণাগমনের কারণ	৫		

দ্বিতীয় অধ্যায়

বারেন্দ্র গাঞি বিবরণ	১৬	কাশ্যপ গোত্র—সুষেণ বংশ	২০
শাণ্ডিল্য গোত্র—ভট্টনারায়ণ বংশ	১৯		

তৃতীয় অধ্যায়

বল্লালী বারেন্দ্র সমাজ	২৪	ভরদ্বাজ গোত্র—গৌতম বংশ	৩৬
বল্লালী কুলীন	৩৪	সাবর্ণ গোত্র পরাশর বংশ	৩৭
সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয়	৩৫	বাৎস্য গোত্র—ধরাধর বংশ	৩৮

চতুর্থ অধ্যায়

উদয়নাচার্য্যের কুলবিধি	৪২	শাণ্ডিল্য গোত্র—অচ্যুতানন্দ বংশ	৪৯
উদয়নাচার্য্যের কাল নিরূপণ	৪৮	উদয়নাচার্য্যের করণ	৫১
কাশ্যপ গোত্র-মৈত্রে বা ক্রতু ভাদুড়ী বংশ	৪৯	করণের পদ্ধতি	৫২
ভরদ্বাজ গোত্র—ভাস্কর বেদান্তী বংশ	৪৯	কাপোৎপত্তি	৫২

পঞ্চম অধ্যায়

প্রধান প্রধান সমাজ নির্ণয়	৫৪		

ষষ্ঠ অধ্যায়

আঘাতের বিবরণ	৫৮	বউনেয়া আঘাত	৬১
ভরতাঘাত	৫৯	সন্নাঘাত	৬২
ভট্টাঘাত	৬০	সাত্তাঘাত	৬২

বিষয়	পৃষ্ঠা
হত্তন খানী আঘাত	৬৪
বাহাদুর খানী আঘাত	৬৪
সন্ধ্যাঘাত	৬৫
গাছতলী আঘাত	৬৩
আলিয়াখানী আঘাত	৬৫
চন্দ্রাঘাত	৬৫
কামিনী আঘাত	৬৬
কাফুর খানী আঘাত	৬৬

সপ্তম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
অবসাদের বিবরণ	৬৮
১। আল্‌মস্ খানী অবসাদ	৭০
২। গুভরাজ খানী অবসাদ	৭০
৩। কালির দাগ অবসাদ	৭১
৪। জুগেবাদ অবসাদ	৭২
৫। ছাপী পোড়া অবসাদ	৭২
৬। চড়িয়া দোষ	৭৩
৭। কালাপুরা অবসাদ	৭৩
৮। ভগাঞ্চি দোষ	৭৪
৯। আসামী দোষ	৭৫
১০। নসিব খানী অবসাদ	৭৫
১১। সৈয়দ খানী অবসাদ	৭৫
১২। নাটুয়া ডাঙ্গা অবসাদ	৭৬
১৩। মল্লিক যদুনাথী দোষ	৭৬
১৪। বক্তারি অবসাদ	৭৬
১৫। হাউল খানী অবসাদ	৭৭
১৬। পেগম্বরী অবসাদ	৭৭
১৭। ভালার দাগ অবসাদ	৭৮
১৮। রাজা বড় অবসাদ	৭৮
১৯। মথুরাকোপা অবসাদ	৭৯
২০। আলে খানী	৮১
২১। সের খানী বা সুরখানী অবসাদ	৮২
২২। পহর খাগী অবসাদ	৮২
২৩। তের খানী অবসাদ	৮৩
২৪। পীরালি অবসাদ	৮৩
২৫। পীতাম্বর তকী অবসাদ	৮৩
২৬। পয়নলী অবসাদ	৮৪
২৭। পেস্নারী অবসাদ	৮৪
২৮। সাত খানী অবসাদ	৮৫
২৯। সাদেখানী অবসাদ	৮৫
৩০। হিরণ্য তকী অবসাদ	৮৬
৩১। পরাণমৌলিনী	৮৬
৩২। কপর্দ্দ খানী অবসাদ	৮৬
৩৩। সাত সিঁড়ি উমানন্দী	৮৭
৩৪। মুদাখানী অবসাদ	৮৭
৩৫। রতিগুরু রঞ্জনখানী	৮৭
৩৬। দুই শ্রীগর্ভের সংশিত	৮৮
৩৭। রেটা চৌয়াই অবসাদ	৮৯
৩৮। আবদুল রহমানী	৮৯
৩৯। দর্পনারায়ণী অবসাদ	৯০
৪০। হাসন খানী অবসাদ	৯৪
৪১। উমানন্দী অবসাদ	৯৪
৪২। খোজাম্বরী অবসাদ	৯৫
৪৩। নওরঙ্গখানী অবসাদ	৯৫
৪৪। অদৃষ্ট কন্যা	৯৭
৪৫। সিদ্ধি দোষ	৯৭
৪৬। চাঁদি অবসাদ	৯৮
৪৭। বগা অবসাদ	৯৯
৪৮। রোহেলা অবসাদ	৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
৪৯। হাড়ী বাদ	১০০	৫২। কাঁকুশেয়ালি অবসাদ	১০২
৫০। গরবাগাছুরী অবসাদ	১০০	৫৩। ওরাখানী অবসাদ	১০৩
৫১। সাধকনামা দোষ	১০১		

অষ্টম অধ্যায়

পটীর বিবরণ	১০৩	কুতুব খানী	১১৯
আদি নিরাবল	১০৪	জোনালী পটী	১২২
রোহিলা পটী	১০৫	নিরাবিল পটী	১২৪
আলে খানী	১১৩	বেণী পটী	১২৮
ভবানীপুরী পটী	১১৪	পটী সম্বন্ধে বক্তব্য	১৩০
ভূষণা পটী	১১৬		

নবম অধ্যায়

বারেন্দ্র কুলের সমালোচনা ১৩১

দশম অধ্যায়

কাশ্যপ গোত্র-বিবরণ

ভাদুড়ী কুলপরিচয়—

তাহিরপুরের রাজবংশ	১৪১	শিবরাম বাচস্পতি ও কৃষ্ণদেব ন্যায়বাগীশের বংশ	১৪৮
মুক্তাগাছার আচার্য্য চৌধুরীবংশ	১৪৪	মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণির বংশ	১ ৯
বালিয়াটির পরমানন্দ রায় ভাদুড়ীবংশ	১৪৬	দুবলহাটির ৵৹ ভাদুড়ী রাজবংশ	১৫০
বালিয়াটির শ্রীগর্ভ তর্কবাগীশের বংশ	১৪৭	নিমাইতপুরের ভাদুড়ী চৌধুরীবংশ	১৫০-২০৭

মৈত্র কুলপরিচয়—

নাটোর রাজবংশ	১৫১	যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায়ের বংশ	১৭৬
আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য-বংশ	১৫৭, ২০৯ছ	পরশুরাম পঞ্চাননের বংশ বিবরণ	১৭৭
তালন্দের মৈত্র জমিদার বংশ	১৬২	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের নিজ বংশ-পরিচয়	১৮৬
কৃষ্ণানন্দ পাতশার বংশ	১৬৩	মিহরার অর্দ্ধকালী বংশ বিবরণ	১৮৭
মেরুতলার ভট্টাচার্য্য বংশ	১৬৭	সিদ্ধ শ্রোত্রিয় করঞ্জ গাঞি বংশতরু	২০৫
হরিপুরের চৌধুরী বংশ	১৬১	গৌরীপুরে জমিদার বংশ	২০৯ক, ২০৯ছ
আগমবাগীশের বংশীয় মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্নের বংশলতা			২০৯ছ

একাদশ অধ্যায়

শাণ্ডিল্য গোত্র বিবরণ—

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পুঁঠীয়ার রাজ বংশ	২১০	সিদ্ধ শ্রোত্রিয় সিহরী গাঞি ডেমরার রায়বংশ	২২৭
জোয়াড়ীর বিশীবংশ	২১৫	সিদ্ধ শ্রোত্রিয় নন্দনবাসী থোঁড়াচার্য্য বংশ	২৩০
জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের বংশ	২১৭	সিদ্ধ শ্রোত্রিয় নন্দনাবাসী বিনায়ক বংশ	২৩২
বোয়ালিয়ার বাগছী বংশ	২২০	চম্পটী গাঞি শেখর হাজরা ও মাধবের বংশ	২৩৩
হরিহর অগ্নিহোত্রীর বংশ	২২২	চৌগাঁয়ের রাজবংশ	২৩৬
নন্দনাবাসী কুলূকভট্ট ও তাহিরপুরের		রামগোপালপুরের বাগছী বংশ	২৩৭
প্রাচীন রাজবংশ	২২২	গাঁতৈলের রাজ বংশ	২৩৮
গদাই লাহিড়ীর বংশ	২২৪	টেংমারির ভট্টাচার্য্য বংশ	২৩৯
রঙ্গপুরবাসী লোকনাথ লাহিড়ীর বংশ	২২৪	কাসিমপুরের রায় বাহাদুর বংশ	২৩৯
রুদ্র বাগছীর ধারা—ভারেঙ্গা তারা		ভিটাদিয়া ও বাণীগ্রামের লাহিড়ী গোস্বামীবংশ	২৪১
নগরের চক্রবর্ত্তি-বংশ	২২৫		

দ্বাদশ অধ্যায়

বাৎস্য গোত্র বিবরণ—

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নবদ্বীপের জটিয়া যাদু সান্যালের বংশ	২৪৫	দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায়ের বংশ	২৬২
বাসমপুরের চৌধুরী বংশ	২৪৬	ভট্টশালী গাঞি ময়ূরভট্টের ধারা	
বলিহার-রাজবংশ	২৪৭	মহীধরের বংশ	২৬৩
কানাই ঠাকুরের বংশ	২৫০	ভট্টশালী গাঞি সিদ্ধান্ত-বংশ	২৬১
চমটা সমাজ ভবাই সান্যালের বংশ	২৫১	ভীমকালীহাই রাজা দেবীদাসের বংশ	২৬৫
মধু সান্যালের বংশ	২৫১	বিক্রমপুরের পাইকপাড়াগ্রামস্থ	
সলপের সান্যাল জমিদার-বংশ	২৫২	ভট্টশালী বংশ	২৬৫
প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গদাধরের বংশ	২৬১	ইটাকুমারীর ঠাকুর কালিদাস বা উদীচ্য	
		ভট্টাচার্য্য বংশ	২৬৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়—

ভরদ্বাজ গোত্র বিবরণ

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
উচ্ছরখি গাঞি সুসঙ্গের রাজ বংশ	২৭১-২৭৩	প্রভু অদ্বৈতাচার্য্য বংশ	২৭৫,২৭৮

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বিবরণ

প্রথম অধ্যায়

কতটা জনপদ লইয়া প্রথম বারেন্দ্রসমাজ গঠিত হইয়াছিল, জানিতে হইলে প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির প্রকৃত অবস্থান অবধারণ করিতে হইবে।

বারেন্দ্র-নামকরণ

বারেন্দ্রের নামকরণ ও অবস্থান সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। এখানকার উচ্চশ্রেণীর মধ্যে একটী প্রবাদ আছে—'এক সময়ে পৌষ-নারায়ণী মহাযোগে "পাল" উপাধিধারী বার (১২) জন রাজা ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এখানে আগমন করেন। কিন্তু সেকালে পথ সুগম ছিল না, এজন্য তাঁহারা যথাসময়ে এখানে পৌঁছিয়া স্নান করিতে পারেন নাই,—পুনরায় মহাযোগের প্রতীক্ষায় সকলে এ অঞ্চলে রহিয়া গেলেন। তাঁহারা করতোয়াতীরস্থ বিভিন্ন স্থানে বাস, রাজ্যস্থাপন ও রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই বার ইন্দ্র অর্থাৎ রাজা হইতে এই স্থানের বারেন্দ্র নামকরণ হইল।' এই প্রবাদের মূলে প্রকৃত কোন ঐতিহাসিক সত্য লুক্কায়িত আছে কি না, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এদিকে বারেন্দ্র-কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, শূরবংশীয় নৃপতি বরেন্দ্রশূর রাজসাহীর পশ্চিম বরিন্দা নামক যে স্থানে আধিপত্য করিতেন, সেই স্থানই তাঁহার নামানুসারে "বারেন্দ্র" নামে পরিচিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব প্রবাদের ন্যায় কুলাচার্য্যদিগের এই উক্তিও কতদূর বিশ্বাস-যোগ্য—তাহার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। আবার কেহ কেহ পালরাজ নারায়ণপালের তাম্রশাসনে "ইন্দ্ররাজ" শব্দের ইন্দ্রকে বারেন্দ্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, রাজা ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ইন্দ্ররাজ কান্যকুব্জের অধিপতি, তাঁহার সহিত বরেন্দ্রের কোন সংস্রব নাই।*

রাজসাহী জেলার সর্ব্বত্রই জলাজমি-পরিবেষ্টিত উচ্চভূমি 'বরিন্দ' নামে পরিচিত, এই 'বরিন্দ' হইতেই 'বরেন্দ্র' বা 'বরেন্দ্রী' নাম হইয়াছে। গৌড়াধিপ বল্লালসেনের দানসাগরের

---

* বিশ্বকোষ ১১শ ভাগ, 'পালরাজবংশ' শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

উপক্রমে সর্ব্বপ্রথম 'বরেন্দ্রী' শব্দের সাহিত্যিক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে 'বারেন্দ্র' বীরগণের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাহা প্রক্ষিপ্ত বা আধুনিক রচনা বলিয়া মনে হইবে। আমাদের মনে হয় যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতে 'বরিন্দ্' নামেই এই স্থান অভিহিত ছিল। তৎপরে শূর বা পালরাজগণের সময়েই সংস্কৃতাকারে ইহার 'বরেন্দ্র' নাম হইয়া থাকিবে। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে মিন্হাজ্ তবকাত্-ই-নাসিরি নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'গঙ্গার ধারে লক্ষ্মণাবতী রাজ্যের দুইটী পক্ষ, তন্মধ্যে পশ্চিমাংশ 'রাল' নামে এবং পূর্ব্বাংশ 'বরিন্দ্' নামে পরিচিত। পশ্চিমাংশে লখ্নোর এবং পূর্ব্বাংশে দেওকোট অবস্থিত।'* মিন্হাজের উক্তি হইতে মনে হয় যে, লখ্নোর (লক্ষ্মণনগর) বর্ত্তমান বীরভূম জেলাস্থ রাজনগর রাঢ়ের এবং বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলাস্থ দেওকোট বরেন্দ্রের শাসন-কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল—গঙ্গার দক্ষিণকূল হইতে রাঢ় এবং বামকূল হইতে বরেন্দ্রবিভাগ আরম্ভ।

বরেন্দ্রের সীমা

প্রায় তিন শত বর্ষপূর্ব্বে রচিত কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

'পদ্মানদীর পূর্ব্বধারে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে নানা নদনদীযুত বরেন্দ্রনামক দেশ। এই দেশ শতার্দ্ধযোজন বিস্তৃত ও কুশকাসাদি-সংযুত, উপবঙ্গের নিকট ও মলদের দক্ষিণে অবস্থিত। যেখানে ঘর্ঘরা নামক ক্ষুদ্র সরিৎ নিয়ত প্রবাহিত, যেখানে ইন্দ্রের নিকট পর্ব্বতগণের দর্পচূর্ণ হইয়াছিল, যেখানে বহুসংখ্যক কায়স্থের বাস ও কায়স্থেরা ব্রাহ্মণের মন্ত্রিত্ব করিয়া থাকে, স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণের রাজত্ব, যেখানকার অধিবাসী প্রায়শঃ মৎস্যাসী এবং সাধারণে দেবীভক্ত বা বিষ্ণুভক্ত।' †

আবার ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড নামক গ্রন্থে বারেন্দ্রের সংস্থান এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

"পদ্মানদীর পূর্ব্বভাগে এক জলময় দেশ আছে, তাহা বরেন্দ্র নামে খ্যাত ও সর্ব্বদা শস্যপূর্ণ। কলিকালে বরেন্দ্রের লোকেরা সকলেই প্রায় শিবভক্ত ও মদ্যমাংসরত।' ‡

Col. Raverty's Tabakat-i.Nasiri, p. 545-46.

† "পদ্মানদ্যাঃ পূর্ব্বধারে ব্রহ্মপুত্রস্য পশ্চিমে। বরেন্দ্রসংজ্ঞকো দেশো নানান্দনদীযুতঃ ॥ ৭৫৫
শতার্দ্ধযোজনৈর্যুক্তো দেশো দর্ভাদিসংযুতঃ। উপবঙ্গসমীপে চ মলদস্য চ দক্ষিণে ॥ ৭৫৬
ঘর্ঘরা সরিতাং ক্ষুদ্রা বহতে যত্র বৈ সদা। পর্ব্বতানাং নিরসনং যত্র শক্রেণ কারিতম্ ॥ ৭৫৭
কায়স্থা বহুলা যত্র ব্রাহ্মণস্য চ মন্ত্রিণঃ। স্থানে স্থানে দ্বিজাঃ সর্ব্বে ভাবিনো রাজ্যকারিণঃ ॥
মৎস্যানাং জলজন্তূনাং খাদকাঃ প্রায়শো জনাঃ। দেবীভক্তা বিষ্ণুভক্তাঃ প্রাণিনো হি বরেন্দ্রকাঃ ॥ ৭৬৩"
(দিগ্বিজয়প্রকাশ)

‡ পদ্মাবত্যাঃ পূর্ব্বভাগে দেশো জলময়ো মহান্। বরেন্দ্রদেশো বিজ্ঞেয়ঃ শস্যাঢ্যঃ সর্ব্বদা নৃপ ॥
বরেন্দ্রবাসিনঃ সর্ব্বে শিবভক্তিপরায়ণাঃ। মদ্যমাংসরতাঃ প্রায়া ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥"

উদ্ধৃত বিবরণ কয়টী হইতে মনে হয় যে, বর্ত্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া ও পাবনা এই কয় জেলা এবং রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহের কতকাংশ লইয়া বরেন্দ্র। ইহার উত্তরে কোচরাজ্য, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে মহানন্দা ও পূর্ব্বে করতোয়া।

প্রাচ্য সভ্যতার লীলাস্থলী, ঐতিহাসিক ঘটনার রঙ্গভূমি, প্রাচ্য স্থাপত্য ও প্রাচ্য অতীত শিল্পের কেন্দ্র,—প্রাচ্যজনপদের অতীতগৌরব গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যে বরেণ্য জনপদের অঙ্গ বিভূষিত করিয়াছেন, তাহাই প্রথিত বরেন্দ্রভূমি। যাঁহারা বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই বরেন্দ্রভূমে বাস করিয়া আসিতেছেন, অথবা যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রেণীবিভাগকালে এই অঞ্চলে বাস করিতেন, তাঁহারাই স্থাননামানুসারে বারেন্দ্র নামে পরিচিত। বহু প্রাচীনকাল হইতেই বরেন্দ্রভূমে ব্রাহ্মণাগমন ঘটিয়াছে, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। *

রাজসাহী হইতে কুমারগুপ্তের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এখানে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দেও বেদবিদ্‌-ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। সম্ভবতঃ তাঁহার অনতিকালপরে এখানে বৌদ্ধপ্রভাব বিস্তারের সহিত বৈদিককর্ম্মকাণ্ড নিপুণ ব্রাহ্মণের অভাব হইতেছিল, তাই খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে আদিশূরের অভ্যুদয়কালে এখানে বৈদিক ক্রিয়াকুশল উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় নাই, সেজন্যই গৌড়াধিপতিকে তৎকালীন বৈদিকচর্চ্চার প্রধান স্থান কনোজরাজসভা হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল।

কি কারণে আদিশূর এখানে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, পূর্ব্বেই তাহার বিশদ পরিচয় দিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। †

কি রাঢ়ীয় কি বারেন্দ্র এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহের মতে ৬৫৪শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল। ‡

বৌদ্ধনৃপালবর্গকে পরাজয় করিয়া খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ আদিশূরের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এখন যে রীতিপদ্ধতিতে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে, সেই সময় হইতেই তাহার সূত্রপাত ;—সেই সময় হইতেই বঙ্গে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের সূচনা। গৌড়ে বৈদিকাচার পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্যই বহুশাস্ত্রবিৎ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশ, ভরদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথি, কাশ্যপগোত্রীয় বীতরাগ, বাৎস্যগোত্রীয় সুধানিধি ও সাবর্ণগোত্রজ সৌভরি এই

কনোজাগত ব্রাহ্মণের সংখ্যানির্ণয়।

পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র স্ত্রী, পুত্র ও পরিজন সহিত গৌড়রাজসভায় আহূত হইয়াছিলেন।[১] উক্ত পঞ্চ সাগ্নিকের মধ্যে ক্ষিতীশের পাঁচ পুত্র—দামোদর, শৌরি, বিশ্বেশ্বর, শঙ্কর ও ভট্টনারায়ণ ; মেধাতিথির পুত্র নয়টীর অধিক—শ্রীহর্ষ-

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ, (২য় সংস্করণ) ৬১ হইতে ৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† ঐ ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ১০০-১১২ পৃষ্ঠা এবং কায়স্থকাণ্ডে আদিশূরের বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য।

‡ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ, (২য় সংস্করণ) ১০৫ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা পাঠ করুন।

(১) "আয়াতা বিপ্রবর্য্যাঃ শুচিতপসদনাঃ পঞ্চ কোলাঞ্চদেশাৎ।
সস্ত্রীকাঃ পুত্রযুক্তাঃ পরিজনসহিতাঃ সাগ্নয়ঃ কান্তিমন্তঃ।"　(বাচস্পতিমিশ্র—কুলরাম)

গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা, রবি শশী ও ধ্রুবাদি; বীতরাগের চারি পুত্র—শঙ্কর, সুষেণ, ভানুমিশ্র ও কৃপানিধি; সুধানিধির দুই পুত্র—ছান্দড় ও ধরাধর; সৌভরির চারি পুত্র—বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বর।২ কুলগ্রন্থে সপুত্র এই ৩১ জন কনোজীয় দ্বিজের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের সহিত সমাগত পরিজনবর্গের নাম কোন ব্রাহ্মণ-কুলগ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই।

মহেশ-মিশ্র-রচিত নির্দ্দোষ-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—

শ্রেণীভেদের কারণ।

"দামোদরো হি বরেন্দ্রদেশে বসতিত্বাদ্বারেন্দ্র ইতি বিখ্যাতঃ, শৌরির্দাক্ষিণাত্যঃ, বিশ্বম্ভরো বেদবিহিতত্বাৎ বৈদিকঃ, শঙ্করো হি পাশ্চাত্যঃ ভট্টনারায়ণো রাঢ়ী রাঢ়দেশবসতিত্বাৎ।"

বরেন্দ্রদেশে বাসহেতু দামোদর বারেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত, শৌরি দাক্ষিণাত্য, বিশ্বম্ভর বেদবিহিত আচরণ দ্বারা বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য এবং ভট্টনারায়ণ রাঢ়দেশে বাসহেতু রাঢ়ীয় বলিয়া গণ্য হয়েন। মহেশমিশ্র আরও লিখিয়াছেন,—

"বেদগর্ভস্ততো জাতস্তস্মাদ্বিষ্ণুরুদারধীঃ।
তস্মাৎ শরণিশর্ম্মা চ ততোঽভূৎ কোলসংজ্ঞকঃ॥
কোলপুত্রাবিমৌ জাতৌ নাম্না ধীরধুরন্ধরৌ।
ধীরস্তরাঢ়ীয়ো রাঢ়ীয়ো দাক্ষিণাত্যো ধুরন্ধরঃ॥"

(বাৎস্য সৌভরির পুত্র) বেদগর্ভ, তাঁহা হইতে উদারচরিত বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র শরণিশর্ম্মা, তাঁহা হইতে কোল নামে এক ব্যক্তি; এই কোলের দুই পুত্র জন্মে, তাঁহাদের নাম ধীর ও ধুরন্ধর; ধীর রাঢ়ীয় ও ধুরন্ধর দাক্ষিণাত্য। এতদ্ভিন্ন উক্ত নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকায় ভরদ্বাজগোত্রজ শ্রীহর্ষের বংশপরিচয়স্থলে লিখিত আছে,—

"জনকো দিব্যসিংহশ্চ হরির্নীলাম্বরস্তথা।
বেদগর্ভসুতা এতে সর্ব্বে বিখ্যাতপৌরুষাঃ॥ দিব্যসিংহো মধ্যদেশী॥"

অর্থাৎ শ্রীহর্ষের অধস্তন পঞ্চম পুরুষে শত ডিঙীসাঁই জন্মগ্রহণ করেন, তৎপুত্র বেদগর্ভ, এই বেদগর্ভের বিখ্যাত চারি পুত্র জন্মে—জনক, দিব্যসিংহ, হরি ও নীলাম্বর, এতন্মধ্যে দিব্যসিংহ মধ্যদেশী।৩

উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশ হইতে ইহাও জানা যাইতেছে যে, কনোজাগত সাগ্নিক বিপ্রসন্তানগণের মধ্যে কেহ বারেন্দ্র, কেহ রাঢ়ীয়, কেহ বৈদিক, কেহ পাশ্চাত্য, কেহ দাক্ষিণাত্য, কেহ বা মধ্যদেশীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। একই ব্যক্তির বিভিন্ন সন্তান বিভিন্ন শ্রেণীজাত হইলেন কিরূপে? ইহার কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ, ১০৩ ও ১০৪ পৃষ্ঠা।

(৩) মেদিনীপুরবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে "মধ্যদেশী" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে রাঢ়দেশের মধ্যভাগই মধ্যদেশ বা মধ্যরাঢ় বলিয়া গণ্য ছিল।

বাসস্থানভেদে শ্রেণীভেদ ছাড়া, কনোজাগত বিপ্রগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বাগত দাক্ষিণাত্য-সমাজে মিশিলেন তাঁহারা দাক্ষিণাত্য,[৪] যাঁহারা পশ্চিমের সহিত সম্বন্ধ রাখিলেন তাঁহারা পাশ্চাত্য, এবং যাঁহারা মধ্যরাঢ়ে সপ্তশতী বা সারস্বতসমাজে মিশিয়া গেলেন, তাঁহারা মধ্যদেশী বলিয়া গণ্য হইলেন।[৫] সুতরাং দেখা যাইতেছে, কনৌজ হইতে বহুসংখ্যক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মহারাজ আদিশূরের সভায় আগমন করেন ও তাঁহাদের সন্তানগণ সকলেই গৌড়বাসী হইয়া নানা শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এদেশীয় সাধারণের বিশ্বাস যে, পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, সেই পঞ্চ হইতেই বিরাট্ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের উৎপত্তি; কিন্তু সে বিশ্বাস এখন দূর হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আদিশূরের যজ্ঞকালেই যে কেবল ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণই একবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। আদিশূরের যজ্ঞকালে এবং তাঁহার রাজ্যবিস্তারের সহিত নানা স্থানে হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের আবশ্যকতা হওয়ায় বহুসংখ্যক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণগণকে আনান অসম্ভব নহে। এ ছাড়া ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক কনোজপতি যশোবর্ম্মদেবের মৃত্যু হওয়ায়[৬] এবং তৎপুত্র চক্রায়ুধ-আমরাজ জৈনধর্ম্মগ্রহণ করায়[৭] ও সেই সঙ্গে কনোজে জৈনপ্রভাব বিস্তৃত হওয়ায়[৮] স্বধর্ম্মনিরত বৈদিক বিপ্রগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছিলেন। গৌড়ে স্বধর্ম্মরক্ষা হইবে ও সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারিবেন ভাবিয়াই তাঁহারা গৌড়ে আগমন করেন এবং বৈদিকভক্ত মহারাজ আদিশূরের নিকট শাসনলাভ করিয়া তাঁহারা গৌড়বাসী হইয়াছিলেন।

বহুসংখ্যক কনোজীয় ব্রাহ্মণাগমনের কারণ।

বঙ্গীয় কুলাচার্য্য হরিমিশ্র ও বাচস্পতি মিশ্র আদিশূরকর্ত্তৃক পঞ্চ সাগ্নিককে পঞ্চ শাসন-গ্রামদানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[৯] কিন্তু ভুবনেশ্বরের অনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে খোদিত ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি ও খৃঃ ১১শ শতাব্দে রচিত নারায়ণের 'ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ' আলোচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যেমন বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ কনোজ হইতে এদেশে আগমন

আদি শাসনগ্রাম।

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ, ৩ পৃষ্ঠায় দাক্ষিণাত্য-পরিচয় দ্রষ্টব্য।

(৫) মধ্যদেশ বা মধ্যরাঢ়ই সপ্তশতিগণের প্রধান সমাজ। যে সকল গ্রাম হইতে সপ্তশতিগণের গাঞি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রধান গ্রামগুলি এই মধ্যরাঢ়েই অবস্থিত। [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ১মাংশ ৯৯ পৃষ্ঠা ও ২য় ভাগ ৪র্থ অংশ ৮৬ ও ১১৩ পৃষ্ঠা।]

(৬) Dr. R. Bhandarkar's Report on the Search of Sanskrit Mss, (1887) p. 18.

(৭) রাজশেখরের প্রবন্ধকোষ ও প্রভাবকচরিত দ্রষ্টব্য।

(৮) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১১শ ভাগ ১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ (২য় সংস্করণ) ১১১-১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করেন, তাঁহাদের সুখে বসবাসের জন্য গৌড়পতি তেমনি বহুসংখ্যক শাসনগ্রামও দান করিয়াছিলেন।[১০] তন্মধ্যে সাবর্ণগোত্রজ ভবদেব ভট্টের পূর্ব্বপুরুষ ১ম ভবদেব গৌড়পতির নিকট "শ্রীহস্তিনী" নামে তাঁহার মনোমত শাসন পাইয়াছিলেন।[১১] এইরূপে নারায়ণের আদিপুরুষ বাৎস্যগোত্রজ ধর্ম্ম "কাঞ্জিবিল্লী" শাসনলাভ করেন। এইরূপে আরও কত ব্যক্তি শাসন পাইয়াছিলেন, প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধারের সহিত সে সকল গ্রামের নামও বাহির হইতে পারে।

যতদিন আদিশূর জীবিত ছিলেন, ততদিন কনোজাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়মণ্ডলে বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারের সুযোগ ও অবসর পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনাবসানকালে পশ্চিমোত্তর গৌড়ে ও মগধে বৌদ্ধ জনসাধারণ একত্র হইয়া বপ্যটের পুত্র গোপালকে মগধে অভিষিক্ত করিল এবং তাঁহার দ্বারা পুনরায় বৌদ্ধপ্রাধান্য স্থাপনের আয়োজন চলিতে লাগিল।[১২] কিন্তু মগধপতি গোপাল বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ আদিশূরের প্রভাব খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন নাই।

দীর্ঘকাল পঞ্চগৌড় শাসন করিয়া মহারাজ আদিশূর ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পিতার মত সাহসী, রাজনীতিকুশল ও শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁহারই সময়ে মগধপতি গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল (প্রায় ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে) পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া যথেষ্ট বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপ ও আধিপত্য অল্পদিন-মধ্যে সমস্ত উত্তরগৌড়ে বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে দাক্ষিণাত্যের প্রবলপরাক্রান্ত রাষ্ট্রকূটপতি গোবিন্দ-শ্রীবল্লভ[১৩] এবং উত্তর-ভারতে যশোবর্ম্মপুত্র চক্রায়ুধ আমরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ দুই পরাক্রান্ত নৃপতির সহিত বৌদ্ধরাজ ধর্ম্মপাল আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।[১৪] এইরূপে বলদৃপ্ত হইয়া বৌদ্ধভূপতি ধর্ম্মপাল মহারাজ ভূশূরের রাজ্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-বিজয়ের উদ্যোগ করিলেন। আদিশূরের পুত্র ভূশূর বৌদ্ধ-অভিযান কিছুতেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি ধর্ম্মপালের নিকট পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া রাঢ়দেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। যে রাঢ়বাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে আদিশূর পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন,[১৫] এখন তাঁহাদের বংশধরগণ ভূশূরকে আশ্রয়দান করিলেন। ধর্ম্মপাল ও তৎপরবর্ত্তী পালরাজগণ একপ্রকার সমস্ত পূর্ব্বভারতের অধীশ্বর হইলেও সমস্ত রাঢ়দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই।

ধর্ম্মপালের অভ্যুদয়।

(১০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ, (২য় সংস্করণ) ৩০৯ পৃষ্ঠা।

(১১) "স শাসনং গৌড়নৃপাদবাপ শ্রীহস্তিনীদিষ্টমহীষ্টভূমিঃ।" (ভবদেবের কুলপ্রশস্তি ৭ম শ্লোক)

(১২) খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের শিলালিপি।

(১৩) মুঙ্গের হইতে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটপতি শ্রীবল্লভের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে দেবপালের জন্ম।

(১৪) ভাগলপুর হইতে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন এবং প্রভাবকচরিত দ্রষ্টব্য।

(১৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ, সপ্তশতীবিবরণ দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্মপাল রাঢ়দেশ অধিকারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার তাম্রশাসন হইতেই জানা যায় যে, তিনি রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে তাঁহাদিগকে বহু সমৃদ্ধ গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মপালের সকল কৌশল ব্যর্থ হইয়াছিল। ভূশূর ও তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-রক্ষাপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে রাঢ়ভূমি ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

রাঢ়দেশবাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের এরূপ অদ্বিতীয় প্রভাবের কারণ কি? রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য নুলাপঞ্চানন তাহার এইরূপ অস্ফুট পরিচয় দিয়াছেন,—

"সাতশতী দ্বিজগণে, পটু শূদ্রের যাজনে,
নাহি যাতে বেদ অধিষ্ঠান।
বিধিসিদ্ধ ক্রিয়াদায়, শূদ্রেও যে গোত্র পায়,
যে যার চরণে লয় স্থান॥...
সাতশতী দ্বিজ যারা, আগে শূদ্র জাতি ধারা,
যে হেতু ব্রাহ্মণ্যে ছিল বাম।...
* * * * *
সাতশতী দ্বিজ যারা, মিশেল হইল তারা,
কান্যকুব্জ দ্বিজ সমাগতে॥"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমস্ত রাঢ়দেশবাসী এই সকল সপ্তশতী ব্রাহ্মণের অনুরক্ত ভক্ত ছিল। সমস্ত রাঢ়দেশে সাধারণের উপর তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল এবং নীচ জাতিকে উচ্চ করিয়া লইবার ক্ষমতাও তাঁহাদের ছিল; কিন্তু আদিশূরের অভ্যুদয়ে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা চিরদিন সমান থাকিবে না। তাঁহারা ব্রাহ্মণসন্তান হইলেও নবাগত বেদবিৎ ব্রাহ্মণসমাজের নিকট শূদ্রবৎ হেয় হইতেছেন এবং কনোজবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রতি আদিশূরের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়াই তাঁহারা নবীন রাজার নিকট যে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদালাভে বঞ্চিত হইতেছেন, তাহাও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত যদি বৌদ্ধাধিকার বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে আর তাঁহাদের স্থান হইবে না;—আজ তাঁহারা জনসাধারণের উপর যেরূপ কর্ত্তৃত্ব চালাইতেছেন, এই অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি জলবুদ্বুদবৎ বিলীন হইবে। বিচক্ষণ রাজা আদিশূরও নবলব্ধ রাজ্যের সামাজিক ব্যবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের প্রাচীন-ব্রাহ্মণ-বংশের প্রতি তখন দেশের সাধারণ লোকের অচল অটল বিশ্বাস ও ভক্তি বর্ত্তমান। রাজশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সমাজশক্তি আয়ত্ত করা আবশ্যক। সপ্তশতী বিপ্রগণ তৎকালে সমাজশক্তির একপ্রকার পরিচালক ছিলেন। তাই মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানিত করিয়া এবং তাঁহাদিগকে গ্রামনগরাদি শাসন দান করিয়া স্বীয় রাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সংবর্দ্ধনার সময়েই সপ্তশতীয় গাঞীর উৎপত্তি

হইয়াছিল। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাও পূর্ব্বোক্ত পরিণাম চিন্তা করিয়াই আদিশূরের আহ্বানে রাঢ়দেশের বীরপুত্রগণকে লইয়া গৌড়াধিপের ছত্রতলে উপনীত হইয়াছিলেন। গৌড়াধিপ তাঁহাদিগের সামাজিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং কনোজাগত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত পরে তাঁহাদিগকে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া শূদ্রাপবাদ হইতে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণশক্তির সংস্রবে আদিশূরের রাজশক্তি সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল। পরে যখন ধর্ম্ম-পালের সময় আবার প্রবল বৌদ্ধবন্যায় শূর-রাজশক্তি ভাসিয়া যাইবার উপক্রম ঘটিল, তখন সেই ব্রাহ্মণশক্তিই আপনার সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য আশ্রয়ে শূররাজবংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় রাঢ়দেশে হিন্দুধর্ম্মপ্রচারের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বৌদ্ধ নৃপতি ধর্ম্মপালের করায়ত্ত হইলে দেশের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধসংঘর্ষে একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। এই বিপ্লবের সময়ে উক্ত সাগ্নিক বিপ্রগণের সন্তানগণমধ্যে কেহ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রভূমে স্ব স্ব শাসনগ্রামে রহিলেন, কেহ বা তাঁহাদের আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক শূর-নৃপতির সহিত রাঢ়দেশবাসী হইলেন। কেহ দাক্ষিণাত্য

প্রথম রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজ।

কেহ বা পাশ্চাত্যসমাজে মিশিলেন। যে কয়জন রাঢ়দেশে আগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ দক্ষ, বাৎস্য ছান্দড়, ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষ ও সাবর্ণ বেদগর্ভ এই পঞ্চ মহাত্মার নাম রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। ঐ পাঁচজন ছাড়া পঞ্চগোত্রের মধ্যে আরও অনেকে যে রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন, নারায়ণের "ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ" ও ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। তাঁহাদের সদাচার, বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য ও কর্ম্মনিষ্ঠায় রাঢ়দেশে আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমে নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ রাঢ়বাসী জন-সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সময় হইতেই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের সমাজগত প্রভেদ দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, ভূশূরের পুত্র রাজা ক্ষিতিশূর রাঢ়বাসী ৫৬ জন সাগ্নিক বিপ্র-সন্তানকে ৫৬ খানি শাসন বা কুলস্থান দান করিয়াছিলেন। সেই ৫৬ খানি কুলস্থান হইতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৫৬ গাঞী (গ্রামী) প্রচলিত ছিল; কিন্তু তদপেক্ষা প্রাচীনতম প্রমাণ হইতে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, মহারাজ আদিশূরের সময়েই সাবর্ণগোত্র রাঢ়-দেশে "হস্তিনী" গ্রাম ও বাৎস্যগোত্র "কাঞ্জিবিল্লী" গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এ ছাড়া রাঢ়ের অধিবাসী যে সকল বিপ্রের সাহায্যে আদিশূর আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশধরগণ যাঁহাদের প্রভাবে রাঢ়দেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সকল বিপ্রগণও রাঢ়াগত সাগ্নিক বিপ্রদিগকে বহু শাসন বা কুলস্থান প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়া-ছিলেন, নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ হইতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৬]

---

(১৬) সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য পরে (বাৎস্যগোত্রজ) নারায়ণের স্বরচিত বংশপরিচয় উদ্ধৃত হইল।—

বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণের মতে, বাৎস্যগোত্রজ ছান্দড়ের পুত্রগণের মধ্যে গুণাকর চৌৎখণ্ডী অর্থাৎ চতুর্থখণ্ডবাসী, নারায়ণ কাঞ্জারি বা কাঞ্জিবিল্লী ও মহাযশা

"যস্যাজ্ঞা জয়তি শ্রুতিস্মৃতিময়ী যৎপাদপাথোময়ো
ধর্ম্মঃ কৈশ্চিদুপাস্যতে সুকৃতিভির্গঙ্গেত্যভিখ্যাং গতঃ।
যং জ্যোতির্ম্ময়মস্তরুস্তমতমশ্ছেত্তুং পুরস্কুর্ব্বতে
সন্তঃ পাতু জগচ্চতুর্ম্মুখগিরামর্থঃ স দেবো হরিঃ॥
ইহ জগতি বন্দিতপদাঃ সদা নরেন্দ্রৈঃ পবিত্রজন্মানঃ।
বসুধাভুজঃ কতিনাভূবন্ কাঞ্জিবিল্লীয়াঃ॥ ২
অবতি মহতি যেষামন্বয়ে সোমপীথী
সমজনি পরিতোষশ্ছন্দসাং দেহবন্ধঃ।
অলভত স হি বিপ্রাচ্ছাসনং তালবাটীং
তদিহ ভজতি পূজামুত্তরা যেন রাঢ়া॥৩
তস্মাচ্চতুর্থখণ্ডং পিশাচখণ্ডং তথা চ বাপুলী।
হিজ্জলবনাদিকমপরং নিঃসৃতমনঘং কুলস্থানম্॥ ৪ ✓
বংশেঽথ ভুবনপাবনহেতুরেকঃ
শ্রৌতে বিধৌ সততনির্ম্মলধীপ্রসারঃ।
প্রাক্‌পূজিতো বিবিধ-সংসদি ধর্ম্মনামা
নামানুরূপচরিতঃ পরিতোষসূনুঃ॥৫
তস্মাদজায়ত সদায়তনং গুণানাং
ভত্রেশ্বরো নিখিল-কোবিদবন্দনীয়ঃ।
মধ্যে সতাং ক্ষিতিমতাং প্রথমাভিধেয়ঃ
সেবাভিষক্ত-হৃদয়ঃ পদয়োর্ম্মুরারেঃ॥ ৬
তস্মাদ্‌গদাধর ইতি দ্বিজচক্রবর্ত্তী
রাজপ্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ-মানসোঽভূৎ।
পুণ্যানি কেবলমহর্নিশমর্জ্জয়ন্ যঃ
শান্তশ্চিরায় সময়ং গময়াম্বভূব॥ ৭
তস্মাদ্ভূষিতসাক্ষিভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্যাত্রৈকৈ-
র্বিদ্বন্মৌলিরভূদ্‌দুমাপক্তিরিতি প্রাভাকরগ্রামণীঃ।
ক্ষ্মাপালাজ্জয়পালতঃ স হি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহা-
দানং চার্থিগণার্হণার্দ্রহৃদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্॥৮
তস্যাত্মজঃ সুকৃতবানথ কৃতসর্ব্বযজ্ঞদক্ষিণো বহুধা।
উদিয়ায় গোননামা গুরুরিব তন্ত্রে পুরাণজ্ঞঃ॥৯
শশ্বদ্বিপ্রজনীনর্নির্ম্মলগুণে ভূলোকবাচস্পতৌ
শ্রেষ্ঠং কীর্ত্তিসরিৎপ্রবাহনিবহপ্রক্ষালিতাশামুখে।

বাপুলী-গ্রামবাসী অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তি হইতেই ঐ সকল গাঞী আরম্ভ[১৭]। এখন কিন্তু কাঞ্জিবিল্লীয় নারায়ণের উক্তি হইতে জানিতেছি যে, গুণাকর, নারায়ণ, অথবা মহাযশা ঐ সকল গ্রামলাভ করেন নাই, কাঞ্জিবিল্লী বা কাঞ্জারি-গ্রামলাভ বহুপূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। উক্ত কাঞ্জারি-গ্রামের অংশ সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের অধিকারে ছিল। বাচস্পতি মিশ্রই লিখিয়াছেন যে, মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগকে যে ২৮ খানি গ্রাম দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে "কাশ্যপকাঞ্জারী" একটী।[১৮] পূর্ব্বকালে কাশ্যপকাঞ্জারী সপ্তশতীগণ ধনে মানে অতি

যস্মিন্ কৃষ্ণপদৈকলীনহৃদয়ে ধর্ম্মাধিকারাস্পদং
বিভ্রাণে দ্বিজমন্দিরাণ্যধিবসন্ নিধূতদোষাঃ শ্রিয়ঃ॥ ১০
জাতস্ততঃ স্মৃতিপুরাণবিদাম্বুপাস্তবিদ্যাপ্রভাকরমতস্থিতিলব্ধকীর্ত্তিঃ।
নম্রঃ সতাং সদসি বিপ্রজনেষু চ শ্রীনারায়ণঃ সততকৃষ্ণপরায়ণাত্মা॥১১
ছন্দোগপরিশিষ্টস্য সর্ব্বাত্মা লোকহেতবে।
পরিশিষ্টপ্রকাশাখ্যশ্চক্রে তেনৈব ধীমতা।" ১২

ভাবার্থ—যাঁহার আজ্ঞাই শ্রুতিস্মৃতিময়ী, যাঁহার পাদপাথোময় গঙ্গাস্বরূপেই অভিহিত ধর্ম্ম সুকৃতিগণ কর্ত্তৃক উপাসিত, (অপর পক্ষে শ্রীহরিচরণপরায়ণ যে ধর্ম্মের কথাই শ্রুতিস্মৃতি ভাবিয়া সদাচারী ব্যক্তিগণ যাঁহার উপাসনা করিত।) যে জ্যোতির্ম্ময়কে সেবা করিলে মানসজাত অন্ধকারজাল বিচ্ছিন্ন হয়, ব্রহ্মবাক্যপ্রতিপাদক সেই দেব হরি জগতের রক্ষা করুন। সর্ব্বদা নরেন্দ্রবৃন্দবন্দিত পবিত্রজন্মা কাঞ্জিবিল্লীয় (ধর্ম্মবংশীয়) কত মহাত্মাই ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশাল বংশের ভূমি-শাসনকালে ছন্দোগপরিশিষ্টগ্রন্থপ্রণেতা সোমপায়ী পরিতোষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে তালঘাটী শাসন লাভ করেন। তাহাতেই উত্তররাঢ় জগতে পূজিত হইয়াছে। তাঁহা হইতে চতুর্থখণ্ড, পিশাচখণ্ড, বাপুলী, হিজ্জলবন প্রভৃতি অন্যান্য পবিত্র কুলস্থান হইয়াছিল। তদনন্তর ধর্ম্ম নামক পরিতোষের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। নির্ম্মলমতি, নামানুরূপচরিত্র সেই মহাত্মা বিবিধ সভায় সম্মানিত হইয়া বেদোক্ত নিয়মানুষ্ঠানে ভূমণ্ডল পবিত্র করিয়াছিলেন। কোবিদবৃন্দ-বন্দনীয়, নিখিল সদ্গুণাশ্রয়, শ্রীহরির চরণচিন্তাপরায়ণ, সাধুগণের অগ্রণী ভদ্রেশ্বর তাঁহা হইতে জন্মলাভ করেন। ভদ্রেশ্বরের পুত্র দ্বিজচক্রবর্ত্তী গদাধর রাজপ্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইয়া সর্ব্বদা কেবল পুণ্যরাশি উপার্জ্জন করিয়াই সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রভাকর-গ্রামণী উমাপতি তাঁহার পুত্র। সেই পণ্ডিতকুলচূড়ামণি উমাপতির শিষ্য ও উপশিষ্যবর্গে সসাগরা ধরা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পুণ্যবান্ সেই মহাত্মা যাচকবৃন্দের সৎকারে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া মহারাজ জয়পালের নিকট হইতে অতিশ্রদ্ধাসহকারে দেয় প্রভূত মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র গোণ পুরাণশাস্ত্রে পারদর্শী ও তন্ত্রশাস্ত্রে বৃহস্পতিসদৃশ অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। পুণ্যাত্মা গোণ বহুবার সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তিপ্রবাহে দিঙ্মণ্ডল বিধৌত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণবর্গের মঙ্গলকর নির্ম্মল গুণাবলীতে সর্ব্বদা ভূষিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে ধর্ম্মাধিকারপ্রভুত্ব ব্রাহ্মণগৃহে ন্যস্ত থাকায় শ্রী কলঙ্কবিরহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তান শ্রীনারায়ণ পুরাণশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পণ্ডিতসভায় ও ব্রাহ্মণবর্গের নিকট নম্রস্বভাব সর্ব্বদা কৃষ্ণপরায়ণ নারায়ণ উপাস্য বিদ্যা ও প্রভাকর মত স্থাপন দ্বারা কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনিই লোকহিতার্থে ছন্দোগপরিশিষ্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠপরিশিষ্টপ্রকাশাখ্য টীকা রচনা করেন।

(১৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ (২য় সংস্করণ) ১১৮ পৃষ্ঠা।

(১৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ (২য় সংস্করণ) ৯১ পৃষ্ঠা।

ক্ষমতাশালী ছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী কনৌজীয় বাৎস্য কাঞ্জারিদিগের সহিত তাঁহাদের আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল। এই আত্মীয়তাসূত্রেই কাঞ্জিবিল্লীয় পরিতোষ রাঢ়ের ভূম্যধিকারী সপ্তশতী বিপ্রগণের নিকট হইতে তালবাটী, চতুর্থখণ্ড, পিশাচখণ্ড, বাপুলী ও হিজ্জল গ্রাম লাভ করিয়া 'বসুধাভুক' অর্থাৎ ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। ঐ পঞ্চগ্রামের মধ্যে তালবাটী[১৯] ও পিশাচখণ্ড এই দুই গ্রামের নাম কুলগ্রন্থে নাই। পরিতোষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশকার কাঞ্জিবিল্লীয় নারায়ণের নাম অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিল; তাঁহার বহু শতাব্দিপরবর্ত্তী বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ সম্ভবতঃ এই নারায়ণ হইতেই কাঞ্জিবিল্লী বা কাঞ্জারি গাঞীর উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। বারেন্দ্র-সমাজেও এইরূপে বহু গাঞীর উৎপত্তি হইয়াছে, সে কথা পরে লিখিব। রাজা আদিশূর কর্ত্তৃক সপ্তশতী বিপ্রগণ রাজসম্মানিত ও তাঁহার চেষ্টায় কনৌজীয় বিপ্রগণ কেহ কেহ সপ্তশতী বিপ্রসহ সম্বন্ধস্থাপন করিলেও নিষ্ঠাবান্ অধিকাংশ সাগ্নিক বিপ্রসন্তান প্রথমতঃ এ দেশীয় বিপ্রগণের সহিত সম্মিলিত হইতে প্রস্তুত হন নাই। গৌড়রাজধানী বৌদ্ধ-কবলিত হইলে স্বধর্ম্মহানির ভয়ে তাঁহারা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময়েই যিনি যেরূপ সুবিধা বোধ করিয়াছিলেন, তদনুসারে বিভিন্ন সমাজে মিশ্রিত হইলে তাঁহাদের বংশধরগণ বারেন্দ্র, রাঢ়ীয়, পাশ্চাত্য বা দাক্ষিণাত্য, বৈদিক ইত্যাদি আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। রাঢ়দেশে আসিয়া কিছুদিনমধ্যেই তাঁহাদের সহিত বিশেষ ভাবে সপ্তশতি-সংস্রব ঘটে; ধন, মান ও ঐশ্বর্য্য-লাভ তাহার প্রধান কারণ। তাঁহারা যে রাঢ়দেশে আসিয়া কেবল সপ্তশতী বিপ্রগণের নিকট গ্রামলাভ করিয়া 'গ্রামণী' বা ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা নহে। রাঢ়াগত ভূশূরবংশীয় নৃপতিগণের নিকট হইতেও তাঁহারা নানা শাসনগ্রাম লাভ করিয়া তত্তদ্‌গ্রাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বহুদিন পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম—

(রাঢ়ীয় বিপ্রগণের) "৫৬ গ্রামের অবস্থান-নির্ণয় করিবার সময় দেখা গেল, যে সকল গ্রাম নাম হইতে সপ্তশতিগণের গাঞী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সে সকল গ্রামের অধিকাংশই উপরোক্ত সীমার মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, আদিশূর বা তৎপুত্র ভূশূরের সময় সপ্তশতিগণের গাঞী নিরূপিত হয় নাই। ক্ষিতিশূরের সময়ে তাঁহারই যত্নে প্রথমে ২৮টী এবং তাঁহার মৃত্যুর বহুশতবর্ষ পরে আরও কতকগুলি গাঞীর উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।" (জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১ম অংশ ১ম সংস্করণ, ১২৫ পৃঃ)

এখন কিন্তু আলোচনায় বুঝিতেছি, ঐ উক্তি ঠিক নহে। সপ্তশতিগণ বহু পূর্ব্বেই রাজা আদিশূরের নিকট শাসনগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই পরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে

(১৯) কুলগ্রন্থে "তৈলবাটি" নাম পাওয়া যায়; কেহ ঐ তৈলবাটী ও তালবাটী এক মনে করিতে পারেন, কিন্তু দুইটী এক নহে। তালবাটী বাৎস্যগোত্রের, কিন্তু তৈলবাটী শাণ্ডিল্যগোত্রের কুলস্থান।

[জাতীয় ইতিহাস ১মাংশ (২য় সংস্করণ) ১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া স্ব স্ব অধিকারমধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। এরূপস্থলে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের গাঞিমালার সৃষ্টির পূর্ব্বেই সপ্তশতীদিগের গাঞী ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্রমে রাঢ়াগত কনৌজীয় বিপ্রসন্তানগণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ও শূর-নরপতিগণের নিকট বহু বিত্ত ও কুলস্থান লাভ করিয়া পাণ্ডিত্যে ও ঐশ্বর্য্যে অসাধারণ শক্তিশালী হইয়া পড়িলেন। এখানকার দেশাধিপ হইতে অতি দীনদুঃখী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাদের পদানত ও একান্ত ভক্ত হইয়া পড়িল। যে সারস্বত বিপ্র একসময়ে রাঢ়ের একপ্রকার সর্ব্বময় প্রভু হইয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহাদের বংশধরগণ কনৌজীয় বিপ্রগণের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যে যে গ্রামের গ্রামণী বলিয়া এক সময়ে পূজিত ও বিশ্রুত ছিলেন, এখন সেই সকল গ্রাম কনৌজীয় বিপ্রগণের অধিকারভুক্ত হইতে লাগিল। এমন কি কুলস্থানসমূহের সংস্থান আলোচনা করিলে, অনায়াসেই মনে হইবে যে, রাঢ়দেশের প্রায় অর্দ্ধাংশ ভূমি পরে কনৌজীয় বিপ্রগণের ভোগ্য হইয়াছিল।[২০] এখন হইতে রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ বলিলে আর কেহ রাঢ়ের পূর্ব্বতন অধিবাসী সপ্তশতী বিপ্রগণকে বুঝিত না, কনৌজীয় ব্রাহ্মণের রাঢ়াগত বংশধরগণই রাঢ়ীয় নামে প্রখ্যাত হইলেন। রাঢ়ের সেই পূর্ব্ব ব্রাহ্মণগণ তখন হইতেই সপ্তশতী শ্রোত্রিয় নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

দুঃখের বিষয়, কিছুকাল পরেই রাঢ়াগত কনৌজীয় বৈদিকব্রাহ্মণগণের সন্তান-সন্ততিগণ অনেকেই ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সনাতন বৈদিকমার্গ পরিত্যাগে উদ্যত হইলেন। বরেন্দ্রে ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তৎকালে বৌদ্ধরাজগণের প্রশ্রয়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার স্রোতঃ প্রবল বেগে প্রবাহিত

বৈদিকমার্গ-চ্যুতির কারণ।

হইতেছিল। বরেন্দ্র অঞ্চলে যে সকল সাগ্নিক বিপ্রসন্তানগণ বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বেই রাজসম্মানলাভের আশায় আপাত-মনোরম বৌদ্ধতান্ত্রিকমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে বৌদ্ধতন্ত্রানুরক্ত পালনৃপতিগণ উত্তররাঢ় অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে তৎকালে উত্তররাঢ়েও বৌদ্ধতান্ত্রিকধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।[২১] নারায়ণের ছন্দোগ-পরিশিষ্টপ্রকাশ হইতে জানা যায় যে, প্রথমতঃ বেদবিৎ কনৌজীয় ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধরাজগণের ক্রিয়াকলাপ ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। তাঁহাদের প্রতিগ্রহ করিতে কেহই সম্মত হন নাই। অবশেষে কাঞ্জিবিল্লীয় উমাপতিপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ প্রভূত বিত্তলাভাশায় রাজা জয়পালের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার করেন। বলিতে কি, এই রাজানুগ্রহ লাভের সময় হইতেই রাঢ়ীয় বৈদিক বিপ্রগণের বেদবিচ্যুতি ঘটিবার সূত্র-পাত হইল। বলিতে কি তৎপরে উত্তররাঢ়ে রাঢ়ীয়বিপ্রগণের মধ্যে প্রকৃত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

উত্তররাঢ়ের পালনরপতিগণের মধ্যে মহীপাল একজন সর্ব্বপ্রধান; একসময়ে বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহারই সময়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক শ্রীজ্ঞান

(২০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ ১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২১) পর অধ্যায়ে বল্লালসেন-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুতান্ত্রিকমতের পার্থক্য লিপিবদ্ধ হইল।

অতীশের অভ্যুদয় হয়। অতীশ পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তিনি অসাধারণ যোগকার্য্যপ্রভাবে "দীপঙ্কর" খ্যাতি লাভ করেন। স্বয়ং গৌড়পতি মহীপাল শ্রীজ্ঞানের নিকট বৌদ্ধতারামন্ত্র গ্রহণ করেন, তদবধি মহীপালের মুদ্রায় তারামূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। অল্পদিনের মধ্যেই মহীপালের বিশাল অধিকারমধ্যে অনেকেই বৌদ্ধতারাদেবীর ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং বৈদিকমার্গ এককালেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। সুখের বিষয়, দক্ষিণরাঢ় হইতে তখনও বেদবিদ্ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের এককালে অভাব ঘটে নাই।

সুদূর দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয়-শৈললিপি হইতে জানা যায়, দিগ্বিজয়ী মহাবীর রাজেন্দ্র চোলের অভ্যুদয়কালে দক্ষিণরাঢ়ের প্রভাব ও সমৃদ্ধির কথা দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তখনও দক্ষিণরাঢ় শূরবংশীয় নৃপতির শাসনাধীন ছিল।[২২] তৎকালে বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ের সিংহাসনে মহীপাল, দণ্ডভুক্তি বা বিহারে ধর্ম্মপাল, পূর্ব্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র এবং দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর অধিষ্ঠিত ছিলেন। সূর্য্যবংশীয় রাজেন্দ্র চোল দিগ্বিজয় উপলক্ষে (প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দে) উক্ত নৃপতিচতুষ্টয়কে পরাজয় করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন।[২৩] তাঁহারই অনতিকালপরে মহাবীর হরিবর্ম্মদেব প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার তাম্রশাসন ও রাঘবেন্দ্র কবিশেখরের 'ভবভূমিবার্ত্তা' হইতে জানিতে পারি যে, মহারাজ হরিবর্ম্মদেব দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত জৈন এবং বৌদ্ধ নৃপতিগণকে পরাস্ত করিয়া একাম্রকাননে হরিহর বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবদেবীর শত শত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[২৪] সেই জৈন ও বৌদ্ধ নৃপালবর্গের নাম কুলগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও সে সময়ের ঐতিহাসিক ও অন্যান্য ঘটনাপরম্পরা অনুসরণ করিলে তন্মধ্য হইতে আমরা দক্ষিণাপথপতি রাজেন্দ্রচোল ও গৌড়-নরনাথ মহীপালকে গ্রহণ করিতে পারি। তিরুমলয়-শৈলের জিনালয়সমূহে যে সকল দানের প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়, তাহাতে রাজেন্দ্রচোল ও তাঁহার পরিবারবর্গের কেবল জৈনধর্ম্মানুরাগই সূচিত হইয়াছে। এইরূপ মহীপালের শিলালিপিতে তাঁহার প্রবল তান্ত্রিকবৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগ লক্ষিত হয়। মহারাজ হরিবর্ম্মদেব ঐ সকল প্রবলপরাক্রান্ত জৈনও বৌদ্ধ-ভূপতিকে পরাজয় করিয়া বঙ্গ ও কলিঙ্গের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেবব্রাহ্মণভক্তি ঘোষণা করিবার জন্য ভুবনেশ্বরে শত শত দেবকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণরাঢ়ের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণশিরোমণি অশেষশাস্ত্রবিদ্ ভবদেব ভট্ট তাঁহার বিশ্রামসচিব হইয়াছিলেন। এই সময় মহাত্মা ভবদেব বৌদ্ধপ্রভাব হইতে রাঢ়ীয় সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য নানা বৈদিক ও দার্শনিক নিবন্ধ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি নিজ সমাজভুক্ত ব্রাহ্মণসন্তানকে বৈদিককর্ম্মনিরত রাখিবার জন্য "সংস্কার-পদ্ধতি" প্রচলিত করেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তৎকালে উত্তররাঢ় হইতে বৈদিকাচার এককালে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম

(২২) E. Hultzsch's South Indian Inscriptions, Vol. I. p. 99.

(২৩) তিরুমলয়-শৈললিপি।

(২৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম অংশ ৬৮/০ দ্রষ্টব্য।

হয়, দক্ষিণরাঢ়েও এই সংক্রামক ব্যাধি যে কিছু না কিছু প্রবেশ করিতেছিল, এমন নহে। ভবদেবের অভ্যুদয়ে দক্ষিণরাঢ় বৈদিকত্তাপরিশূন্য হইতে পারে নাই। রাঢ়ীয় কুলতিলক সেই ভবদেবের ঐকান্তিক যত্নে বঙ্গে ও কলিঙ্গে বৈদিক ও পৌরাণিক আচার অক্ষুণ্ণ ছিল।

মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের সময়েই সুলতান মামুদ কাণ্যকুব্জ আক্রমণ করেন। মুসলমান আক্রমণ ও ধর্ম্মলোপের আশঙ্কায় বহুসংখ্যক বৈদিকব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে পলাইয়া আসিয়াছিলেন।[২৫] তাঁহাদের আগমনে বঙ্গদেশে বৈদিকাচার রক্ষার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।

মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের প্রভাব গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত হয় নাই। উত্তররাঢ় ও গঙ্গার পরপারস্থ বারেন্দ্র হইতে গয়া পর্য্যন্ত তখনও বৌদ্ধাধিকার চলিতেছে। রাজেন্দ্রচোল (প্রায় ৯৪৩ শকে) যখন উত্তররাঢ় পর্য্যন্ত জয় করেন, তৎকালে দক্ষিণাপথের বহু সামন্ত-নৃপতি তাঁহার বলবৃদ্ধি করিতেছিলেন। রাজেন্দ্রচোলের প্রত্যাবর্ত্তনকালে সকল সামন্তই যে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তন্মধ্যে সামন্তসেনের নাম শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে বাহির হইয়াছে। মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের অভ্যুদয়কালে দাক্ষিণাত্য-রাজবংশীয় সামন্তসেন (সম্ভবতঃ তাঁহারই অধীন সামন্তরূপে) ভাগীরথীতীরে তীর্থবাস করিতেছিলেন।[২৬] তিনি অথবা তাঁহার পুত্র হেমন্তসেন দক্ষিণরাঢ়ের শূরবংশীয় নৃপতির কন্যা বিবাহ করিয়া অনেকটা সহায়সম্পত্তিশালী হইয়াছিলেন।[২৭] হেমন্তসেনের অসাধারণ বীরত্ব, অপূর্ব্ব সাহস ও তৎকর্ত্তৃক পরাক্রান্ত নৃপালবর্গের পরাজয়কাহিনী মহাকবি উমাপতিধরের লেখনী দ্বারা জলন্ত ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে।

হেমন্তসেন প্রথমে রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জীমতে, (দক্ষিণ রাঢ়ের) শূরবংশীয় শেষ নৃপতি স্ববংশ ধ্বংস করিয়া স্বর্গলাভ করিলে তাঁহার রাজ্যে অরাজকতা ঘটিয়াছিল। ঐ সময়ে হেমন্তসেন সেই অরাজক রাজ্য অধিকার করিয়া "শ্রীধর" উপাধি গ্রহণ করেন।[২৮] অধিক সম্ভব, অপুত্রক অবস্থায় দক্ষিণরাঢ়ের শেষ শূররাজ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে রাজ্যাধিকার লইয়া প্রথমে একটু গোলযোগ ঘটিয়াছিল, তৎপরে দৌহিত্রবংশ বলিয়া হেমন্তসেন দক্ষিণরাঢ় অধিকার করেন। ক্রমে তিনি প্রভূত বলসঞ্চয় করিয়া বিপক্ষ নৃপতিগণকে জয় করিবার জন্য অগ্রধারণ করিলেন। তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তররাঢ় বৌদ্ধ পালনৃপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু হেমন্তসেনের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া মহীপালপুত্র নয়পাল প্রায় ৯৬৫ শকে বিক্রমশিলায়[২৯] রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন, সেই সঙ্গে উত্তররাঢ় হেমন্তসেনের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু তখনও গঙ্গার উত্তর তীর বারেন্দ্র হইতে গয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ পালরাজগণের অধীন ছিল।

---

(২৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য় অংশ ৬৮/ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৬) দেওপাড়া হইতে আবিষ্কৃত বিজয়সেনের শিলালিপি। (২৭) রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যকারিকা।

(২৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য় অংশ ১৯ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(২৯) কাহারও মতে বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকট সুলতানগঞ্জ নামক স্থানে, কাহারও মতে বর্ত্তমান নাম শিলাও, যেহার বড়গুমার নিকট।

নয়পালদেব একজন গোঁড়া বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে প্রধান ইষ্টদেব ভাবিয়া অনেক সময় তাঁহার পদতলে বসিয়া পরমার্থ উপদেশ শুনিতেন। নয়পালের উৎসাহে ও শ্রীজ্ঞানের যত্নে ঐ সময় বৌদ্ধ-তান্ত্রিকমত গৌড়ের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। তৎকালে তিব্বত প্রভৃতি বহু দূরদেশ হইতে শত শত পণ্ডিত বৌদ্ধতান্ত্রিক উপদেশ লাভ করিবার জন্য বিক্রমশিলায় আগমন করিতেন। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ সকলেই তান্ত্রিক তারা-দেবীর উপাসনায় ও তান্ত্রিক গুহ্যসাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। এমন কি, শ্রীজ্ঞানের তন্ত্রোপদেশপূর্ণ বক্তৃতায় ও অমানুষিক ক্রিয়াকলাপদর্শনে সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল, গৌড়বঙ্গ তন্ত্রময় হইয়া উঠিতেছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের উৎসাহে এবং তাঁহার বেদবিদ্‌মন্ত্রিগণ ও কনোজাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে রাঢ়ে বঙ্গে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের সুবিধা হইতেছিল, কিন্তু পালরাজগণের নিকট পূজিত শ্রীজ্ঞানপ্রমুখ তান্ত্রিকগণের প্রভাবে আবার সেই গতি ফিরিবার উপক্রম হইল। বিজয়সেনের শিলালিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সামন্তসেন, হেমন্তসেন ও তৎপুত্র মহারাজ বিজয়সেন ইঁহারা সকলেই বৈদিকাচারনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং প্রথমতঃ সেন-নৃপতিগণও যে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণকে নিরস্ত করিবার জন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেনবংশের সহিত দাক্ষিণাত্যের বৈদিকাচার রাঢ়দেশে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। হেমন্ত-পুত্র মহারাজ বিজয়সেন গৌড়, রাঢ়, বঙ্গ ও উৎকল অধিকার করিয়া ৯৯৪ শকে গৌড়মণ্ডলে এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরে (সম্ভবতঃ যৌবরাজ্যে) অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে শুনক, শৌনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ প্রভৃতি সম্মানিত পাশ্চাত্য বৈদিক বিপ্রগণ গৌড়বাসী হইয়াছিলেন।[৩০] পিতাপুত্রের উদ্যোগে গৌড়মণ্ডলে বিশেষভাবে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছিল। কনোজাগত পাশ্চাত্য-বৈদিকগণ রাজশাসন লাভ করিয়া গৌড়-বঙ্গের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রাজা বিজয়সেনের শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে প্রবাহিত গঙ্গা হইতে দক্ষিণে উৎকলের সীমা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রচারের বিপুল আয়োজন চলিয়াছিল। তিনি দেবব্রাহ্মণভক্ত ও বৈদিকাচার-প্রবর্ত্তনে বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া, কুলগ্রন্থকারগণ তাঁহাকে ২য় আদিশূর নামে পরিচিত ও তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বলিতে কি, মহারাজ বিজয়সেন ও তৎপুত্র শ্যামলবর্ম্মার প্রভাবে রাঢ়দেশের উচ্চজাতীয় জনসাধারণমধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিকধর্ম্ম বদ্ধমূল হইতে পারে নাই।

মহারাজ বিজয়সেন ও শ্যামলবর্ম্মা তখনকার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমাজের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সকলেই বিজয়সেনকে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারই প্রভাবে তৎপুত্র মহারাজ বল্লালসেন ব্রাহ্মণসমাজেরও ব্যবস্থাপক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

---

(৩০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় অংশে বৈদিক বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বারেন্দ্র গাঞি-বিবরণ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে সংক্ষেপে দেখাইয়াছি, আদিশূরের সময় সাগ্নিক ব্রাহ্মণাগমনকাল হইতে গৌড়াধিপ বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের সময় পর্য্যন্ত গৌড়বঙ্গের ব্রাহ্মণসমাজে কিরূপ ঘন ঘন রাজপরিবর্ত্তনের সঙ্গে আচার-পরিবর্ত্তনেরও সূত্রপাত হইতেছিল। রাঢ়দেশে কিছুকাল বৈদিক প্রভাব থাকিলেও গৌড় বা বারেন্দ্র অঞ্চলে রাজা ভূশূরের গৌড়ত্যাগের সঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাবই সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই জানাইয়াছি, শাণ্ডিল্যগোত্রজ ক্ষিতীশ, ভরদ্বাজগোত্রজ তিথিমেধা বা মেধাতিথি, কাশ্যপগোত্রজ বীতরাগ, বাৎস্যগোত্রজ সুধানিধি এবং সাবর্ণগোত্রজ সৌভরি এই পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা গৌড়মণ্ডলে আগমন করেন। কিন্তু কি হেতু জানিনা, বারেন্দ্রকুলজ্ঞগণ এই সকল নাম এককালে পরিত্যাগ করিয়া যথাক্রমে উক্ত পঞ্চমহাত্মার পুত্র শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ, ভরদ্বাজ গৌতম, কাশ্যপ সুষেণ, বাৎস্য ধরাধর ও সাবর্ণ পরাশর এই পঞ্চ মহাত্মাকেই পশ্চিম হইতে প্রথম গৌড়াগমনকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।[১] রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ যে এক পিতার সন্তান, যেন এ কথা বলিতেও কুণ্ঠিত! কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলজ্ঞগণ পূর্ব্ব পিতার নাম গোপন করিয়া যান নাই।[২] এমন কি বহু পরবর্ত্তীকালেও রাঢ়বাসী বৈষ্ণবগ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন—

"রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিয়া আন।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান॥"

(যদুনন্দনদাসের প্রেমবিলাস)

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই উভয় সমাজ মধ্যে তৎকালে বিশালকায়া গঙ্গা ব্যবধান, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের অধিকার এবং পরবর্ত্তী কালে স্বতন্ত্র গাঞিনামে পরিচয় দিবার প্রথা প্রচলনের সঙ্গে সম্ভবতঃ এই দুই সমাজ মূলে এক হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, যে সময় হইতে গাঞিনামে পরিচয় দিবার প্রথা প্রচলিত হইল, সেই সময় হইতেই উভয় সমাজের আত্মীয়তা উভয়ে বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। কিরূপে বারেন্দ্র-সমাজে বিভিন্ন গাঞি প্রচলিত হইল, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি—

গৌড়ের পালরাজগণ সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িতার গোঁড়ামী ছিল না, বরং তাঁহারা ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

---

(১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ মাংশ (২য় সংস্করণ) ১০৫-১০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ঐ ব্রাহ্মণকাণ্ড—১ মাংশ, ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

গৌড়াধিপ ধর্ম্মপাল একজন নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন, খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত তাঁহার তাম্রশাসন-পাঠে জানা যায়, তিনি লাট (বা রাঢ়) বাসী ব্রাহ্মণ কএকজনকে বুদ্ধ ভট্টারকের পূজায় নিযুক্ত করেন ও গৌড়ের নিকটই চারিখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই চারিখানি গ্রামের নাম ক্রৌঞ্চশ্বভ্র, মাঠাশাল্মলী, পলিতক ও গোপীপ্পলী। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে কনোজাগত সাগ্নিক বিপ্রসন্তানগণের মধ্যে রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র এরূপ কোন শ্রেণিবিভাগ হয় নাই। সুতরাং ধর্ম্মপালের শাসনগৃহীতা উক্ত লাটদ্বিজগণকে রাঢ়ের পূর্ব্বতন সারস্বত বা সাতশতী ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। এদিকে বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থ হইতে পাইতেছি—ধর্ম্মপাল বারেন্দ্রবীজী শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাকেও যজ্ঞান্তে দক্ষিণাস্বরূপ স্বর্ণরৌপ্যাদি সহ গঙ্গাতীরে 'ধামসার' গ্রাম দান করেন।৩ এরূপ স্থলে বৌদ্ধরাজ ধর্ম্মপালের নিকট এখানকার পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ ও কনোজাগত ব্রাহ্মণ-সন্তান উভয় পক্ষই শাসনগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থে আদি গাঞি ওঝার প্রকৃত নামের উল্লেখ নাই, সম্ভবতঃ তিনিই প্রথমে গ্রাম লাভ করিয়া প্রথম গ্রামণী বা আদিগাঞি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কেবল শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি ওঝা বলিয়া নহে, দিনাজপুর জেলাস্থ বুদালের গরুড়-স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায়, শাণ্ডিল্য-গোত্রোদ্ভব বীরদেবের প্রপৌত্র দর্ভপাণি মিশ্র পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পালরাজগণের নিকট সম্মানিত ও মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গরুড়স্তম্ভলিপিতেই লিখিত আছে, দর্ভপাণি মিশ্রের মন্ত্রণাগুণে দেবপালের রাজ্য দক্ষিণে রেবা হইতে উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। দর্ভপাণির পুত্র সোমেশ্বর 'পরমেশ্বর-বল্লভ' অর্থাৎ গৌড়রাজের অতিপ্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। সোমেশ্বরের পুত্র কেদারমিশ্রও শূরপালের মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন। 'মাতঃ শৈলসুতা সপত্নী বসুধা' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গঙ্গাস্তব-প্রণেতা গুরবমিশ্র উক্ত কেদারমিশ্রেরই পুত্র এবং নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন।

---

(৩) "শুক্লোৎফুল্লাস্যপদ্মে স্ফুরতি সচকিতং বেদবেদাঙ্গবাণী
মার্গীকোদণ্ডপাণিঃ পবনগতিহয়ঃ কৌষিকোষ্ণীষমৌলিঃ।
কণ্ঠে শ্রীশৈলচক্রং মলয়জতিলকৈরেতি কোলাঞ্চদেশাৎ
সাক্ষান্নারায়ণশ্রীঃ সনিজপরিকরৈর্ভট্টনারায়ণোঽয়ং ॥
রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখময়সুরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য।
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ ॥
শাণ্ডিল্যগোত্রজাতানাং বরেন্দ্রেঽসৌ দ্বিজন্মনাং।
আদিস্ততো জয়নির্ভট্টো জজ্ঞে তু নন্দনঃ ॥" (বারেন্দ্র-কুলপঞ্জী)

বলা বাহুল্য রাজমন্ত্রিত্বকালে এই শাণ্ডিল্যগোত্রজ ব্রাহ্মণগণ যে বহু শাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দে রচিত চতুর্ভুজ মিশ্রের "হরিচরিত" নামক কাব্য হইতে জানা যায়, কাশ্যপগোত্রীয় বিপ্রবর স্বর্ণরেখ রাজা ধর্ম্মপাল হইতে 'করঞ্জ' নামক গ্রাম লাভ করেন। এই গ্রামে বহুতর শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ ও কাব্যশাস্ত্রবিশারদ বিপ্রগণ বাস করিতেন। উক্ত কাশ্যপ স্বর্ণরেখের বংশধর ভল্লু উক্ত স্থানে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই ভল্লুকাচার্য্যের পুত্র আচার্য্যপ্রবর দিবাকর।(৪) বারেন্দ্রকুলগ্রন্থসমূহে এই দিবাকরকে করঞ্জগ্রামী বলা হইয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি, নারায়ণের বহুপুরুষ পূর্ব্বে শাসনলাভ ঘটিলেও নারায়ণপাল হইতেই যেরূপ রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থসমূহে কাঞ্জারী গাঞির উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আচার্য্য দিবাকর হইতেও করঞ্জ গাঞির উৎপত্তি-কথা সেইরূপ বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ করঞ্জগ্রামদাতা রাজা ধর্ম্মপালকে গৌড়াধিপ প্রথম ধর্ম্মপাল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বারেন্দ্র কাশ্যপগোত্রের আদিবংশাবলী পাঠ করিলে কখনই তাহা স্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি রাজা ধর্ম্মপালের নিকট শাসনগ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। ঐ ভট্টনারায়ণের সমসাময়িক সুষেণের অধস্তন অষ্টমপুরুষে স্বর্ণরেখ জন্মগ্রহণ করেন। এরূপস্থলে স্বীকার করিতে হইবে, আদি গাঞি ওঝার ৬।৭ পুরুষ পরে অর্থাৎ গৌড়াধিপ প্রথম ধর্ম্মপালের দ্বিশতাধিক বর্ষ পরে করঞ্জগ্রামদাতা অপর ধর্ম্মপাল আবির্ভূত হন। [ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যনির্দ্দেশার্থ ১৯ ও ২০ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে শাণ্ডিল্য ও কাশ্যপ-গোত্রের আদিবংশাবলি উদ্ধৃত হইল।]

দক্ষিণাপথের অধীশ্বর রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়-শৈললিপি হইতে জানা গিয়াছে, যখন তিনি এদেশে দিগ্বিজয় উপলক্ষে আগমন করেন, তৎকালে দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর, উত্তররাঢ়ে মহীপাল এবং দণ্ডভুক্তিতে ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের প্রথম অংশে রাজা রাজেন্দ্রচোল উক্ত শূর ও পাল নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় নবমশতাব্দীর প্রথমাংশে ধামসারগ্রামদাতা ধর্ম্মপালের অভ্যুদয়, এরূপস্থলে পাল-

---

(৪) "গ্রামোত্তমোঽস্ত্যমলমঞ্জুগুণৈকপুঞ্জঃ শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপদপ্রবীণাঃ সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণাঃ স বসন্তি বিপ্রাঃ ॥
কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽবতীর্ণঃ।
তং গ্রামমগ্রণীরগুণং সমগ্রং জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্ম্মপালাৎ ॥
তদন্বয়ক্ষীরসমুদ্রচন্দ্রো বভূব ভল্লরিতি ভূসুরেন্দ্রঃ।
আর্য্যৈর্ব আচার্য্যবরোঽভিষিক্তঃ…সুরাণাং গুরুণাপি…।
তস্যোপরঃ কাশ্যপগোত্রভাস্কর স্তৎপুত্র আচার্য্যবরো দিবাকরঃ॥" (হরিচরিতকাব্য।)
See M. M. Haraprasâd Shâstri's Nepal Catalogue, (1905), p. 135.

শাণ্ডিল্যগোত্র

- ১ ভট্টনারায়ণ
- ২ আদিগাঞি ওঝা (ধামসারগ্রাম প্রাপ্ত)
- ৩ জয়মাণভট্ট
- ৪ হরিকুজ
- ৫ বিদ্যাপতি
- ৬ রঘুপতি
- ৭ শিবাচার্য্য
- ৮ সোমাচার্য্য
- ৯ উগ্রমণি
- ১০ তপোমণি
- ১১ সিন্ধুসাগর
- ১২ বিন্দুসাগর
  - ১৩ জয়সাগর (বারেন্দ্র)
    - ১৪ আদিমাধব (চম্পটিগাঞি)
    - মৌনভট্ট (নান্নাসীগাঞি)
    - স্বর্ণরেখ (সিহরিগাঞি)
    - পীতাম্বর (লাহেড়িগাঞি)
      - ১৫ সাধু বাগছী (বল্লালীকুলীন)
      - রুদ্র বাগছী (বল্লালীকুলীন)
      - লোকনাথ লাহেড়ী (বল্লালীকুলীন)
  - মণিসাগর (রাঢ়ী)

কাশ্যপগোত্র

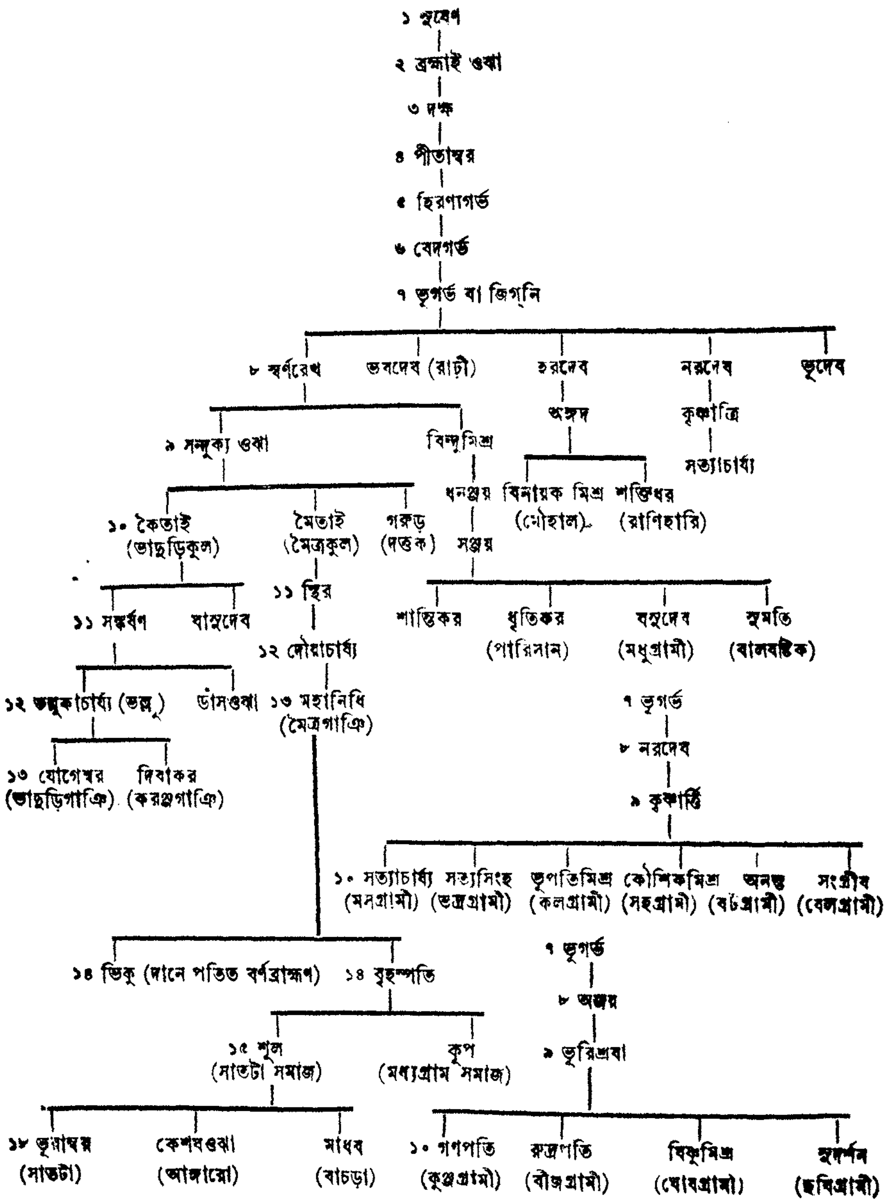

Imp. 4240, dt. 18/9/09

বংশের ইতিহাস, তিরুমলয়-শৈললিপি ও বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে প্রথম ধর্ম্মপাল হইতে দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল দুই শত বর্ষ পরবর্ত্তী হইতেছেন।

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'-রচয়িতা ৺মহিমাচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন "বল্লালসেনের রাজত্বের বহুপরেও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে নূতন নূতন গাঞির সৃষ্টি হইয়াছে।" কিন্তু আমাদের মনে হয়, গৌড়াধিপ বল্লালসেনের সময়ে ও তাঁহার পূর্ব্বেই বিভিন্ন রাজার নিকট বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন সময়ে যে সকল শাসনলাভ করিয়াছিলেন, বল্লালসেনের সময়েই তাঁহাদিগের একশত গাঞি স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, বল্লালসেন যখন কুলমর্য্যাদা প্রদান করেন, তৎকালে গৌড়ে ১০০, মগধদেশে ৫০, ভোটদেশে ৬০ জন, রভাঙ্গদেশে ৬০ জন, উৎকলে ২২ জন ও মোড়ঙ্গে ২২ জন এইরূপ সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।[৫]

বারেন্দ্রকুলে যে ১০০ একশত গাঞি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তন্মধ্যে কাশ্যপগোত্রে আঠার, শাণ্ডিল্যগোত্রে চৌদ্দ, বাৎস্যগোত্রে চব্বিশ, ভরদ্বাজগোত্রে চব্বিশ ও সাবর্ণগোত্রে বিংশতি গাঞি।[৬] যথা—মৈত্র, ভাদুড়ী, করঞ্জ, বালয়ষ্টি, মোথাগ্রামী, বলিহারী,

---

(৫) "গৌড়ে শতং নৃপতিনা পঞ্চাশন্মগধে তথা।
ভোটে যষ্টি সমাখ্যাতাঃ মৌরঙ্গে চ তথাবিধাঃ ॥
উৎকলে দ্বাবিংশতিশ্চ রসাঙ্গে চ তথাবিধঃ।
এবং স্থিতিঃ ব্রাহ্মণানাং সর্ব্বদেশনিবাসিনাম্ ॥" (বারেন্দ্রকুলপঞ্জী)

কিন্তু 'গৌড়ে ব্রাহ্মণে' এইরূপ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

"বরেন্দ্রেতু তদা সার্দ্ধং ত্রিশতাস্তুগ্রজন্মনাং।
রাঢ়ায়ান্ত দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধাস্তোধিশতানি চ ॥
বরেন্দ্রবাসিবিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশতদ্বিজাঃ।
বরেন্দ্ররক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচারপরায়ণাঃ ॥
দ্বিশতাধিকপঞ্চাশদ্বারেন্দ্রাণাং দ্বিজন্মনাং।
পঞ্চাশন্মগধে ষষ্টিভোটে ষষ্টিঃ রভাঙ্গকে ॥
চত্বারিংশদুৎকলে চ মৌড়ঙ্গেপি তথাঙ্ককাঃ।
দত্তা নৃপতিনা হর্ষং বল্লাসেন মহাত্মনা ॥" (গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৮৮ পৃঃ)

অর্থাৎ বরেন্দ্রদেশে ৩৫০ এবং রাঢ়দেশে ৭০০ জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। বরেন্দ্রবাসি-বিপ্রগণের মধ্যে সদাচারপরায়ণ একশত জনকে রাজা বল্লালসেন বরেন্দ্রে রাখিয়া দিয়াছিলেন। অপর ২৫০ জনের মধ্যে ৫০ জন মগধে, ৬০ জন ভোটে, ৬০ জন রভাঙ্গে, ৪০ জন উৎকলে ও ৪০ জন মৌড়ঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন।

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'-ধৃত উক্ত শ্লোকাবলি আমাদের সংগৃহীত পুঁথিতে পাই নাই। বল্লালসেন বরেন্দ্রবাসী ৩৫০ জনের ২৫০ জনকে কেনই বা অন্যদেশে পাঠাইলেন? আর রাঢ়বাসী ৭৫০ জনের মধ্যে কাহাকেও অন্যস্থানে পাঠাইলেন না কেন? পর অধ্যায়ে ইহার মীমাংসা দেখিতে পাইবেন।

(৬) "কাশ্যপেঽষ্টাদশজ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যে চ চতুর্দ্দশ।
চতুর্বিংশতির্বাৎস্যেঽপি ভরদ্বাজে তথাবিধঃ ॥
সাবর্ণে বিংশতিজ্ঞেয়াঃ গ্রামাহি গাঞিনামকাঃ।"

মোয়ালি, কিরল, বীজকুঞ্জ, শরগ্রামী, সহগ্রামী, কটিগ্রামী, মধ্যগ্রামী, মঠগ্রামী, গঙ্গাগ্রামী, বেলগ্রামী, চমগ্রামী ও অশ্রুকোটি কাশ্যপগোত্রে এই আঠার গাঞি।[৭] রুদ্রবাগছি, লাহেড়ি, সাধুবাগছি, চম্পটী, নন্দনাবাসী, কামেন্দ্র, সিহরী, তাড়োয়ালবিশী, মৎস্যাশী, চম্প, স্বর্ণ, তোটক, পূষাণ ও বেলুড়ি শাণ্ডিল্যগোত্রে এই চতুর্দ্দশ গাঞি।[৮] সান্ন্যাল, ভীমকালী, ভট্টশালী, কামকালী, কুড়মুড়ি, ভাড়িয়াল, লক্ষ, জামরুখী, সিমলী, ধোসালি, তাম্বুরি, বৎসগ্রামী, দেউলি, নিদ্রালী, কুক্কুটী, বোড়গ্রামী, শ্রুতবটী, অক্ষগ্রামী, সাহরি, কালীগ্রামী, কালিহয়, পৌণ্ড্রকালী, কালিন্দী ও চতুরাবন্দী বাৎস্যগোত্রে এই চতুর্ব্বিংশতি গাঞি।[৯] ভাদড়, লাড়ুলি, ঝামাল (ঝম্পটি), আতুর্থী, রাই, রত্নাবলী, উচ্ছরখি, গোচ্ছাসি, বাল, শাকটি, শিম্বিবহাল, সরিয়াল, ক্ষেত্রগ্রামী, দধিয়াল, পুতি, কাছটি, নন্দীগ্রামী, গোগ্রামী, নিখটী, পিপ্পলী, শৃঙ্গখোর্জার ও গোস্বালম্বি, ভরদ্বাজগোত্রে এই চতুর্ব্বিংশতি গাঞি।[১০] সিংদিয়াড়, পাকড়ী, দধি, শৃঙ্গী, গেদড়ি, উন্ধুড়ি ধুন্ধুড়ি, তাতোয়ার, সেতু, নইগ্রামী,

---

(৭) "মৈত্রশ্চ ভাদুড়িশ্চৈব করঞ্জো বালযষ্টিকঃ।
মোধাগ্রামী বলিহারী মোয়ালিঃ কিরলস্তথা॥
বীজকুঞ্জঃ সরগ্রামী সহগ্রামী কটিস্তথা।
মধ্যগ্রামী মঠগ্রামী গঙ্গাগ্রামী তথৈব চ।
বেলগ্রামী চমগ্রামী চাশ্রুকোটিস্তথাপরে।
অষ্টাদশ মিতাএতে কাশ্যপে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

(৮) "রুদ্রাখ্যো বাগছিশ্চৈব লাহেড়িঃ সাধুবাগ্‌ছিকঃ।
চম্পটী নন্দনাবাসী কামেন্দ্রঃ সিহরী তথা।
তাড়োয়ালা-বিশীগ্রামী মৎস্যাশী চম্পসংজ্ঞকঃ।
স্বর্ণকোটকশ্চৈব পূষাণো বেলুড়িস্তথা।
শাণ্ডিল্যে কথিতাশ্চৈতে গ্রামিণোঽত্র চতুর্দ্দশঃ॥"

(৯) "সন্ন্যামিনী ভীমকালী ভট্টশালী তথৈব চ।
কামকালী কুড়ম্বশ্চ ভাড়িয়ালশ্চ লক্ষকঃ।
জামরুখী সিমলী চ ধোসালিস্তাম্বুরিস্তথা।
বৎসগ্রামী দেউলিচ নিদ্রালী কুক্কুটী তথা॥
বোড়গ্রামী শ্রুতবটী চাক্ষগ্রামী চ সাহরিঃ।
কালীগ্রামী কালীহয় পৌণ্ড্রকালী তথৈব চ।
কালিন্দী চতুরাবন্দী বাৎস্যগোত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(১০) "ভাদড়ো লাড়ুলিঝামঃ আতুর্থিঃ রাইসংজ্ঞকঃ।
রত্নাবলী চোচ্ছরখি গোচ্ছাসি বালসংজ্ঞকঃ॥
শাকটিশ্চ তথা শিম্বির্বহালঃ সরিয়ালকঃ।
ক্ষেত্রগ্রামী দধিয়ালঃ পুতিঃ কাছটিরেব চ।
নন্দীগ্রামী গোগ্রামী চ নিখটি চ সমুদ্রকঃ।

নেধুড়ি, কপালী, টুট্টরি, পঞ্চবটী, খণ্ডবটী, নিকড়ি, সমুদ্র, কেতুগ্রামী, যশোগ্রামী ও শীতলী সাবর্ণগোত্রে এই বিংশতি গাঞি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।[১১] কিন্তু "কুলশাস্ত্রদীপিকা" নামক গ্রন্থে কাশ্যপগোত্রে মৈত্র, ভাদুড়ী, করঞ্জ, বালযষ্টিক, মধুগ্রামী, রাণিহরি, মোহানি, কিরিণী, বিজকুঞ্জ, সহগ্রামী, বিষোৎকটা, পারিস্বামী, মঠগ্রামী, মধ্যগ্রামী, গঙ্গাগ্রামী, বলগ্রামী, আথর্ব্বীজ, কটিগ্রামী এবং শেলগ্রামী। শাণ্ডিল্যগোত্রে রুদ্রবাগছি, লাহিড়ী, সাধুবাগছি, চম্পটী, নন্দনাবাসী, কামেন্দ্র, শিহরী, তড়াল, বিশাখা (বিশীগাঞি), মৎস্যাশী, জম্বু, সুবর্ণ, তোড়ক, পুসলা, বেলড়ী, বিল্বগ্রামী, খুড়খুড়ী, বেতগ্রামী ও তাড়য়াল। বাৎস্যগোত্রে—সন্ন্যাসিনী (সান্যাল), ভীমকালী, ভট্টশালী, কামকালী, কুড়মুড়ি, ভারিয়াল, লক্ষ, জমরুখি, শীতল, তালড়ী, দেবলী, বাৎস্যগ্রামী, নিদ্রালী, কুর্কটী, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনী, বোড়গ্রামী, স্রোতবটী, অক্ষগ্রামী, কটগ্রামী, কালীগ্রামী, কালীগ্রাম, ঘোষগ্রামী, কন্তুকেলী, নাগাপূর, শিবতটা ও বৈশালী। ভরদ্বাজগোত্রে—ভাদড়, লাউল, ঝাঞ্জো, আতথী, রাই, রত্নাবলী, ওশ্রুথী, গোচণ্ডী, বাল, কাঁচড়ী, সিংবহাল, সাড়িয়াল, ক্ষত্রিগ্রামী, দধিয়াল, পুতি, বৃহতী, নন্দগ্রামী, পিপ্পলী, খর্জ্জুরী, গোসালাক্ষী, গোগ্রামী, নিখটী, বোলোৎকটা ও ভগ্রামী এবং সাবর্ণগোত্রে—সিংদিয়াড়, পাপুড়ী, দধি, শৃঙ্গী, মেদড়ী, উখড়ি, ধুকড়ি, বাড়গ্রামী, আগস্ত্য, শেতকগ্রামী, নৈগ্রামী, কলাপী, টুট্টরী, পুণ্ড্রবর্দ্ধনী, পঞ্চবটী, খণ্ডবটী, নিখটী, সমুদ্র ও শীতলী গাঞির নাম দৃষ্ট হয়।

ইহা ব্যতীত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে যেরূপ গ্রামনাম বা পাঠান্তর পাইয়াছি, এস্থলে তাহারও উল্লেখ করা গেল। যথা—

কাশ্যপগোত্রে—মোধাগ্রামী স্থলে মধুগ্রামী, বলিহারী স্থলে রাণীহারী, মোয়ালি স্থলে মোহালি, কিরল স্থলে কিরণ; সরগ্রামী স্থলে ছবিগ্রামী, সহগ্রামী স্থলে সুস্থগ্রামী, কটিগ্রামী স্থলে কটগ্রামী, মধ্যগ্রামী স্থলে পারিশ, গঙ্গাগ্রামী স্থলে ভদ্রগ্রামী, অশ্রুকোটী স্থলে ঘোষকচ্ছ নাম দৃষ্ট হয়। এইরূপ শাণ্ডিল্যগোত্রে—কামেন্দ্র স্থলে কালিন্দী, তাড়োয়াল স্থলে তটগ্রামী, পুষাণ স্থলে পুড়াল। বাৎস্যগোত্রে—কুড়ম্ব স্থলে কুড়মুড়ি সিমলী স্থলে শীতলী, ধোসালি স্থলে বিশালা, তাম্বুরি স্থলে তালুড়ি, শ্রুতবটী স্থলে স্রোতবটী, সাহরি স্থলে শিব, পৌণ্ড্রকালী স্থলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনী। ভরদ্বাজ গোত্রে—গোচ্ছাসি স্থলে গোৎসাস, সরিয়াল স্থলে কাঞ্চগ্রামী এবং

পিপ্পলী শৃঙ্গখোর্জ্জারো গোষালম্বি স্তথৈব চ।
চতুর্ব্বিংশ মিতাএতে ভরদ্বাজে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

(১১) "সিংদিয়াড় পাকড়ী চ শৃঙ্গী তথা চ মেদড়িঃ।
উখুড়ি-ধুখুড়িশ্চৈব তাতোয়ারশ্চ সেতুকঃ।
নইগ্রামী নেধুড়িশ্চ কপালী টুট্টরীস্তথা।
পঞ্চবটী খণ্ডবটী নিকড়িশ্চ সমুদ্রকঃ।
কেতুগ্রামী যশোগ্রামী শীতলী চ তথাপরঃ।
সাবর্ণে কথিতা এতে গ্রামাহি বিংশতিঃ স্মৃতাঃ॥"

সাবর্ণগোত্রে—সিংজিয়াড় স্থলে সিংহবিদগর, পাকড়ী স্থলে পাঁপড়ী, মেদড়ি স্থলে লেহড়ি, উন্মুড়ি ধুম্মুড়ি স্থলে উড়ুঁড়ি ধুকুড়ি, তাতোয়ার স্থলে তালোয়ার, সেতুক স্থলে সেতক, নেধুড়ি স্থলে কলাপ, কপালী স্থলে তুস্তরি, টুট্টুরি স্থলে পুন্দরি, যশোগ্রামী স্থলে যগ্রামী, শীতলী স্থলে পুস্পাহাটী গাঞিের নাম দৃষ্ট হয়।

যাহা বারেন্দ্রসমাজে কুলস্থান বলিয়া বহুকাল পরিচিত, সেই সকল নাম সম্বন্ধেও এরূপ গোলযোগ কেন? সম্ভবতঃ মহারাজ বল্লালসেনের পূর্ব্বে পালাধিকারকালে বারেন্দ্রসমাজে শতাধিক কুলস্থান প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। বল্লালসেন সেই সমস্ত কুলস্থানের ব্রাহ্মণদিগকে গ্রহণ না করিলেও এবং প্রকৃত প্রস্তাবে বল্লালী কুলমর্য্যাদা বারেন্দ্রসমাজে উপযুক্তরূপে প্রচলিত না হওয়াতেও সকল কুলস্থান বা শাসনের ব্রাহ্মণই স্ব স্ব পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন, এজন্যই সম্ভবতঃ বারেন্দ্র-কুলজ্ঞদিগের মধ্যে একশত ঘর পূরণকালে সকলে একমত হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ অধুনা অনেক গাঞির সন্ধানই পাওয়া যায় না।[১২]

তৃতীয় অধ্যায়

বল্লালী বারেন্দ্র সমাজ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আভাস দিয়াছি যে, গৌড় বা বারেন্দ্র অঞ্চলে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে রাজা বিজয়সেনের বিদ্যমানকাল খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ পালনৃপতিগণের শাসন অব্যাহত ছিল। তাঁহারা অপরের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকটা নিরপেক্ষ ছিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে রাজধর্ম্মের প্রভাব উচ্চ নীচ সকল সমাজেই বদ্ধমূল হইয়াছিল। পালরাজ-সম্মানিত বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজও যে সেই ধর্ম্মপ্রভাবের বাহিরে থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

রাজা বিজয়সেনের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি গৌড়পতিকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন এবং কামরূপপতিকে বিদূরিত করিয়াছিলেন,[১] কিন্তু উত্তরগৌড়ে তাঁহার অধিকার স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তিনি গৌড়াধিপ পাল-রাজকে পরাজয় করিয়া বরেন্দ্রভূমে বিজয়চিহ্নস্বরূপ প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেও, তাঁহার নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত ভাগীরথীর উত্তরতীরবর্ত্তী অধিকাংশ জনপদ

---

(১২) পরিশিষ্টে প্রাচীন গাঞিনির্দ্দেশক কুলস্থানগুলির বর্ত্তমান অবস্থান দ্রষ্টব্য।

(১) "গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়।" (বিজয়সেনের শিলালিপি ২১ শ্লোক)

আবার পালবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল। ১০৪১ শকে (১১১৯ খৃষ্টাব্দে) মহারাজ বল্লালসেন পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজপদে আসীন হইয়াই গৌড় হইতে পালবংশকে বিতাড়িত করিয়া মিথিলা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। মিথিলাবিজয়কালেই তাঁহার প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণসেন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই তিনি লক্ষ্মণাব্দ (লং সং) প্রচলিত করিয়াছিলেন;—মিথিলা হইতে সমস্ত গৌড়ে এক সময়ে এই অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল।২

বল্লালসেনের পিতা ও পিতামহ সকলেই বেদনিষ্ঠ শৈব ছিলেন; বল্লালসেনও প্রথমে সেইরূপ পৈতৃক বিশ্বাস ও ধর্ম্মে একান্ত আস্থাবান্ ছিলেন। কিন্তু সমস্ত গৌড়রাজ্য অধিকার ও গৌড়নগরে রাজপাটস্থাপনের সহিত বল্লাল দেখিলেন যে, তাঁহার অধিকাংশ প্রজাই বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্ম্মানুরত;—বহু চেষ্টাতেও তাঁহার পিতাপিতামহ বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন নাই। এমন কি প্রাচীন কুলকারিকা হইতে জানা যাইতেছে যে, গৌড়ে বল্লালসেন কর্ত্তৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত ও বৈদিক সংস্কারচ্যুত ছিলেন। ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থ হইতেই জানা যাইতেছে যে, বৈদিক-ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজ বিজয়সেন গৌড়াধিকার করিবার পর বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে অনেক বারেন্দ্রব্রাহ্মণকে পুনরায় বৈদিকাচারে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।৩ সুতরাং বল্লালসেনের অভ্যুদয়কালে তাঁহারা পূর্ব্বধর্ম্মমত ও বিশ্বাস যে এককালে বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধহয় না। বিশেষতঃ বারেন্দ্র-বাসী অনিরুদ্ধ ভট্ট নামে একজন সারস্বত ব্রাহ্মণ বল্লালের গুরু হইয়াছিলেন।৪ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, রাঢ়ের পূর্ব্বতন প্রভাবশালী সারস্বত (সপ্তশতী) ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য ধর্ম্মপালপ্রমুখ পালরাজগণ অনেক রাঢ়ীয় সারস্বতবিপ্রকে আনিয়া বরেন্দ্রভূমে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরে পালরাজগণের অনুকরণে ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রমুখ তান্ত্রিকগণের ধর্ম্মোপদেশগুণে সেই সকল সারস্বত-বিপ্রের বংশধরগণও বৌদ্ধতন্ত্রে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট ঐ সকল সারস্বত-বিপ্রগণের মধ্যে একজন; তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের

---

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1896, pt. 1. pp. 26.

(৩) "এক বাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস।
বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করল সর্ব্বনাশ॥
পৈতা ছিঁড়িয়া পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাতি।
কর্ম্ম খাইয়া ধর্ম্ম পাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি॥"

(দিগ্‌গুলনিবাসী ৺আনন্দচন্দ্র ঘটকরাজের সংগৃহীত প্রাচীন কারিকা ও তৎপৌত্র প্রিয়নাথ ঘটক প্রদত্ত।)

(৪) "বেদার্থস্মৃতিসঙ্কলাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিলাসনয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ষট্‌কর্ম্মভাবোদার্য্যশীলবিনয়ঃ প্রখ্যাতসত্যাব্রতো
বৃত্রারেরিব গীষ্পতের্নৃপতেরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ॥" (দানসাগর—উপক্রম)

সঙ্গে বল্লালসেনেরও মতিগতি ফিরিয়াছিল। তিনি প্রথমতঃ বৌদ্ধতান্ত্রিকমতেই অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে অতি নীচ জাতীয়া রমণী ও বেশ্যাদি লইয়া ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তজ্জন্য তাঁহার পিতা ও পিতামহের সময়কার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণসন্তানগণ বল্লালের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধভাব বল্লালের হৃদয় অধিকার করিয়াছে ভাবিয়া বৈদিক-ব্রাহ্মণমাত্রেই বল্লালের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষেই তাঁহার চর্ম্মকার বা ডোমকন্যার পাণিগ্রহণ-প্রবাদ রটিয়াছিল। এমন কি, বৈদিক বিপ্রগণের ষড়যন্ত্রে লক্ষ্মণসেন পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ঐ সময় রাজনীতিকুশল রাজা বল্লাল একদিকে নিজ রাজপদরক্ষা ও অপরদিকে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণের চরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় সিংহগিরিনামে এক তান্ত্রিকসিদ্ধ আসিয়া বল্লালসেনের সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ অনৈসর্গিক ক্ষমতা দেখিয়া বল্লালসেন চমৎকৃত হইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, পরে মহারাজ বল্লালসেন ও অনিরুদ্ধভট্ট তাঁহার নিকট প্রাচীন হিন্দুতন্ত্রোক্ত ধর্ম্মই৺ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নিকট শাক্ত

---

(৫) ভারতে নানা দার্শনিক মতভেদে যেমন পূর্ব্ব হইতে বহু সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইতেছিল, সেইরূপ পূর্ব্বতন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, বৌদ্ধ প্রভৃতি শ্রেণীভেদ ঘটিয়াছিল। নিশ্বাসাখ্য তন্ত্রের প্রমাণে জানা যায় যে, এক সময়ে ভারতবাসী তান্ত্রিক-মত বা তান্ত্রিক-দীক্ষা বেদবাহ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন, আবার রুদ্রযামল, কুব্জিকা প্রভৃতি কোন কোন তন্ত্রমতে সর্ব্ববেদের নিদান অথর্ব্ববেদ হইতেই তান্ত্রিকাচারের উৎপত্তি। যাহা হউক, বেদবিরোধী বৌদ্ধগণ অতীশ দীপঙ্করাদি প্রবর্ত্তিত জ্ঞানমূলক তান্ত্রিক ধর্ম্ম ছাড়িয়া উপাসনার সহিত আমোদ ও সহজ মুক্তিলাভের আশায় পরে সহজেই তান্ত্রিক মতানুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এ কারণ গৌড় ও মগধে বজ্রযান মতের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকের সংখ্যাই বৃদ্ধি হইয়া ছিল এবং সাধারণকে তান্ত্রিকমতে দীক্ষিত করিবার জন্য শত শত বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হইল। তাহাতে বুদ্ধদেবের মূল ধর্ম্মসূত্র একপ্রকার লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, বুদ্ধমতপ্রতিপাদ্য শাস্ত্রসমূহে পঞ্চমকারের নিন্দা ও গ্রহণে দোষ কীর্ত্তিত হইলেও আপাতমনোরম ও সহজসাধ্য অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হইয়া বৌদ্ধসাধারণে তান্ত্রিকধর্ম্মে অভিষিক্ত ও পঞ্চমকারের উপাসক হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত হইলেও বুদ্ধের উপদেশ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিক ও পৌরাণিক নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ অতি ঘৃণার চক্ষেই তাঁহাদিগকে দেখিতেন। তাঁহাদিগের সঙ্কীর্ণ মত হইতে প্রজাসাধারণকে উদারনৈতিক করিবার জন্য প্রথমে আদিশূর-প্রমুখ শূরবংশীয় নৃপতিগণ, বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেব, এবং সেনবংশীয় মহারাজ বিজয়সেন ও তৎপুত্র শ্যামলবর্ম্মা নানা স্থান হইতে সমাগত বৈদিক বিপ্রগণের সাহায্যে বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

প্রাচীন হিন্দুতান্ত্রিকগণ বৌদ্ধতান্ত্রিকদিগের ন্যায় পঞ্চমকারের সেবক হইলেও ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ নানা দেবদেবীর উপাসক হইয়া পড়িলেও তাঁহাদের ধর্ম্মে সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদিও হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধতন্ত্রগুলিতেও প্রায় সৃষ্টিতত্ত্ব, লয়, মন্ত্র, যন্ত্র, দেবতা, ডাক, ডাকিনী, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রগুলির চরম লক্ষ্য সাংসারিক সুখলাভ। বৈদিক গ্রন্থে যে সকল পশুবধ বৈধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অধিকাংশ হিন্দুতন্ত্রে সেই সকল মাংসই বিশুদ্ধ ও ভক্ষ্য বলিয়া গণ্য; কিন্তু

তন্ত্রানুসারে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর সারস্বত অনিরুদ্ধ ভট্ট বেদার্থস্মৃতিসঙ্কলনে মনোযোগী হইলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) বল্লালসেনের "দানসাগর" নামক দানবিষয়ক প্রসিদ্ধ নিবন্ধগ্রন্থ রচিত হয়।

তখনও এদেশে হিন্দুতন্ত্রগুলি বৈদিকের নিকট বেদবিরোধী বলিয়াই গণ্য ছিল। এই সময়ের হিন্দু ও বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের মত কতকটা মহানির্ব্বাতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রকার লিখিয়াছেন,—

'এখন বৈদিকমন্ত্র সকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ঐ সকল মন্ত্র সফল হইত, এখন মৃততুল্য হইয়াছে। ভিত্তিতে চিত্রিত পুত্তলিকা যেরূপ সকল বহিরিন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও স্বকার্য্যসাধনে অসমর্থ, কলিতে বৈদিক মন্ত্র সমুদায়ও প্রায় সেইরূপ। বন্ধ্যা স্ত্রীর সঙ্গমে যেমন কোন ফল হয় না, সেইরূপ বৈদিক মন্ত্র দ্বারা কার্য্য করিলে ফল সিদ্ধি হয় না, উহা কেবল শ্রমমাত্র। এই কলিকালে বৈদিকাদি অন্য শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা যে ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে নির্ব্বোধ তৃষ্ণাতুর হইয়া গঙ্গাতীরে কূপখনন করে। কলিযুগে একমাত্র তন্ত্রোক্ত মন্ত্রই শীঘ্র ফলপ্রদ।'(৬)

অহিংসাই যাহাদের নিকট পরম ধর্ম্ম, সেই বৌদ্ধদিগের তন্ত্রে যে কোন পশুমাংস বৌদ্ধতান্ত্রিকের ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এমন কি, বৌদ্ধতন্ত্রে শূকরমাংস পরম আদরের ভক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত। হিন্দুতান্ত্রিকগণ দক্ষিণাবর্ত্ত-ক্রমে ন্যাস করিয়া থাকেন, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকের নিকট বামাবর্ত্তবিধানে ন্যাসই প্রশস্ত। হিন্দুতন্ত্রে মহাবিদ্যার উপাসনাই মুখ্য, কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রমতে বজ্রডাক ও বজ্রডাকিনীর পূজাই প্রধান। হিন্দুতন্ত্রে চক্রস্থ সাধক যে কোন বর্ণের হউন, দ্বিজোত্তম বলিয়া গণ্য, কিন্তু বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ বুদ্ধের সাম্যবাদ বিসর্জ্জন দিয়া বিশেষরূপে বর্ণভেদ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধতন্ত্রগুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে, আদি হিন্দুতন্ত্রসমূহের আদর্শেই বৌদ্ধতন্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তন্ত্র অপেক্ষা বৌদ্ধদিগের তন্ত্রে বরং নানা বিষয়ের জটিলতা, কঠোরতা ও সঙ্কীর্ণতা সাধিত হইয়াছে। হিন্দুতন্ত্রে শক্তি যেরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য, বৌদ্ধতন্ত্রে আর্য্যতারা ও মন্ত্রদাতা বীরনায়ক গুরুই সেইরূপ পূজার্হ। হিন্দুতন্ত্রে দিব্য, বীর ও পশু এই ত্রিবিধ আচারের উল্লেখ থাকিলেও প্রধানতঃ হিন্দুতান্ত্রিকগণ দিব্য ও পশ্বাচার অনুসারে চলিয়া থাকেন। কিন্তু বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ একমাত্র বীরাচারী। অনেকের বিশ্বাস যে বীরাচার বৌদ্ধদিগেরই প্রবর্ত্তিত।

(৬) "নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥
পাঞ্চালিকা যথা ভিত্তৌ সর্ব্বেন্দ্রিয়সমন্বিতাঃ।
অমূরশক্তাঃ কার্য্যেষু তথান্যে মন্ত্ররাশয়ঃ॥
অন্যমন্ত্রৈঃ কৃতং কর্ম্ম বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা।
ন তত্র ফলসিদ্ধিঃ স্যাৎ শ্রম এব হি কেবলম্॥
কলাবন্যোদিতৈর্ম্মার্গৈঃ সিদ্ধিমিচ্ছতি যো নরঃ।
তৃষিতো জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥
কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ॥" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

মহারাজ বল্লালসেনও তান্ত্রিক গুরুর অনুবর্ত্তী হইয়া প্রথমতঃ ঐরূপ বেদবিরুদ্ধ মতই প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এদেশীয় বৈদিক বিপ্রসমাজ, বল্লালসেনের কোন কোন আত্মীয় এবং উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কায়স্থসমাজ বল্লালসেনের বিরোধী হইয়াছিলেন। এদিকে আবার আদিশূরানীত কনৌজীয় বিপ্রবংশধর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ বল্লালসেনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সপ্তশতী বিপ্রগণও তাঁহাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। সেনবংশের সম্পর্কিত কায়স্থসমাজও বল্লালসেনের মতানুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

যে যে সমাজ গৌড়াধিপের তান্ত্রিক ধর্ম্ম অনুমোদন করিয়াছিলেন, বল্লালসেন তাঁহাদিগকে পাইয়া নূতন সমাজগঠন করিলেন; তাহা হইতেই বল্লালসেন-প্রবর্ত্তিত অভূতপূর্ব্ব কৌলীন্য-মর্য্যাদার সৃষ্টি। বল্লালসেনের অনুবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে কুলাচারী[৭] হইয়াছিলেন, গৌড়াধিপ তাঁহাদিগকেই কুলীন বলিয়া সম্মানিত করেন। রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, বল্লালসেন মহাশক্তির উপাসক ছিলেন। কুললক্ষ্মীর পূজা করিয়া দেবীর প্রত্যাদেশ অনুসারেই তিনি কুললক্ষণ প্রকাশ করেন।[৮]

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বল্লালের পিতা মহারাজ বিজয়সেন বরেন্দ্র-বিজয় করিলেও তৎকালে গঙ্গার উত্তরকূলবর্ত্তী সমুদায় উত্তরবঙ্গ (বর্ত্তমান রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি

---

(৭) রুদ্রযামলে এইরূপ কুলাচারের প্রসঙ্গ আছে—

"শৃণুষ কমলাশম্ভো (?) কুলাচারবিধিং শৃণু।
নিত্যশ্রাদ্ধং তথা সন্ধ্যাবন্দনং পিতৃতর্পণম্।
দেবতাদর্শনং পীঠদর্শনং তীর্থদর্শনম্।
গুরোরাজ্ঞাপালনঞ্চ দেবতানিত্যপূজনম্।
পশুভাবস্থিতো মর্ত্ত্যো মহাসিদ্ধিং লভেদ্ধ্রুবম্॥
পশূনাং প্রথমং ভাবং বীরস্য বীরভাবনম্।
দিব্যানাং দিব্যভাবস্তু ত্রিস্রো ভাবাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥
স্বকুলাচারহীনো যঃ সাধকঃ স্থিরমানসঃ।
নিষ্ফলার্থো ভবেৎ ক্ষিপ্রং কুলাচাররভাবতঃ॥" (রুদ্রযামল ২য় পটল ৪-৭ শ্লোক)

অর্থাৎ নিত্যশ্রাদ্ধ, তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনা, পিতৃতর্পণ, দেবতাদর্শন, পীঠদর্শন, তীর্থদর্শন, গুরুর আজ্ঞাপালন, তান্ত্রিক ইষ্টদেবতার নিত্যপূজা, ইহাই কুলাচার। পশ্বাচারী মানব এইরূপ ভাবে থাকিলে মহাসিদ্ধি লাভ করেন। পশুর ভাবই প্রথম, বীরের আচারই বীরভাব, দিব্যগণের আচারই দিব্যভাব—এই তিনপ্রকার ভাব কুলাচারের অন্তর্গত। যে স্থিরমতি সাধক নিজ কুলাচারহীন, কুলাচারঅভাবে তাহার সকল বাসনাই নিষ্ফল হয়।

উক্ত কুলাচারের উপর লক্ষ্য করিয়াই মহারাজ বল্লালসেন আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপঃ ও দান এই নয়টী কুললক্ষণ স্থির করিয়াছিলেন। ইহা অনেকটা সদাচারসম্মত হইলেও বৈদিকাচার হইতে ভিন্ন ছিল।

(৮) "প্রত্যাদিষ্টৈর্নৃপৈস্তষ্টৈর্ভু বিভক্ত্যুপচারতঃ।
কুললক্ষ্মীং পূজয়িত্বা কথিতং কুললক্ষণম্॥" (কুলমঞ্জরী)

ময়মনসিংহ জেলা) বৌদ্ধতান্ত্রিকধর্ম্মে এককালে সমাচ্ছন্ন ছিল। এমন কি, তৎকালে অনেক বারেন্দ্রব্রাহ্মণও বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগপ্রযুক্ত বহুপুরুষ হইতে বৌদ্ধাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বারেন্দ্রসমাজে বৈদিকাচারের আবশ্যকতা স্বীকৃত হইলেও তান্ত্রিক কুলাচার ও পূর্ব্ব বিশ্বাস কেহই সহজে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বৌদ্ধতন্ত্র ছাড়িয়া হিন্দুতন্ত্র আশ্রয় করিয়াছিলেন মাত্র। গৌড়াধিপ বল্লালের তান্ত্রিক ধর্ম্মানুরাগ অবগত হইয়া তাঁহারাই প্রথমে রাজার দলপুষ্টি করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে বল্লাল বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, কুলাচারী ও তান্ত্রিকক্রিয়ায় সুদক্ষ ব্রাহ্মণদিগকেই সর্ব্বপ্রথমে সম্মানিত করেন এবং তাঁহারাই প্রথমে 'কুলীন' বলিয়া বল্লালসভায় পূজিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরই যত্নে তাঁহাদের পূর্ব্বারাধ্য কোন কোন বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবী হিন্দুতান্ত্রিকগণের পূজার্হ হইয়াছিলেন।[১]

এই সময় পঞ্চমকারের সেবা মুখ্য ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এমন কি, শ্রুতিস্মৃতিমতে বেদমাতা সাবিত্রীজপই ব্রাহ্মণত্বের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও কৌলিকী

---

(১) যথা—অক্ষোভ্য, অমিতাভ, বৈরোচন, শঙ্খপাণ্ডর, পদ্মপাণি, অসিতাঙ্গ ইত্যাদি। তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বৈরোচনের শক্তি বজ্রধাতেশ্বরী, অক্ষোভ্যের শক্তি লোচনা, রত্নসম্ভবের শক্তি মামকা, অমিতাভের শক্তি পাণ্ডরা, অমোঘসিদ্ধের শক্তি তারা এবং বজ্রসত্ত্বের শক্তি বজ্ররেখার পূজা করিয়া থাকেন। হিন্দুতান্ত্রিকগণের নিকট ঐ সকল শক্তি পুংদেবতাস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। (ব্রহ্মানন্দ অবধূত-রচিত তারারহস্যে ষড়ঙ্গন্যাস প্রকরণ দ্রষ্টব্য)

এমন কি, তারারহস্যের সৃষ্টিপ্রকরণ পাঠ করিলে মহাযান-বৌদ্ধগণের শূন্যবাদেরই সমর্থন দেখা যায়। যথা—

'এতেন তারা সংজাতা শীর্ষেঽক্ষোভ্যো ভুজঙ্গমঃ।
মহাকালঃ স এব স্যাত্তারারূপং জগত্রয়ে॥
যস্যাশ্চ স্মরণে সদ্যো ভোগমোক্ষঃ করস্থিতঃ।
এবংভূতা মহাদেবী ব্রহ্মাণ্ডশূন্যমধ্যগা॥
সৃষ্টিকরী মহাদেবী তারারূপা ত্রয়ান্বিতা।
শূন্যে দ্বিতীয়ে চণ্ডে চ সুবিরাড় রূপধারিণী॥
তৃতীয়ে চ মহাশূন্যে তড়িৎকোটিসমপ্রভা।
নিরাকারা নিরাধারা তারা সর্ব্বার্থসাধিকা॥
চতুর্থে শূন্যমাশ্রিত্য বিষ্ণুঃ পালয়তে ধ্রুবম্।
তস্মাজ্জাতশ্চতুর্বক্ত্রঃ সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবম্॥
পঞ্চশূন্যে মহাদেবী শিবরূপা ত্রিলোচনা।
লয়ং লয়াত ব্রহ্মাণ্ডং মহাকালেন লালিতা॥
পুনর্ব্রহ্মাণ্ডসিদ্ধ্যর্থং মহাবিদ্যা চ তারিণী।
সর্ব্বান্তে কালিকাং মূর্ত্তিং ত্যক্ত্বা যন্ত্রং পুনর্যযৌ॥
ষষ্ঠে শূন্যময়ং ব্রহ্ম বিশ্বং বিশ্বেশ্বরং তথা।
মহামন্ত্রাশব্দপরা কালিকা বীজতারকা।
পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্ব্বান্তে কালিকা স্থিতা॥'

সুরাপানই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল।[১০] শূরবংশ ও বল্লালের পূর্ব্ববর্ত্তী সেনরাজগণের যত্নে রাঢ়ের ব্রাহ্মণগণ বৈদিকধর্ম্মের কতকটা পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণের স্থায় ততটা তান্ত্রিক হইয়া পড়েন নাই। তাঁহারা বল্লালের বিরোধী না হইলেও বারেন্দ্র-প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিকধর্ম্ম প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ও বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিতেন। এ কারণেও তাঁহারা এক কনোজ বিপ্রবংশধর হইলেও পরস্পরে আত্মীয়তা-স্থাপনে পরাঙ্মুখ হইতে ছিলেন। এ কারণ পরবর্ত্তী রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থসমূহে বারেন্দ্র-সম্পর্ক নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এমন কি পূর্ব্বতন বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণ প্রকাশ্যে বৌদ্ধাচারী এবং পরে কথঞ্চিৎ বৈদিকাচারী হইয়াছেন, একথাও রাঢ়ীয় প্রাচীন কুলজ্ঞগণ ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি।

গৌড়াধিপ বল্লালসেনের হিন্দু-তান্ত্রিক দীক্ষাগ্রহণের সহিত তাঁহার মতানুবর্ত্তী বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-গণও অনেকেই গৌড়াধিপের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বারেন্দ্র কুলীন-সমাজ

বঙ্গজ কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, মহারাজ বল্লালসেন গৌড় হইতেই কুলবিধি প্রচার করেন। রাঢ়ীয়কুলমঞ্জরীতে বিবৃত হইয়াছে—

'রাজা বল্লালসেন ভাগীরথীতটে যোগিনীঘট্ট নামক স্থানে কুলবিধিসংস্থাপনের জন্য একবর্ষ কাল কুললক্ষ্মীর আরাধনা করেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ও তাঁহাকে অভীপ্সিত বর প্রদান করিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। দেবী কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া ও কুললক্ষ্মীর পূজা করিয়া তিনি এইরূপে কুললক্ষণ প্রকাশ করেন :—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন,

---

(১০) বীরাচারী তান্ত্রিকগণ ইহার পরিপোষক তান্ত্রিক বচনও উদ্ধৃত করেন—

"বেদমাতা-জপনৈব ব্রাহ্মণো নহি শৈলজে।
ব্রহ্মজ্ঞানং যদা দেবি তদা ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
দেবানামমৃতং ব্রহ্মং তদীয়ং কৌলিকী সুরা।
সুরায়াং ভোগমাত্রেণ বহির্দীপ্তো ভবেন্নরঃ॥
শাপমোচনমাত্রেণ সুরা মুক্তিপ্রদায়িনী।
অতএব হি দেবেশি ব্রাহ্মণঃ পানমাচরেৎ॥
স ব্রাহ্মণঃ স বেদজ্ঞঃ সোঽগ্নিহোত্রী স দীক্ষিতঃ।"

(মাতৃকাভেদতন্ত্র ৩য় পটল)

নিষ্ঠা, আবৃত্তি,—তপঃ ও দান এই নয়টী কুললক্ষণ। এইরূপ লক্ষণযুক্ত ভূদেবগণেরই কৌলীন্য। অমরগণের ন্যায় এই কলিকালে কৌলদিগের মধ্যেই এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবে।১

কুলমঞ্জরীর প্রমাণেও বলিতে পারি যে, রাজা বল্লালসেন একজন দেবীভক্ত তান্ত্রিক কুলাচারী ছিলেন। কৌল বা তান্ত্রিক কুলাচারীর জন্য তাঁহার কুলবিধি।

বারেন্দ্রপটীব্যাখ্যা নামক কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"নারায়ণস্তু শাণ্ডিল্যঃ সুষেণঃ কাশ্যপস্তথা।
বাৎস্যো ধরাধরো দেবো ভরদ্বাজস্তু গৌতমঃ॥
সাবর্ণস্তু পরাশর এতে পঞ্চ ধরামরাঃ॥

'পঞ্চগোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন ক'রে, গৌড়মণ্ডল পবিত্র ক'রে, আদিশূর রাজার স্বর্গারোহণ। কিছুকাল পরে তাঁহার বংশে দৌহিত্র-সন্তান জন্মিলেন বল্লালসেন। সে বল্লালসেন কি মত্?

শ্রীমৎবল্লালসেনৈঃ সকলগুণযুতৈঃ পার্থিবৈঃ পূজ্যমানঃ
সংবীক্ষ্যাশেষবিপ্রাননুচিতসমতাং ভজ্যমানাথনাথঃ।
ইত্যানুষ্ঠানধৈর্য্য প্রণয়গুণতপঃধৈর্য্যবিদ্যাদিযোগৈ-
র্নির্ম্মিত্যাদিকুলীনকৈঃ কমলজনরতৌ শ্রোত্রিয়াদিককষ্টান্॥

'এই বল্লালসেন কহিলেন যে, যেমন মাতামহ কুলেতে জন্মেছিলেন মহারাজ আদিশূর, তিনি পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন ক'রে গৌড়মণ্ডল পবিত্র ক'রেছেন। সেই পঞ্চগোত্রের মধ্যে কতঘর ব্রাহ্মণ হয়েছে বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লেন যে পঞ্চগোত্রের মধ্যে ১১০০ ঘর ব্রাহ্মণ হ'য়েছে। তন্মধ্যে রাঢ়দেশে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন রাঢ়ী। গৌড়মণ্ডলে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন বারেন্দ্র। এই কালে অন্যান্য দেশের রাজগণ ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা ক'রে পাঠালেন যে, বল্লালসেন তোমার মাতামহকুলেতে জন্মিয়াছিলেন মহারাজ আদিশূর, তিনি পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন ক'রে গৌড়মণ্ডল পবিত্র ক'রেছেন। আমরা বৌদ্ধাক্রান্ত দেশেতে বাস করি।

---

(১) "ততো ভক্তিং প্রকুর্ব্যাদৌ ভক্তদাভীষ্টদায়িনীম্।
উপাসে সলিলাহারৈর্ব্বর্ষমেকং সমাহিতঃ॥
যোগিনীষট্টমাশ্রিত্য ভাগীরথ্যাস্তটালয়ে।
তপসা তোষিতাদেবী সুখমোক্ষপ্রদায়িনী।
তদীপ্সিতং বরং দত্বা তত্রৈবান্তর্দধে দিবি॥
প্রত্যাদিষ্টৈর্নৃপৈস্তৈস্তৈর্ভুবি ভক্ত্যুপচারতঃ।
কুললক্ষ্মীং পূজয়িত্বা কথিতং কুললক্ষণম্॥
আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥
এতল্লক্ষণলক্ষ্যাণাং ভূসুরাণাং কুলীনতাম্।
কলয়ামি কলৌ কৌলে ভবিষ্যত্যমরা ইব॥" (রাঢ়ীয়কুলমঞ্জরী)

আমাদিগের দেশে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ প্রদান ক'রে আমাদিগের দেশ পবিত্র কর। ইত্যবকালে রাজা বল্লালসেন বিবেচনা করিলেন যে—

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলেতি সংসারং কীর্ত্তিরেব হি নিশ্চলা॥ রাজা কহিলেন অবশ্য কর্ত্তব্য।—

গৌড়ে শতং নৃপতিনা পঞ্চাশন্মগধে তথা।
ভোটে ষষ্টি সমাখ্যাতাঃ মৌরঙ্গে চ তথাবিধাঃ॥
উৎকলে দ্বাবিংশতিশ্চ রসাঙ্গে চ তথাবিধঃ।
এবং স্থিতির্ব্রাহ্মণানাং সর্ব্বদেশনিবাসিনাম্॥

সর্ব্বদেশে কিছু কিছু ব্রাহ্মণ প্রদান ক'রে সর্ব্বদেশ পবিত্র করলেন। গৌড়মণ্ডলে দিলেন একশত ঘর। এই একশত ঘরে করিলেন একশত গাঞি।

'কাশ্যপেঽষ্টাদশগ্রামা শাণ্ডিল্যে চ চতুর্দ্দশঃ।
চতুর্বিংশতিকং বাৎস্যে ভরদ্বাজেঽপি তৎস্থিতম্।
সাবর্ণে বিংশতিকায়া গোত্রগ্রামেণ ঈরিতে॥'

ইহার মধ্যে কুলীন করিলেন শ্রোত্রিয় করিলেন। কুলীন শ্রোত্রিয় কো ভেদঃ ?

'আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥'

নবগুণবিশিষ্টত্বং কুলীনত্বং। নবগুণে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন কুলীন। অষ্ট গুণে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়। সপ্তগুণে যাহাকে পাইলেন তাহাকে করিলেন সাধ্য শ্রোত্রিয়। পরে কষ্টানাং কষ্টঃ। এই সকল ব্যাপার করিয়া বল্লালসেনের স্বর্গা-রোহণ। কিন্তু কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয়েতে লন। শ্রোত্রিয়ের কন্যা কুলীনেতে লন। তার কিছু বিশেষ্য বিশেষণ করিলেন না।" (বারেন্দ্রপটী-ব্যাখ্যা)

উদ্ধৃত কুলগ্রন্থের প্রমাণে স্থির হইতেছে যে, রাজা বল্লালসেন বারেন্দ্র বিপ্রসমাজে কুলীন, সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ও সাধ্য শ্রোত্রিয় এই তিন প্রকার মর্য্যাদা প্রচলিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা বল্লালের মতানুবর্ত্তী ছিলেন না অথবা তৎকালপ্রচলিত তান্ত্রিক কুলাচার মানিতেন না, অর্থাৎ বল্লালী সমাজের বাহিরে ছিলেন তাঁহারা কষ্ট-শ্রোত্রিয় বলিয়া নিন্দিত হইলেন। বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থে নবলক্ষণের একটী লক্ষণ "শান্তি." কিন্তু রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে শান্তির স্থলে "আবৃত্তি" পাঠ দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, 'শান্তি' পাঠই বল্লালী কুলবিধি-সঙ্গত। কারণ তান্ত্রিক আচার্য্যগণের শান্তিকার্য্য প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়াই গণ্য। 'আবৃত্তি' অর্থাৎ পরস্পর কুলীনের মধ্যে আদান-প্রদান বল্লালের সময়ে বারেন্দ্র সমাজে প্রচলিত ছিল না, তাহা উদ্ধৃত বারেন্দ্রকুলগ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।২

(২) লক্ষ্মণসেনের সময় সমীকরণ প্রচলিত হইবার কালে রাঢ়ীয় কুলীন সমাজে 'শান্তি'স্থানে 'আবৃত্তি' পাঠ গৃহীত হয়। কিন্তু বারেন্দ্রসমাজে লক্ষ্মণসেনের মত কোন দিন গৃহীত হয় নাই।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি যে, বল্লালসেন দিব্য, বীর ও পশু এই ত্রিবিধ তান্ত্রিক কুলাচার লক্ষ্য করিয়া কুলীন, সিদ্ধশ্রোত্রিয় ও সাধ্যশ্রোত্রিয় এই ত্রিবিধ কুল স্থির করেন। ইহার মধ্যে মুখ্য কুলীনের আচার বা দিব্যাচারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অতি কঠিন। এই বিশ্ব দেবতাস্বরূপ, সমস্ত জগৎ স্ত্রীময় ও পুরুষই শিবরূপী এই অভেদজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনিই দিব্য। যাঁহার মন্ত্রে দৃঢ়জ্ঞান, শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, যিনি সর্ব্বদা সত্যবাদী, কখন মিথ্যা কথা বলেন না[১৬], মানসম্মান, মানসভোজন ও মনে মনে পঞ্চতত্ত্বসাধনে অধিকারী হইয়াছেন[১৭], পরমেশ্বরী মহাশক্তিই যাঁহার একমাত্র উপাস্য, তিনিই দিব্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক, কুলাচারের ঐক্যজ্ঞানদ্বারা তিনিই দেবময় হইয়া থাকেন। বাস্তবিক এরূপ দিব্যপুরুষ কয়জন পাওয়া যায়? ৭৫০ ঘর রাঢ়ীয় ও ৩৫০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে বল্লালসেন রাঢ়ীয় ৮ ও বারেন্দ্র ৭ জনমাত্র দিব্য বা শ্রেষ্ঠ কুলীন পাইয়াছিলেন। তন্ত্রানুসারে দিব্য ও বীরভাবের উদ্দেশ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও আচারে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পঞ্চমকার ও শক্তি ব্যতীত বীরাচার হয় না। বীরাচারীর পূর্ণাভিষিক্ত হওয়া আবশ্যক। পরস্ত্রী ব্যতীত বীরের জপাদি এবং মাংস ব্যতীত বীরের দেবীপূজাদি চলে না।[১৮] পূজা, ধ্যান ও আচার ব্যতীত কেবল মাত্র জ্ঞানদ্বারাও বীর মুক্ত হইতে পারেন। বীরাচারীর নানা সিদ্ধি সহজে আয়ত্ত ছিল, এজন্য বীরাচারিগণ 'সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়' বলিয়া পরিচিত হইলেন। বীরাচারে সিদ্ধ হইলে তবে দিব্যভাব, কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে তাহা ঘটে বলা যায় না। একমাত্র শাক্তই দিব্য ও বীরভাবের অধিকারী। বৈষ্ণব দিব্য ও বীর হইতে পারেন না, তিনি কেবল পশু হইতে পারেন। পশু

---

(১৬) "বিশ্বঞ্চ দেবতারূপং ভাবয়েৎ কুলসুন্দরি।
স্ত্রীময়ঞ্চ জগৎ সর্ব্বং পুরুষং শিবরূপিণম্॥
অভেদে চিন্তয়েদ্‌যস্তু স এব দেবতাত্মকঃ।
মন্ত্রে চৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চ্চনং তথা॥
বলিবস্তুং তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্য্যং শুচিস্মিতে॥
শত্রুমিত্রসমং দেবি চিন্তয়েত্তু মহেশ্বরি।
অন্নঞ্চৈব মহেশানি সর্ব্বেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
সত্যঞ্চ কথয়েদ্দেবি ন মিথ্যা চ কদাচন।
কেবলং দিব্যভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্॥" (কুজিকাতন্ত্রে ৭ম পটল)

(১৭) "মানসং ভগরোমাদিমানসং ভগপূজনম্।
সর্ব্বঞ্চ মানসং কুর্য্যাত্তেন সিদ্ধতি সাধকঃ॥" (পিচ্ছিলাতন্ত্র ১০ম পটল)

(১৮) "বিনা শক্তিং ন পূজাস্তি মৎস্যং মাংসং বিনা প্রিয়ে।
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাসি বিনা নৈব প্রপূজয়েৎ॥
স্ত্রাভগং পূজনাধারঃ সর্ব্বরূপ্যাত্মকঃ কুশঃ।" (পিচ্ছিলাতন্ত্র ১০ম পটল)
"অভিষিক্তো ভবেৎ বীরো অভিষিক্তা চ কৌলিকী।
এবঞ্চ বীরশক্তিঞ্চ বীরচক্রে নিয়োজয়েৎ॥" (নিরুত্তরতন্ত্র ১০ম পটল)

নিত্য শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা ও দুর্গাপূজা এবং বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডে অধিকারী, অর্থাৎ যাঁহারা অর্দ্ধতান্ত্রিক ও অর্দ্ধবৈদিক ভাবাপন্ন, তাঁহারাই পশু বলিয়া তন্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।[১৯] তাঁহারা সাধনে অধিকারী বলিয়া 'সাধ্য শ্রোত্রিয়' বলিয়া অভিহিত হন।

ঐ ত্রিবিধ ভাবের মধ্যে গৌড়বঙ্গবাসী সাধারণে বীরভাবেই বেশী অনুরক্ত ছিলেন। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নানা প্রকার সুখসম্ভোগ করিতে সহজেই সকলে অভিলাষী হইলেন ও স্ব স্ব অনুষ্ঠানের সুবিধা করিবার জন্য তন্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যাও অনেকে গ্রহণ করিতেছিলেন। বাস্তবিক বীরাচারীরা বলিয়া বেড়াইতেন যে, ভোগেই যোগ, ভোগেই সিদ্ধি, আবার ভোগেই মোক্ষলাভ হয়।[২০] বিশেষতঃ বীরাচারীদিগের নানা কর্ম্মানুষ্ঠানে বৌদ্ধতান্ত্রিকতা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কুলবিধিপ্রচারকালে রাজা বল্লালসেন বৌদ্ধবিদ্বেষী হইলেও তাঁহার সম্মানিত গৌণ-কুলীন বা সিদ্ধশ্রোত্রিয়রূপী বীরাচারীরা গোপনে গোপনে বৌদ্ধতান্ত্রিকাচার সমর্থন করিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা হিন্দুতন্ত্রেরও দোহাই দিয়া চলিতেন।[২১] মহারাজ বল্লালসেন শেষাবস্থায় অনেক সময় বিক্রমপুর অঞ্চলেই বাস করিতেন। রাজপ্রিয় অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণও এ সময়ে বিক্রমপুর অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ বিক্রমপুর অঞ্চলে অদ্যাপি বাস করিতেছেন, ইঁহাদের মধ্যে কুলীনের সংখ্যা বিরল, কিন্তু সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের সংখ্যাই বেশী। রাজা বল্লালসেনের সময় যে সকল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শক্তি, বিষ্ণু ও সূর্য্যমূর্ত্তি এখনও বিক্রমপুরের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়, কোন কোন দেবমূর্ত্তির পাদপীঠে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের নাম পর্য্যন্ত উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বল্লালের উপযুক্ত পুত্র লক্ষ্মণসেন কখন উত্তররাঢ়ে লক্ষ্মণনগরে (বর্ত্তমান রাজনগরে), কখন বা দক্ষিণরাঢ়ে নবদ্বীপে অবস্থান করিতেন। বারেন্দ্র সমাজের সহিত তাঁহার বড় সম্বন্ধ ছিল না।

বল্লালী কুলীন

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজা বল্লালসেন ৩৫০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে মাত্র ৭ জনকে কুলীন বলিয়া সম্মানিত করেন। এই ৭ জনের মধ্যে কাশ্যপগোত্রে মৈতে (মৈত্রেয়) মৈত্র ও কৈতে (ক্রতু) ভাদুড়ী[২২] এই দুই জন,

---

(১৯) "দুর্গাপূজাং বিষ্ণুপূজাং শিবপূজাঞ্চ নিত্যশঃ।
অবশ্যং হি যঃ করোতি স পশুস্তমঃ স্মৃতঃ ॥
বেদোক্তবং ক্রিয়ার্থঞ্চ পশুভাবং হি চাধমঃ।" (রুদ্রযামল, উত্তরখণ্ড)

(২০) "ভোগেন লভতে যোগং ভোগেন কুলসাধনম্।
ভোগেন সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাদ্ভোগঃ সদা কার্য্যঃ বাহ্যপূজা যথেচ্ছয়া ॥" (মাতৃকাভেদ ৩য় প°)

(২১) "জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূঞ্চৈব বৌদ্ধাচারঞ্চ যোগিনম্।
কর্ম্ম-শুভাশুভঞ্চৈব মহাবীরো ন নিন্দয়েৎ ॥" (রুদ্রযামল ২২ প°)

(২২) "আদৌ মৈত্রস্তথা ভীমো রুদ্রঃ সপ্তামিনী তথা।
লাহিড়ী ভাদুড়ী সাধুঃ ভাদড়ঃ পংক্তিপূরকঃ ॥" (বারেন্দ্রকুলপঞ্জী)

বাৎস্যগোত্রে লক্ষীধর সন্ন্যাসিনী (সান্যাল) ও জয়মান মিশ্র ভীমকালী এই দুই জন, শাণ্ডিল্যগোত্রে রুদ্র বাগছী, সাধু বাগছী ও লোকনাথ লাহেড়ী এই তিন জন মোট ৭ জন বল্লালসেননির্দ্দিষ্ট কুল-লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন। বল্লালসেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৮ জনকে কুলমর্য্যাদা প্রদান করেন। পরে বারেন্দ্রদিগের মধ্যেও সেই সংখ্যা পূরণ করিবার জন্য ভরদ্বাজগোত্রে ভাস্করবেদান্তীর পুত্র সায়ণাচার্য্য ভাদড়ও কুলীন বলিয়া গৃহীত হইলেন। এ কারণ ভাদড় 'পংক্তিপূরক' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কাশ্যপগোত্রে করঞ্জ, শাণ্ডিল্যগোত্রে চম্পটী ও নন্দনাবাসী,

সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয়

বাৎস্যগোত্রে ভট্টশালী ও কামকালী (কামদেব কালীহয়) এবং ভরদ্বাজগোত্রে লাউড়ী বা নাড়িয়াল, ঝম্পটী বা ঝামাল ও আঁতুর্থী মোট এই ৮ ঘর সিদ্ধশ্রোত্রিয়[২৩] এবং সিহরী, রাই, কুড়মুড়িয়াল, গোচ্ছাসী, খর্জ্জুরী, বিশী, উচ্ছরখি ও কাসুরুকি এই আট গাঞি সাধ্য শ্রোত্রিয় বলিয়া চিহ্নিত হইলেন। অবশিষ্ট ৭৬ গ্রামী কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আধুনিক বারেন্দ্রকুলজ্ঞগণ কুলীন ৮ ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ৮ এই ১৬ গাঞি ব্যতীত অপর ৮৪ গাঞিকে কষ্টশ্রোত্রিয়-মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন।[২৪] রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যেমন পঞ্চগোত্রের মধ্য হইতেই ৮ জন কুলীন নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সেরূপ পঞ্চগোত্র সম্মানলাভ করেন নাই। বল্লালসেনের নিকট সাবর্ণগোত্র এককালে উপেক্ষিত হইয়াছিলেন। এমন কি সাবর্ণ গোত্রের কেহ সিদ্ধশ্রোত্রিয় বলিয়াও গৃহীত হন নাই। অথচ রাজা বল্লালসেন যখন শ্রেণিনির্ব্বাচন করেন, তৎকালে সাবর্ণ গোত্র তাঁহার সভায় উপস্থিত ছিলেন। [১৯ ও ২০ পৃষ্ঠায় শাণ্ডিল্য ও কাশ্যপ গোত্রের আদিবংশাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে, পর পৃষ্ঠায় বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণগোত্রের আদিবংশাবলি উদ্ধৃত হইল।]

পঞ্চগোত্রের বংশাবলি আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, আদিশূরানীত বীজপুরুষ হইতে শাণ্ডিল্য গোত্রে অধস্তন ১৪শ, কাশ্যপগোত্রে অধস্তন ১৫শ, ভরদ্বাজগোত্রে ১৩শ, সাবর্ণগোত্রে ১৩শ এবং বাৎস্যগোত্রে অধস্তন ৪র্থ পুরুষ বল্লালের সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণ-গণের কাশ্যপগোত্রের বংশাবলী যেরূপ সন্দেহজনক[২৫], বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বাৎস্যগোত্রের বংশাবলীও সেইরূপ সন্দেহজনক। অপর চারি গোত্রের বীজপুরুষের সন্তানগণের মধ্যে ১৩শ হইতে ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন বাৎস্যগোত্রে মাত্র ৪ পুরুষ হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। হয় বাৎস্যগোত্রের আদিবংশাবলী নষ্ট হইয়াছে, নয় বাৎস্য-গোত্রের বীজপুরুষ ধরাধর ১ম আদিশূরের সময় না আসিয়া পরবর্ত্তী কালে আসিয়া থাকিবেন।

---

(২৩) "করঞ্জনন্দনাবাসী ভট্টশালী চ লাউড়ী।
চম্পটীঃ ঝম্পটিশ্চৈব আতুর্থী কামদেবকঃ।"

(২৪) যাদবচন্দ্রচক্রবর্ত্তিরচিত কুলশাস্ত্রদীপিকা ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ (২য় সং) ১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

ভরদ্বাজগোত্র

- তিথিমেধা
  - ১ গৌতম
    - ২ বিভাকর ভট্ট
      - ৩ প্রভাকর ভট্ট
        - ৪ বিষ্ণু মিশ্র
          - ৫ কাকুৎস্থ মিশ্র
            - ৬ গোপী ওঝা
              - ৭ বাচস্পতি
                - ৮ গুণাকরাচার্য্য আকাশবাসী (বারেন্দ্র)
                - লক্ষ্মণ (রাঢ়ী)

- ৮ গুণাকরাচার্য্য আকাশী
  - ৯ বর্দ্ধমান অগ্নিহোত্রী
  - নারায়ণ পঞ্চতপা
    - ১০ পৃথ্বীধর
      - ১১ শরভাচার্য্য
        - ১২ মাতঙ্গওঝা
          - ১৩ জিষ্ণনি আচার্য্য
            - ১৪ ভাস্কর বেদান্তী
            - পরাশর

- ১৪ ভাস্কর বেদান্তী
  - ১৫ কণ (গোচ্ছাসী গ্রামী)
  - ধন (গোগ্রামী)
  - সুকাশী (গোস্বালম্বী)
  - সায়ণাচার্য্য (ভাদড়)
    - ১৬ বেদওঝা (ভাদড়)
      - বাপী
        - নেড়ু (বেদ) (ঝম্পটী)
        - পেতু
          - আকাই (ভাদড়)
          - জলধর (শিম্বি)
          - গন্ধেশ (সম্রিয়াল)
        - গুহ
        - শৈল
        - ডাক (মহীধর) (কাছটী)
        - সরল (রাইগ্রামী)
        - নাথ
        - পিথ (দধিয়াল)
    - আরুওঝা (লাউড়ী বা নাড়িয়াল)
      - ১৭ যদুপণ্ডিত
        - ১৮ শ্রীপতি (নাড়িয়াল)
        - জটাধর (শাকটী)
    - আতুওঝা (রত্নাবলী)
  - ভুবনেশ্বর (আতুর্থি)
  - বিনায়ক (উচ্ছরখি)

সাবর্ণ গোত্র

- সৌভরি
  - ১ পরাশর
    - ২ দিবাকর
      - ৩ অনিরুদ্ধ
        - ৪ সুধাকর
          - ৫ বিশ্বম্ভর
            - ৬ লম্বোদর
              - ৭ দুর্গাবর
                - ৮ মকরধ্বজ
                  - ৯ মাধবাচার্য্য
                    - ১০ ভরত পাঠক
                      - ১১ বিদ্যানন্দ
                        - ১২ ভবানন্দ
                          - ১৩ গোবিন্দ (বারেন্দ্র)
                          - নারায়ণ (রাঢ়ী)
                        - ভবানী
                        - বিষ্ণ্বানন্দ
                        - দৈবকী
                      - ভুবনানন্দ
                  - গোপালাচার্য্য
    - শুক্লাম্বর
      - শশীধর
        - মুক্তিধর
          - বংশধর
            - রক্ষাকর
              - মধুসূদন
                - যাদব
                  - বাসুদেব ভট্ট
                    - বিষ্ণুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
                      - কালিকাপ্রসাদ
                    - মুকুন্দ
                      - গঙ্গাধর
                        - বাদলী
                      - কৃষ্ণ

বাৎস্য গোত্র

- ১ ধরাধর
  - ২ বেদ ওঝা
    - ৩ শিধ ওঝা (সিদ্ধেশ্বর)
      - ৪ চতুর্বেদাচার্য্য বা বেদান্তাচার্য্য (বারেন্দ্র)
        - ৫ হরিহর (কুড়মুড়িয়াল)
        - লক্ষ্মীধর (সান্যাল) (কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত)
          - বর্দ্ধমান (সান্যাল)
            - বাসুদেব
              - মেধাতিথি
                - নরসিংহ
                  - মহেশ্বর
                    - ভূতনাথ
                      - শিকাই
                      - দামোদর (উদয়নাচার্য্যের সমকালীন)
          - বিশ্বম্ভর (সিমুলী)
          - বিশ্বপতি (জামরুখি)
        - জয়মান মিশ্র (ভীমকালী) (কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত)
          - হয়গ্রীব (নিদ্রালী)
          - হলধর (দেউলী)
          - চক্রপাণি (ভীমকালী)
            - নারায়ণ রাজগুরু
              - পীতাম্বর মিশ্র
                - বলদেব অগ্নিহোত্রী
                  - অধিপতি (ভীমকালী)
                    - জয় (ভীমকালী)
                      - উচ্চৈঃধর (ভীমকালী)
                      - মহীধর (ভট্টশালী)
                        - ময়ূরভট্ট
                    - শশী (কামকালী)
                    - অনন্ত (পৌণ্ড্রকালী)
                  - রামদেব
                  - কামদেব (কালী)
                  - হরদেব (কালীহাট)
        - দিবাকর (ভাড়িয়াল)
        - শশীধর (কামকালী)
        - শক্তিধর (তালুড়ী)
      - দামোদর ওঝা (রাঢ়ী)

বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, মহারাজ বল্লালসেন কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর শাসনগ্রাম বা কুলস্থান দান করিয়াছিলেন।২৬ সীতাহাটী হইতে নবাবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি বিক্রমপুর হইতে শাসনগ্রাম দান করিলেও সেই গ্রাম কিন্তু রাঢ়দেশের মধ্যে এবং যাঁহার উদ্দেশ্যে শাসন দেওয়া হইয়াছে, তিনিও রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণ। এরূপ স্থলে তিনি বারেন্দ্র কুলীনদিগকে যে সকল গ্রাম দান করিয়াছিলেন, অধিক সম্ভব তাহা বারেন্দ্রমধ্যেই অবস্থিত ছিল। শেষাবস্থায় বল্লালসেনের বিক্রমপুরে অবস্থিতিকালে অনেক বারেন্দ্র শ্রোত্রিয় বিক্রমপুরবাসী হইলেও বারেন্দ্র কুলীনগণ কেহই স্ব স্ব কুলস্থান ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যাইতে পারেন নাই। এ কারণ লক্ষ্মণসেন যখন পিতৃপূজিত কুলীনগণের সমীকরণের আয়োজন করিলেন, তৎকালে তিনি কেবল রাঢ়ীয় কুলীন লইয়া সমীকরণ করিয়াছিলেন, তিনি কোন বারেন্দ্র কুলীনকে নিকটে পান নাই ; এ কারণ বারেন্দ্র-সমাজে লক্ষ্মণসেনের কুলব্যবস্থা ও সমীকরণ গৃহীত হয় নাই।

লক্ষ্মণসেন একজন পরম বৈষ্ণব, আজন্ম দেব ও বৈদিকভক্ত, তাঁহার পিতামহাদি বৈদিক সদাচার-প্রবর্ত্তনে অগ্রণী ছিলেন,—তিনি পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া দেখিলেন যে, যদিও শেষাবস্থায় বল্লালসেন নাস্তিক উচ্ছেদ ও বেদাভ্যুদয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কারণেই হিন্দুসমাজে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার প্রসারিত হইয়াছে। এ দিকে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণ পিতার আদেশপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কুলবিধি-সংরক্ষণে অনুরুদ্ধ ;— নিজমত ও ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও তিনি পিতার কুলধর্ম্মের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না! উপযুক্ত মন্ত্রী ও সচিবগণের সহিত যুক্তি করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এরূপভাবে কুলাচারের প্রশ্রয় দিলে কঙ্কালসার সনাতন বৈদিকধর্ম্ম নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে! অবৈদিক ভোগবিলাসময় বৌদ্ধাচার সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। তাই তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পশুপতি ও হলায়ুধের সাহায্যে অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইলেন। সে সময়ে তান্ত্রিকগণ তন্ত্র ব্যতীত অপর কোন শাস্ত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সুতরাং লক্ষ্মণসেনকেও তন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইল। তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারী পরমপণ্ডিত হলায়ুধ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সারসংগ্রহপূর্ব্বক সেই সময়ের উপযোগী "মৎস্যসূক্ত" নামে এক মহাতন্ত্র প্রচার করিলেন। হিন্দুসমাজের সদাচার রক্ষা হয়, অথচ সাধারণ তান্ত্রিকগণ বিরোধী না হয়, যেন এই মহদভিপ্রায়েই মৎস্যসূক্তমহাতন্ত্র রচিত হইয়াছে। প্রথমেই মৎস্যসূক্ততন্ত্রে বীরাচারীদিগের অভিমত তারাকল্প, একজটা, উগ্রতারা, এবং ত্রিপুরা দেবীর পূজাক্রম ও মন্ত্রোদ্ধার, তৎপরে বৌদ্ধতন্ত্রানুমোদিত মহাচীনক্রম, তারার বীরসাধন ও নীলসারস্বতক্রম এবং মধ্যে মধ্যে বেদের প্রশংসা করিয়া যেন বৌদ্ধতন্ত্রানুসারেই তারার স্তব করা হইয়াছে।২৭

(২৬) "ব্রাহ্মণায় কুলস্থানং দত্তবান্ ভুবি দুর্ল্লভম্।" (হরিমিশ্র)

(২৭) বৌদ্ধতন্ত্র-মতে তারা লোকেশ্বর বুদ্ধের কন্যা এবং তাঁহার একটী প্রধান নাম প্রজ্ঞাপারমিতা। মৎস্যসূক্ততন্ত্রে ৭ম পটলে—

প্রথমাংশ পাঠ করিলে মৎস্যসূক্ত যেন বীরাচারীর প্রিয়বস্তু বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বীরাচার সমর্থন করা মৎস্য-সূক্ততন্ত্রকার হলায়ুধের উদ্দেশ্য নহে। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে যে সদাচারের বিধান আছে, মৎস্যসূক্তের পরবর্ত্তী পটল হইতে গ্রন্থসমাপ্তি পর্য্যন্ত অংশে তাহারই তিনি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ যাহা সদাচার বলিয়া অদ্যাবধি পালন করিতেছেন, বর্ত্তমান শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবগণের প্রধানতঃ অনুষ্ঠেয় আহ্নিক ও মাসকৃত্য, বারব্রত এবং নানা দেবদেবীর পূজামন্ত্রাদি মৎস্য-সূক্তের অধিকাংশে ভূষিত। মৎস্যসূক্তের ৩১শ পটল হইতে ৪১শ পটল পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে, মন্বাদির প্রাচীন স্মৃতিতে শৌচাশৌচ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, চাতুর্ব্বর্ণ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রায়শ্চিত্তাদি যাহা নিরূপিত হইয়াছে, হলায়ুধ তাহারই যেন সারসংগ্রহ করিয়া মৎস্যসূক্তে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে তারা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া বীরাচারীদিগকে হাতে আনিয়াছেন, তৎপরে মদ্য[২৮] মাংসাদির যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তাহার অসাত্ত্বিকতা ও প্রায়শ্চিত্তার্হতা প্রতিপাদন করিয়াছেন[২৯]। অবশেষে বৌদ্ধাদির যথেষ্ট নিন্দা করিতেও মৎস্যসূক্তকার পশ্চাৎপদ হন নাই।[৩০]

"লোকেশস্য সুতাপ্যথমত্তা বালা বৃদ্ধা কালী শ্বেতা স্বাহা স্বধা বিধেয়া।"

ঐ পটলে—"জয় জয় তারে দেবি নমস্তে প্রভবতি ভবতি যদিহ সমস্তে।

প্রজ্ঞাপারমিতামিতচরিতে প্রণতজনানাং দুরিতক্ষরিতে॥"

এইরূপে মৎস্যসূক্তে তারা লোকেশসুতা ও প্রজ্ঞাপারমিতা নামে কীর্ত্তিতা।

(২৮) "নারিকেলঞ্চ খর্জ্জুরং পনসঞ্চ তথৈব চ।
ঐক্ষবং মধুকং টঙ্কং তালঞ্চৈব চ মাক্ষিকম্॥
দ্রাক্ষাস্তু দশমং জ্ঞেয়ং গৌড়ীং চৈকাদশং স্মৃতম্।
পৈষ্টীস্তু দ্বাদশং প্রোক্তং সর্ব্বেষামধমং স্মৃতম্॥
মধ্যমং মধুজং গৌড়ং শেষকোত্তমমিষ্যতে।
এতদ্দ্বাদশকং মদ্যং ন পাতব্যং দ্বিজৈঃ কচিৎ॥"
"কামাৎ পীত্বা সুরাং বিপ্রো মরণান্তিকমাচরেৎ।" (মৎস্যসূ° ৩৬প°)

(২৯) 'যো যজ্ঞেনাশ্বমেধেন মাসি মাসি যতব্রতঃ।
মাংসানি চ ন খাদেদ্‌যস্তয়োঃ পুণ্যফলং সমং॥
দ্বাদশাব্দং ত্যজেদ্‌যস্তু ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
সংবৎসরন্তু দেবেশি সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥
যাবজ্জীবং ত্যজেদ্‌যস্তু সোঽশ্মাকং সমতাং ব্রজেৎ।
নৈত্যিকং পৈতৃকং কাম্যং সর্ব্বত্রৈব বিবর্জ্জয়েৎ।
যেন মাংসং পরিত্যক্তং সোঽপি মৎস্যং ন ভক্ষয়েৎ॥" (মৎস্যসূ° ৩৭প°)

(৩০) "অস্পৃশ্যমথ বক্ষ্যামি তাং শৃণুষ বরাননে।...
বৌদ্ধান্ পাশুপতাংশ্চৈব লোকায়তিকনাস্তিকান্।
বিকর্ম্মস্থং দ্বিজাং স্পৃষ্ট্বা সচেলো জলমাবিশেৎ॥"

(মৎস্যসূক্ত ৩৮ পটল ১ম শ্লোক)

মহারাজ লক্ষ্মণসেন একদিকে যেমন মৎস্যসূক্ততন্ত্র প্রচার করাইয়া সাধারণ তান্ত্রিকগণের কদাচার বর্জ্জনের উপায় করিলেন, অপরদিকে আবার বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রধান মন্ত্রী পশুপতি দ্বারা "সংস্কার-পদ্ধতি" এবং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বিপ্রসমাজের ব্রাহ্মণত্বরক্ষার জন্য হলায়ুধ কর্ত্তৃক "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" প্রচার করাইলেন। এই সময়েই হলায়ুধের অপর ভ্রাতা পণ্ডিত-বর ঈশান গৌড়-বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের জন্য "আহ্নিক-পদ্ধতি" প্রচার করেন। লক্ষ্মণসেন কিরূপে বঙ্গের হিন্দুসমাজকে উন্নত করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত চারিখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশেষতঃ মৎস্যসূক্ত আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, লক্ষ্মণসেন যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, প্রায় সেই প্রণালীতেই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ আজও পরিচালিত হইতেছে।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধ বয়সে গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিলেন। জয়দেবের কোমল-কান্ত পদাবলীর মধুর আস্বাদনেই তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধ এই সময় লক্ষ্মণের সভায় নিত্য পাঠ্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রভাব রাজ-ধানীর সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমে যে হলায়ুধ "শৈবসর্ব্বস্ব" লিখিয়া গৌড়রাজের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকেই "বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব" লিখিতে হইল। ভাগবতধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সাধারণের সহজবোধ্য নহে। সাধারণের পক্ষে তাহা বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছিল। এই সময়ের রাজকবি ধোয়ীর "পবনদূত" পাঠ করিলে দেখিতে পাইব,—বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের রাজধানীতে বিলাসিতার স্রোতঃ সতেজে প্রবাহিত হইতেছিল, প্রকাশ্য রাজপথ বার-বিলাসিনীগণের মঞ্জীরনিক্কণে মুখরিত, নিশীথে স্বেচ্ছাচারিণী অভিসারিকা-গণের অব্যাহত গতিতে সেনরাজধানী সচকিত ও নগরের উদ্যানসমূহ নাগর-দোলায় ঘূর্ণমাণা, নাগর নাগরীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী যেন বিকশিত! তাহারই পরিণাম গৌড়ীয় সেনাবিভাগে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচার, বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতা প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল! তাহারই ফলে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের হস্ত হইতে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজধানী মুসলমান কবলিত হইল। বৌদ্ধাচার-বিপ্লাবিত হিন্দুসমাজকে ক্রমশঃ উন্নত করিবার জন্য মহারাজ লক্ষ্মণসেন যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসী হিন্দুসাধারণের দুরদৃষ্টক্রমে আর তাহা সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিল না।

গৌড়াধিপ নবদ্বীপ-রাজধানী পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র কেশব গৌড়ে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া একবার মুসলমানগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী সৈন্যগণ লইয়া তিনি পরাক্রান্ত শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সমর্থ হইলেন না, অবশেষে তিনি মুসলমান-ভয়ে গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া গেলেন।[৩১] তখনও বিক্রমপুরে লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র মহাবল বিশ্বরূপ রাজত্ব করিতেছিলেন। যেরূপ ঘোরতর বড়যন্ত্রে বৃদ্ধ

(৩১) হরিমিশ্রের কারিকা।

নৃপতি লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তৎপুত্র বিশ্বরূপের সভায় সেরূপ কোন বিশ্বাসঘাতকতা বা ষড়যন্ত্রের অভিনয় হয় নাই, অথবা স্বেচ্ছাচার বা বিলাসিতায় তখনও পূর্ব্ববঙ্গ আচ্ছন্ন হয় নাই। তাই বিশ্বরূপ মুসলমান-আক্রমণ হইতে পূর্ব্ববঙ্গ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।৩২ তাঁহার সভায় গিয়া কেশবসেন কুলীন ব্রাহ্মণগণসহ উপযুক্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন।৩৩

বিশ্বরূপ আপনার রাজ্যরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। সে জন্য সমাজসংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে সুবিধা পান নাই। তিনি পিতৃ-প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিকনামধেয় প্রচ্ছন্ন বৈদিকাচারেরই সমর্থন করেন এবং বৈদিক বিপ্রদিগকে বহুতর শাসনগ্রাম দান করিয়া বৈদিক-প্রিয়তাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতেই লক্ষ্মণ-সংস্কৃত কুলীনসমাজের ন্যায় বৈদিকসমাজেও মিশ্র বৈদিক-তান্ত্রিকাচার প্রবেশলাভ করিতেছিল। তৎপরে সেনবংশীয় মহারাজ দনৌজামাধবের সময় উক্ত মিশ্রাচারই পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বিস্তৃতি লাভ করিল। বৈদিকসমাজে স্পষ্টতঃ স্বীকৃত না হইলেও ঐ সময়ের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র-সমাজে তান্ত্রিক ও বৈদিক উভয় আচারই শ্রুতিসম্মত বলিয়া গণ্য হইল।৩৪

পঞ্চম অধ্যায়

উদয়নাচার্য্যের কুলবিধি

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে বল্লালসেন কুলমর্য্যাদা প্রদান করিলেও এবং কুলীনগণ রাজসম্মানহেতু সমস্ত বারেন্দ্র সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিলেও কুলীন ও শ্রোত্রিয়-মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদানের কোন প্রকার বিধি-নিষেধ ছিল না, কুলীন ও শ্রোত্রিয় মধ্যে অবাধে বিবাহ চলিতেছিল। রাঢ় ও বঙ্গে যেমন সেনরাজবংশের উৎসাহে এবং প্রধান প্রধান কুলীন ও কুলাচার্য্যগণের চেষ্টায় পুনঃ পুনঃ সমাজসংস্কারের আয়োজন চলিয়াছিল, বল্লালসেনের গৌড়ত্যাগ ও বিক্রমপুরে বাস এবং তাহার কিছুদিন পরে গৌড়ে মুসলমান-প্রভাববিস্তারহেতু বারেন্দ্র কুলীন সমাজের সংস্কারের দিকে কেহ বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, গৌড়ে বল্লালসেন বেশী দিন অবস্থান করিতে পারেন নাই,

(৩২) এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (১৮৯৬ খৃঃ অঃ) প্রকাশিত বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য।

(৩৩) এড় মিশ্রের কারিকা।

(৩৪) 'তান্ত্রিকী বৈদিকী চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিঃ কীর্ত্তিতা।" (মনুটীকায় কুল্লুকভট্ট।)

তাঁহার অভ্যুদয়কালে এখানে বৌদ্ধাচারই বিশেষ প্রবল ছিল। তাঁহার মতপরিবর্ত্তনের সঙ্গে উচ্চ ব্রাহ্মণ সমাজ প্রকাশ্যে বৌদ্ধাচার পরিত্যাগ করিলেও গোপনে অনেকেই পূর্ব্বাচার রক্ষণ করিয়া চলিতেন, বৈদিকাচারের বড় ধার ধারিতেন না। সেই সময়ের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই মহারাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে লিখিয়াছেন,—

"এই কলিকালে আয়ু, প্রজ্ঞা, উৎসাহ ও শ্রদ্ধাদি হ্রাসপ্রযুক্ত কেবল পাশ্চাত্যাদি ব্রাহ্মণেরাই বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ অধ্যয়ন না করিয়া কেবল কিয়দংশ বেদার্থের কর্ম্মমীমাংসানুসারে যে ইতিকর্ত্তব্যতা বিচারমাত্র করিয়া থাকেন, তাহাতে মন্ত্রার্থ বা বেদার্থজ্ঞান কিছুই হয় না। অথচ মন্ত্রার্থজ্ঞানেরই বিশেষ প্রয়োজন। যেহেতু তৎপরিজ্ঞানেই শুভফল, আর তাহার অপরিজ্ঞানে দোষই শুনা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেদাধ্যয়ন বিষয়ে বেদমন্ত্রার্থজ্ঞানই তাৎপর্য্য। কিন্তু রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণ কেবল অনুচিতাচার করেন। এই উভয় ব্রাহ্মণেরই গ্রন্থার্থানুসারে বেদজ্ঞান একেবারেই নাই।…এ সম্বন্ধে যম বলিয়াছেন, শূদ্রকে বৃষল বলা যায় না, বেদই বৃষ, যে বিপ্র সেই বেদ বা বৃষহীন, তিনি বৃষল নামে অভিহিত।"১ এইরূপ ভাবে হলায়ুধ বুঝাইয়াছেন—'সন্ধ্যা, আহ্নিক ও নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে ব্রাহ্মণের যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, সে সমস্ত ভাল করিয়া জানা, তাহার মর্ম্ম ও সরহস্য শ্রুতি অবগত হওয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। নচেৎ কেবল মাত্র গায়ত্রীস্মরণে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা হয় না। তাই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের ব্রাহ্মণত্বরক্ষার জন্য 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' রচিত হইয়াছে।'২

হলায়ুধের উক্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময়ে সাগ্নিক বিপ্রবংশধর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রগণের মধ্যে প্রকৃত বৈদিকাচার একপ্রকার লোপ পাইয়াছিল, আবার বৈদিকাচার-প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যেই হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব সঙ্কলিত হইয়াছিল। যাহা হউক, মহামতি হলায়ুধের উদ্দেশ্য রাঢ়-বঙ্গে কতকটা সিদ্ধ হইলেও বৌদ্ধবিপ্লাবিত বারেন্দ্র-সমাজে উপযুক্ত প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাই বারেন্দ্র-অঞ্চলে বল্লালসেনের তিরোধান ও মহামতি উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কোন শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিবন্ধ বা সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

---

(১) "অত্র কলৌ আয়ুঃপ্রজ্ঞোৎসাহশ্রদ্ধাদীনামল্পত্বাৎ তৎকেবলপাশ্চাত্যাদিভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে। রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নং বিনা কিয়দেব বেদার্থস্য কর্ম্মমীমাংসাদ্বারেণ যচ্চেতিকর্ত্তব্যতাবিচারঃ ক্রিয়তে। ন চৈতেনাপি মন্ত্রার্থকবেদার্থজ্ঞানং। মন্ত্রার্থজ্ঞানস্যৈব চ প্রয়োজনং। যতস্তৎপরিজ্ঞান এব শুভফলং তদজ্ঞানে চ দোষঃ শ্রূয়তে। … … অতো বেদাধ্যয়নে বেদমন্ত্রার্থজ্ঞানে হি তাৎপর্য্যং। এতৈস্তু রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈরনুচিতাচার এব কেবলং ক্রিয়তে। এবং চোভয়োরপি গ্রন্থার্থতো বেদজ্ঞানং নাস্ত্যেব। … … তথা চ যমঃ

"ন শূদ্রো বৃষলো নাম বেদো হি বৃষ উচ্যতে।
তস্য বিপ্রস্য তেনালং স বৈ বৃষল উচ্যতে॥" (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

(২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩য় অংশ, ২-৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে গৌড়মণ্ডলে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। রামাই পণ্ডিত-রচিত শূন্যপুরাণের "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক অংশ পাঠ করিলে মনে হইবে গৌড়ে যে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারও মূলে বৌদ্ধাচারী সদ্ধর্ম্মীদিগের ষড়যন্ত্র। সাধারণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য ঐ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"মালদহে লাগে কর, না চিনে আপন পর,
জালের নাহিক দিসপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড়, দস বিস হয়্যা জড়,
সদ্ধর্ম্মীরে করএ বিনাস॥
বেদে করে উচ্চারণ, বেরাাঅ অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনে ত পাইআ মর্ম্ম, সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম,
তোমা বিনে কে করে পরিত্তান॥
এইরূপে দ্বিজগণ, করে সৃষ্টি সংহারন,
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিআ ধর্ম্ম, মনেতে পাইআ মর্ম্ম,
মায়াত হোইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হইল যবনরূপী, মাথাএত কাল টুপি,
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়,
খোদাঅ বলিআ এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল্য ভেস্ত অবতার,
মুখেত বলেত দম্বদার।
যত্তেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন,
আনন্দেত পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল মহামদ, বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর,
আদম্ফ হৈল্যা শূলপাণি।
গণেশ হইল্যা গাজী, কার্ত্তিক হইল্যা কাজি,
ফকির হইল্যা মহামুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হৈলা সেখ,
পুরন্দর হইল মৌলানা।
চন্দ্র সূজ্জ আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সেবে,
সভে মিলি বাজান বাজনা॥

আপুনি চণ্ডিকা দেবী, তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হ'ল্যা বিবিনুর।
যত্তেক দেবতাগণ, হয়্যা সভে একমন,
প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্যা ফিড়্যা খাঅ রঙ্গে,
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধর্ম্মের পাঅ, রামাঞি পণ্ডিত গাএ,
ই বড় বিসম গণ্ডগোল॥"

শূন্যপুরাণের উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, মালদহ বা প্রাচীন গৌড় অঞ্চলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সদ্ধর্ম্মীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, বারেন্দ্র-সমাজে বৌদ্ধাচার প্রচলিত ছিল এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৈদিকাচারী হইয়াছিলেন।

বিজয়সেন, লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বৈদিক ব্রাহ্মণানুরক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে বৈদিক ব্রাহ্মণের অদম্য প্রভাব। গৌড়ে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বৈদিকাচার-প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, রাজপূজিত বলিয়া আপামর সকলেই তাঁহাদিগকে ভয় ও ভক্তি করিত। সদ্ধর্ম্মী বা বৌদ্ধগণ তাঁহাদিগকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে তাঁহাদিগকে কর না দিত বা অসম্মান করিত, বহু বৈদিক একত্র হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিত। এরূপ অত্যাচার ক্রমেই সদ্ধর্ম্মীদিগের অসহ্য হইল। প্রতিবিধানের জন্য তাহারা মুসলমানগণকে আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মুসলমানগণ আসিয়া মালদহ লুট করিল—দেবদেবী ও দেবালয় ভাঙ্গিল, সদ্ধর্ম্মীদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। এই ঘটনার সহিত মহম্মদ-ই বখ্তিয়ারের গৌড়াক্রমণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ কথা এই, দেশের জনসাধারণ কতকটা রাজদ্রোহী বা ধর্ম্মদ্রোহী না হইলে কি মুষ্টিমেয় মুসলমান-সৈন্য আসিয়া সহজে গৌড়রাজ্য অধিকার করিতে পারে?

যাহা হউক, গৌড়ে মুসলমানপ্রভাব বিস্তারের সহিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সমাজ-সংস্কারে বাধা পড়িল। এ সময় যে বারেন্দ্র-সমাজে নিষ্ঠাবান্ বৈদিক ধর্ম্মানুরাগী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ না ছিলেন, এমন নহে, কিন্তু হিন্দুরাজশাসনলোপের সঙ্গে তাঁহারাও স্বস্ব সামাজিক প্রভুত্ব হারাইতে ছিলেন। এ সময়ে পূর্ব্বতন বহুবিধ বৌদ্ধাচার, বল্লালসেন-প্রবর্ত্তিত হিন্দুতান্ত্রিকাচার, লক্ষ্মণসেন-নির্দ্দিষ্ট ও হলায়ুধ-প্রবর্ত্তিত নব্য বৈদিকাচার এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের নবীন ইস্লাম্ আচার ইত্যাদি বহুবিধ সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক আচার-ব্যবহারে বারেন্দ্র অঞ্চলে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। নিষ্ঠাবান্ অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই সমাজবিপ্লব হইতে দূরে থাকাই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশের অধিকারে এবং কেহ বা হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের

১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে গৌড়মণ্ডলে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। রামাই পণ্ডিত-রচিত শূন্যপুরাণের "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক অংশ পাঠ করিলে মনে হইবে গৌড়ে যে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহারও মূলে বৌদ্ধাচারী সদ্ধর্ম্মীদিগের ষড়যন্ত্র। সাধারণের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য ঐ অংশ উদ্ধৃত হইতেছে:—

"মালদহে লাগে কর, না চিনে আপন পর,
জালের নাহিক দিসপাস।
বলিষ্ঠ হইল বড়, দস বিস হয়্যা জড়,
সদ্ধর্ম্মীরে করএ বিনাস॥
বেদে করে উচ্চারণ, বেরাাঅ অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিআ সভাই কম্পমান।
মনে ত পাইআ মর্ম্ম, সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম,
তোমা বিনে কে করে পরিত্তান॥
এইরূপে দ্বিজগণ, করে সৃষ্টি সংহারন,
ই বড় হোইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিআ ধর্ম্ম, মনেতে পাইআ মর্ম্ম,
মায়াত হোইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হইল যবনরূপী, মাথাঅত কাল টুপি,
হাতে সোভে তিরুচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়,
খোদাঅ বলিআ এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈলা ভেস্ত অবতার,
মুখেত বলেত দম্বদার।
যত্তেক দেবতাগণ, সভে হয়্যা একমন,
আনন্দেত পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল মহামদ, বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর,
আদম্ফ হৈল্যা শূলপানি।
গণেশ হইল্যা গাজী, কার্ত্তিক হইল্যা কাজি,
ফকির হইল্যা মহামুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হৈলা সেখ,
পুরন্দর হইল মৌলানা।
চন্দ্র সুর্জ্জ আদি দেবে, পদাতিক হয়্যা সেবে,
সভে মিলি বাজান বাজনা॥

আপুনি চণ্ডিকা দেবী,　　তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হ'ল্যা বিবিনূর।
যস্তেক দেবতাগণ,　　হয়্যা সভে একমন,
প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে,　　কাড়্যা ফিড়্যা খাঅ রঙ্গে,
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিআ ধর্ম্মের পাঅ,　　রামাঞি পণ্ডিত গাএ,
ই বড় বিসম গণ্ডগোল॥"

শূন্যপুরাণের উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, মালদহ বা প্রাচীন গৌড় অঞ্চলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সদ্ধর্ম্মীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, বারেন্দ্র-সমাজে বৌদ্ধাচার প্রচলিত ছিল এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৈদিকাচারী হইয়াছিলেন।

বিজয়সেন, লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বৈদিক ব্রাহ্মণানুরক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে বৈদিক ব্রাহ্মণের অদম্য প্রভাব। গৌড়ে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বৈদিকাচার-প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, রাজপূজিত বলিয়া আপামর সকলেই তাঁহা-দিগকে ভয় ও ভক্তি করিত। সদ্ধর্ম্মী বা বৌদ্ধগণ তাঁহাদিগকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে তাঁহাদিগকে কর না দিত বা অসম্মান করিত, বহু বৈদিক একত্র হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিত। এরূপ অত্যাচার ক্রমেই সদ্ধর্ম্মীদিগের অসহ্য হইল। প্রতিবিধানের জন্য তাহারা মুসলমানগণকে আহ্বান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মুসলমানগণ আসিয়া মালদহ লুট করিল— দেবদেবী ও দেবালয় ভাঙ্গিল, সদ্ধর্ম্মীদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। এই ঘটনার সহিত মহম্মদ-ই বখ্‌তিয়ারের গৌড়াক্রমণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ কথা এই, দেশের জনসাধারণ কতকটা রাজদ্রোহী বা ধর্ম্মদ্রোহী না হইলে কি মুষ্টিমেয় মুসলমান-সৈন্য আসিয়া সহজে গৌড়রাজ্য অধিকার করিতে পারে?

যাহা হউক, গৌড়ে মুসলমানপ্রভাব বিস্তারের সহিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সমাজ-সংস্কারে বাধা পড়িল। এ সময় যে বারেন্দ্র-সমাজে নিষ্ঠাবান্ বৈদিক ধর্ম্মানুরাগী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ না ছিলেন, এমন নহে, কিন্তু হিন্দুরাজশাসনলোপের সঙ্গে তাঁহারাও স্ব স্ব সামাজিক প্রভুত্ব হারাইতে ছিলেন। এ সময়ে পূর্ব্বতন বহুবিধ বৌদ্ধাচার, বল্লালসেন-প্রবর্ত্তিত হিন্দুতান্ত্রিকাচার, লক্ষ্মণসেন-নির্দ্দিষ্ট ও হলায়ুধ-প্রবর্ত্তিত নব্য বৈদিকাচার এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের নবীন ইস্‌লাম্ আচার ইত্যাদি বহুবিধ সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক আচার-ব্যবহারে বারেন্দ্র অঞ্চলে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। নিষ্ঠাবান্ অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এই সমাজবিপ্লব হইতে দূরে থাকাই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশের অধিকারে এবং কেহ বা হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের

বংশধরগণের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গবাসী নরসিংহ নাড়িয়াল, কাশীবাসী উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ও কুল্লুকভট্ট নন্দনাবাসীর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তৎকালে বারেন্দ্র অঞ্চলে নানা প্রকার সাম্প্রদায়িক আচার প্রচলিত থাকিলেও বৌদ্ধগণই প্রবল। নিগূঢ়কল্প ও বারেন্দ্র-পটীব্যাখ্যা নামক গ্রন্থেও লিখিত আছে—

"এই সকল ব্যাপার করিয়া বল্লালসেনের স্বর্গারোহণ। কিন্তু কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয়েতে লন, শ্রোত্রিয়ের কন্যা কুলীনেতে লন। তার কিছু বিশেষ্য বিশেষণ করিলেন না। কিছুকাল পরে ভাদুড়ী কুলেতে জন্মিলেন উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী। সেই উদয়নাচার্য্য কিমৎ

'যৎকীর্ত্তির্বিমলে ধরামরকুলে অদ্যাপি সংদীপিতা'।

উদয়নাচার্য্য সাক্ষাৎ সূর্য্য সাক্ষাৎ অবতীর্ণ, বৌদ্ধাক্রান্ত দেশ ছিল, বৌদ্ধনিগ্রহ করেন, বেদ উদ্ধার করেন, ধর্ম্মসংস্থাপন করেন, পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা করেন।"

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'-ধৃত সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভাদুড়ী বংশাবলীতে লিখিত আছে—'যোগেশ্বর ভাদুড়ীর পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ, তৎপুত্র বৃহস্পতি, ইনিই উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর জনক। বৃহস্পতি বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া আচার্য্যপদ লাভ করেন, তাঁহাদের সহিত বৌদ্ধাচার্য্য জিষ্ণুনির বিচার হয়, সেই বিচারে বৃহস্পতি পরাস্ত ও অপমানিত হইয়া বনে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র ধর্ম্মসংস্থাপন ও বৌদ্ধবিধ্বংসহেতুই শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় উদয়নাচার্য্য নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। পিতার পরাভব ও তজ্জন্য মৃত্যু এবং বৌদ্ধদিগের জয়বার্ত্তা শুনিয়া তিনি ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইলেন এবং যথাকালে বৌদ্ধগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশার্থ কুসুমাঞ্জলি নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। তিনিই কুল্লুকভট্ট, ময়ূরভট্ট ও মঙ্গল ওঝা এই তিন জন শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের সাহায্যে কুলগৌরব-রক্ষার্থ কুলীনগণের মধ্যে করণ ও পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা এবং শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে তিলকদানের প্রথা চালাইয়া যান।[৩]

---

(৩) "যোগেশ্বরস্যাত্মজো যঃ পুণ্ডরীকাক্ষকঃ স্মৃতঃ।
ততো বৃহস্পতির্জজ্ঞে দিবি দেবগুরুর্যথা॥
বেদজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স আচার্য্যপদমাপ্তবান্।
বৌদ্ধাচার্য্যজিষ্ণুনিনা বিচাররণমূর্দ্ধনি॥
বিজিতোঽপমানিতশ্চ বনং গত্বা মমার চ।
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ ভুবি বিখ্যাতমঙ্গলঃ॥
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধবিধ্বংসহেতবে।
খ্যাত উদয়নাচার্য্য বভূব শঙ্করো যথা॥
সন্দেশং পিতৃনাশস্য তথা পিতৃপরাভবং।
বৌদ্ধানাং বিজয়ঞ্চৈব শ্রুত্বা জজ্বাল মন্যুনা॥
ততঃ কালেন কিয়তা বৌদ্ধান্ জিত্বা বিচারতঃ
ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলিং॥

সুতরাং বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সময় পর্য্যন্ত বারেন্দ্রে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল। উদয়নের পিতা যে বৌদ্ধাচার্য্যের নিকট পরাজিত হন, তাঁহার নাম জিদ্ধণি। বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থে পঞ্চগোত্রের ব্রাহ্মণমধ্যে এরূপ নামের অভাব নাই। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, 'উদয়নাচার্য্য মৃত্যুপণ করিয়া বৌদ্ধাচার্য্যের সঙ্গে বিচারে অগ্রসর হন ও জয়লাভ করেন। পণ অনুসারে বৌদ্ধাচার্য্যের প্রাণদণ্ড হয়। বৌদ্ধাচার্য্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, এইজন্য উদয়নাচার্য্যে ব্রহ্মহত্যাপাপ স্পর্শে। ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্তির আশায় তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে যাত্রা করেন, কিন্তু জগন্নাথ তাঁহাকে দর্শন দিলেন না, তাহাতে উদয়নাচার্য্য হতাশ না হইয়া যেমন রাজা জনমেজয় পূর্ব্বপুরুষের গুণকীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন, তিনিও সেইরূপ পাপমোচনমানসে কুলশাস্ত্র-সংগ্রহ ও কুলীনগণের মধ্যে পরিবর্ত্তমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন।'[৪] এই প্রমাণেও জানিতে পারিতেছি যে, তৎকালে বারেন্দ্র-সমাজে ব্রাহ্মণগণমধ্যেও বৌদ্ধাচারের অভাব ছিল না।

বারেন্দ্রব্রাহ্মণসমাজে উদয়নাচার্য্য সাক্ষাৎ সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এরূপ প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার অভ্যুদয়কাল লইয়াও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নের প্রকৃত সময় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার লক্ষণাবলীর শেষে এইরূপ গ্রন্থরচনাকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"তর্কাম্বরাঙ্কপ্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্॥"

অর্থাৎ শকনরপতির ৯০৬ বর্ষ গত হইলে (উক্ত) অব্দে উদয়ন সহজবোধ্য লক্ষণাবলী রচনা করেন। সকলেই স্বীকার করিবেন, ৯০৬ শকাব্দে (৯৮৪ খৃষ্টাব্দে) গৌড়ে পালবংশের অধিকার, এ সময় সেনবংশের অভ্যুদয়ই ঘটে নাই। এরূপ স্থলে কুসুমাঞ্জলিকার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য ও বল্লালসেনের বহু পরবর্ত্তী উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। সম্ভবতঃ উদয়ন ভাদুড়ী কাশী হইতে পাঠ শেষ করিয়া আসিবার সময় কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ আনিয়া গৌড়ে প্রচার করেন, উভয়ের নামে ঐক্য থাকায় পরবর্ত্তী কালে উদয়ন ভাদুড়ীর উপর কুসুমাঞ্জলীর আরোপ করা কিছু অসম্ভব নহে।

কাহারও মতে উদয়নাচার্য্য খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর লোক। গৌড়ে-ব্রাহ্মণ-রচয়িতার মতে

স এবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংসকৌতুকী।
কুল্লুকং ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ুরস্তথা॥
মঙ্গলোঝেতি বিখ্যাতং শ্রোত্রিয়ং শুদ্ধবংশজং।
কুলগৌরবরক্ষার্থং কৃতবান্ কুলীনেষু চ।
করণং পরিবর্ত্তঞ্চ তিলকং শ্রোত্রিয়েষু চ॥" (ভাদুড়ী কুলের বংশাবলী)

(৪) গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ১০৫ পৃষ্ঠা।

উদয়নাচার্য্য ১২৫০ শকে (১৩২৮ খৃষ্টাব্দে) বিদ্যমান ছিলেন। "যিনি বিচারে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন, তাঁহার পক্ষে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রণয়ন কঠিন কার্য্য নহে।"[৫] কিন্তু উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশাবলী ও সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য-রচিত গ্রন্থাবলি আলোচনা করিলে উক্ত উভয় মতের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ১১১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বল্লালসেন পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার আরব্ধ ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের হস্তে 'পরিসমাপ্ত' অদ্ভুতসাগর নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, ১১৬৯-৭০ খৃঃ অব্দের মধ্যে বল্লালসেন ইহলোক ত্যাগ করেন।[৬] এরূপ স্থলে তাঁহার মৃত্যুর ৩০ বর্ষপূর্ব্বে ও সিংহাসনারোহণের ২০ বর্ষ পরে তাঁহার কুলব্যবস্থা প্রচলনকাল এবং তৎপূজিত কুলীনদিগকে ১১৩৯ খৃষ্টাব্দের সমকালে পাইতেছি। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ও কুল্লূকভট্ট উভয়ে সমসাময়িক। এদিকে উদয়নের পূর্ব্বপুরুষ ক্রতু ভাদুড়ী ও কুল্লূকভট্টের পূর্ব্বপুরুষ মৌনভট্ট বল্লালসেনের সমকালীন। বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ নরসিংহ নাড়িয়ালও উদয়নের সমকালীন বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ভাস্কর বেদান্তী বল্লালসেনের সমসাময়িক ব্যক্তি। ক্রতু, মৌনভট্ট ও ভাস্কর বেদান্তী এই তিন ব্যক্তি হইতেই উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির মধ্যে ৮ পুরুষ ব্যবধান, পর পৃষ্ঠায় বংশতালিকা দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন :—সুতরাং ৮ পুরুষে মোটামুটী ২৫০ বর্ষ ধরিয়া লইলে (১১৩৯+২৫০=)১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। ঈশাননাগরকৃত অদ্বৈতপ্রকাশ নামক বৈষ্ণবগ্রন্থে নরসিংহ নাড়িয়াল সম্বন্ধে লিখিত আছে—

উদয়নাচার্য্যের কালনিরূপণ

"যাঁহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাহ মারি গৌড়ের হইল রাজা॥"

৭৮৭ হিজিরায় বা ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশের অভ্যুদয়। দীর্ঘকাল মুসলমানশাসনে থাকিয়া গৌড়বাসী এই গণেশ নৃপতির সময়ে কিছুদিনের জন্য স্বাধীনতার উজ্জ্বলমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। এই সুদিনে গৌড়ের ব্রাহ্মণসমাজেও সমাজসংস্কারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই শুভ অবসরে স্মার্ত্তপ্রবর কুল্লূকভট্ট ও সমাজতত্ত্ববিৎ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী আসিয়া মিলিত হইলেন। বহুদিন হইতেই এখানকার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ সেনবংশের অভ্যুদয়কাল হইতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যরক্ষায় উদ্যোগী ছিলেন, কিন্তু বিধর্ম্মী মুসলমানের শাসন ও বৌদ্ধাচারের প্রবল বন্যায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই। এখন হিন্দুরাজের অধিকারে ও ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর শাসন-সুযোগে তাঁহারা সকলে মস্তকোত্তোলন করিলেন। এই স্থানীয় ব্রাহ্মণসমাজ-সংস্কার-ব্যাপারে উদয়নাচার্য্য ও কুল্লূকভট্ট অগ্রণী হইয়াছিলেন।

---

(৫) গৌড়ে ব্রাহ্মণে ১০৬ পৃষ্ঠা।

(৬) বিশ্বকোষ ১৭শ ভাগ "বল্লালসেন" শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কাশ্যপগোত্র

কৈতে বা ক্রতু ভাদুড়ী
(বল্লালী কুলীন)
|
সঙ্কর্ষণ
|
ভৃগু বা ভল্লুকাচার্য্য
|
যোগেশ্বর
|
পুণ্ডরীক বা পুণ্ডরীকাক্ষ
|
বিশ্বম্ভর আচার্য্য
|
লক্ষ্মীপতি আচার্য্য
|
বৃহস্পতি আচার্য্য
|
উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী

ভরদ্বাজ গোত্র

ভাস্কর বেদান্তী
|
সায়ণাচার্য্য ভাদুড়ী
|
আরু ওঝা নাড়িয়াল
|
যদু পণ্ডিত
|
শ্রীপতি
|
কুলপতি
|
ঈশান
|
বিভাকর
|
নরসিংহ নাড়িয়াল
(রাজা গণেশের মন্ত্রী)

শাণ্ডিল্যগোত্র

যৌন বা মধুভট্ট নন্দনাবাসী

- অচ্যুতানন্দ
- জ্ঞানানন্দ
  - মহানন্দ
  - ভুবনানন্দ
    |
    কনকদণ্ডী
    |
    যদু ওঝা
    |
    বেদ ওঝা
    |
    ত্রিলোক বা ত্রিকালাচার্য্য
    |
    গঙ্গাদাস
    |
    দিবাকর জগৎগুরু
    |
    কুল্লুক ভট্ট

একব্যক্তি বল্লাল-পূজিত শ্রেষ্ঠ কুলীনসন্তান ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত, বৌদ্ধপরাজয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি (মনুসংহিতার টীকাকার) অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত। বলিতে কি, তাঁহার মত স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ তৎকালে গৌড়মণ্ডলে কেহই ছিলেন না। হিন্দুরাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা ও হিন্দুধর্ম্মানুরাগী রাজা গণেশের সভায় তাঁহারা যে সর্ব্বপ্রধান সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ অসাধারণ প্রতিপত্তি বশতঃই, সমাজে তাঁহারা যে ব্যবস্থা চালাইয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবনত শিরে বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলিতে কি, বৌদ্ধাচারবিপ্লাবিত ও মুসলমানশাসিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে এই সময়েই বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের সমন্বয়ে নবীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল। এই সময়ে মহামতি কুল্লুক ভট্ট তান্ত্রিক কার্য্যও শ্রুতিসম্মত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।৬ লক্ষ্মণসেনের সময়ে রাঢ়ে বঙ্গে হলায়ুধ, ঈশান ও পশুপতির চেষ্টায় যেরূপ ব্রাহ্মণসমাজ-সংস্কারের আয়োজন হইয়াছিল, এখন গৌড়মণ্ডলেও সেইরূপ সংস্কারধর্ম্ম অনুকৃত হইল। এদিকে হিন্দুরাজপ্রভাবে, যেরূপ প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণসন্তান রাজকীয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া যথেষ্ট সহায় সম্পত্তিশালী হইতে লাগিলেন, অপর দিকে সদাচারী নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণসন্তানগণের মধ্যে বেদের ও তন্ত্রোদিত ক্রিয়ার যথেষ্ট অনুশীলন এবং বিশেষ ভাবে আর্য্যশাস্ত্রচর্চ্চা চলিতে লাগিল। ঐ সকল ব্রাহ্মণ-প্রবরের চেষ্টাতেই সম্ভবতঃ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধাচার বা বীরাচার উচ্চ বারেন্দ্রসমাজ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী কুলীনসমাজের বিশুদ্ধিতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই করণপদ্ধতি ও পরিবর্ত্তমর্য্যাদা প্রচলিত করিয়াছিলেন। এখন যিনি যাহাই বলুন, তিনি যে সাধু উদ্দেশ্যে তৎকালোপযোগী নিজ ব্রাহ্মণসমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। উদয়নাচার্য্য দেখিলেন, সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট শ্রোত্রিয়ের পুত্রেরা কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিতেছেন এবং কুলীনপুত্রগণ উপরোক্ত শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতেছেন। মহারাজ বল্লালসেন তাহার কোন বিশেষ ব্যবস্থা করেন নাই। এইরূপ আদান-প্রদান প্রচলিত থাকিলে ভবিষ্যতে কুলীনদিগের কুলমর্য্যাদা রক্ষা করার সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য তিনি স্থির করিলেন যে, কুলীনের পুত্রকন্যা কুলীনেই গ্রহণ করিবে অর্থাৎ কুলীনেরা পরস্পর পরিবর্ত্ত করিবে। পুত্রকন্যা পরস্পর পরিবর্ত্তে আদান-প্রদান করিলে ছোটবড় বলিয়া কোন কুলীন আপত্তি করিতে পারিবেন না। সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রিয়েরা কুলীনপুত্রে কন্যা দান করিতে পারিবেন। মহাত্মা উদয়নাচার্য্য এই সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া তৎপরে 'করণ' নামে একটী প্রথা প্রচলিত করিলেন। ইহাতে শ্রোত্রিয়েরা কুলীনের আশ্রয়ে থাকিয়া করণাদির ব্যয়ভার বহন করিবেন। এইরূপ ব্যবস্থায় সকলেই সম্মতি দান করিলেন। ময়ূরভট্ট, কুন্নকভট্ট ও মঙ্গল ওঝা নামক তিনজন শ্রোত্রিয়কে অবলম্বন করিয়া উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহাশয় পরিবর্ত্তমর্য্যাদা সৃষ্টি করিলেন। ময়ূরভট্ট কন্যা দেন উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীতে, কুন্নকভট্ট কন্যা দেন নৃসিংহ সান্ন্যাল মৈত্রে, মঙ্গল ওঝা কন্যা দেন শিকাই সান্যালে। এইরূপে তিনজন শ্রোত্রিয় স্ব স্ব

কন্যা তিন কুলীনে দান ও মাল্যচন্দন করিয়া সিদ্ধশ্রোত্রিয় পদমর্য্যাদা লাভ করেন। তৎপরে কুলীনেরা সাত গাঞি একত্র হইয়া করণ করিয়া পরিবর্ত্ত করেন। যথা—উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ও বল্লভাচার্য্য লাহিড়িতে পরিবর্ত্ত, নৃসিংহ সান্ন্যাল মৈত্র ও ধূর্জ্জটী বাগ্‌ছিতে পরিবর্ত্ত, আস্থুরাই লাহিড়ি ও অনন্ত বাজাল ওঝায় পরিবর্ত্ত। এই সকল করণকারণান্তে পরিবর্ত্ত করিয়া উদয়নাচার্য্য লীলাবতী নাম্নী কন্যা বল্লভাচার্য্যকে সম্প্রদান করেন, তৎপরে বল্লভাচার্য্যের কুশে উদয়নাচার্য্যের গঙ্গালাভ হয়। উদয়নাচার্য্যের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ভূপতি, ভবানীপতি, রুদ্রাণীপতি, উমাপতি, গৌরীপতি, চণ্ডীপতি এবং দ্বিতীয়াপত্নীর গর্ভে পশুপতি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

একদা উদয়নাচার্য্যের প্রথমা পত্নী স্বামীর পূজার্চ্চনার সময়ে কুসুম-সম্ভার ও নানাবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সহাস্য বদনে স্বামিসকাশে গমন করিলে, উদয়ন তদ্দর্শনে অতিশয় কুপিত হইয়া বিস্তর ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "তুমি প্রবীণা, ছয় পুত্রের জননী, এরূপ অবস্থায় তোমার হাবভাব সহকারে আমার নিকট আসা উচিত হয় নাই। অদ্য হইতে তোমার গর্ভজাত ছয় পুত্র সহ তোমাকে উপেক্ষিত অর্থাৎ পরিত্যাগ করিলাম।" মহাত্মা উদয়নাচার্য্য বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ ও সমাজাধ্যক্ষ হইয়া একটী সামান্য মাত্র দোষে যে ছয় পুত্র সহ পত্নীকে বর্জ্জন করিবেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। বোধ হয়, তাঁহাদের অন্য কোনরূপ দোষ দেখিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, "উপেক্ষিতং কুলং নাস্তি" ইহাই শাস্ত্রের বচন। এই কারণে ভূপতি আদি ছয় পুত্র নিষ্কুল হইলেন। তাঁহার অপর পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পশুপতি ভাদুড়ী কুলীনপদ পাইলেন। আট পটীর কুলীন মধ্যে যে সমস্ত ভাদুড়ী আছেন, তাঁহারা পশুপতি ভাদুড়ীর অধস্তন বংশধর।

মহাত্মা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী করণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা—কুলজ করণ, কন্যা-আদানপ্রদানবিষয়ক করণ এবং উপকারে করণ। তিনি পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদার প্রচলন করিয়া কুলীনগণকে পরস্পর কন্যা আদান-প্রদানে বাধ্য করিয়াছিলেন। যে যে কুলীনে পরস্পর আদানপ্রদান হইবে, কুলজ ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সহিত কোন জলাশয়ে যাইবেন ও জলপূর্ণ ভাণ্ড বা কলস ধারণ করিয়া কন্যা-আদানপ্রদানবিষয়ক মন্ত্র পাঠ করিবেন, এরূপ ভাবে জলমগ্ন করাকেই কন্যা আদান-প্রদানবিষয়ক করণ কহে। যে কুলীনের কন্যা বা ভগিনী নাই, তিনি ঐ দানগ্রহণকারী কুলীনকে আপন কন্যা বা ভগিনী পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না এবং ঐ কন্যার কুলীন বরের সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না, সগোত্রেও করণ হইতে পারিবে না। পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের করণ করিবার অধিকার থাকিবে না। যে গ্রামীণ কুলীনের সহিত একবার করণ করা হইবে, তিনি অন্য গ্রামীণ কুলীনের সহিত আর করণ না করিয়া থাকিলে তাহার সহিত পুনর্ব্বার করণ হইতে পারিবে না।

উদয়নাচার্য্যের করণ

পিতার মৃত্যুর পর পুত্র, কন্যা বা ভগিনী দ্বারা যে পরিবর্ত্ত হয়, তাহার নাম কুলজ করণ।

জন্ম ও পরিবর্ত্ত দ্বারা কুল স্থাপন হয়। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই করণ না করিলে তাহার কুল থাকিবে না এবং ঐ করণ না করিলে এক ভ্রাতার দোষে অপরে দোষাশ্রিত হইবে। এইরূপ দোষকে 'ভাই-করা দোষ' কহে। আর পিতা বর্ত্তমান থাকিলে পুত্রকন্তা শ্রোত্রিয়ে বিবাহ দিলে পিতার 'পোকরা দোষ' ঘটিবে।

কুলীন দোষাশ্রিত হইলে, যে করণ দ্বারা অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন, তাহার নাম উপকারে করণ। শ্রোত্রিয়কন্তা গ্রহণ করা কুলীনের পক্ষে প্রশস্ত নহে। এ কারণ শ্রোত্রিয়-কন্তাগ্রহণকারী কুলীনের বা তদভাবে তাঁহার পুত্রের এই করণ করিতে হইবে।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর পরিবর্ত্তমর্য্যাদা অনুসারে কুলীনকন্তার পিতা এবং কুলীন-পাত্রের পিতা অভাবে পাত্রীর ভ্রাতা কিম্বা পিতামহ এবং পাত্রের পিতামহ কিম্বা ভ্রাতা কন্তা পক্ষ হইতে পিতলের হাঁড়ি কিম্বা বগুনা নিতান্ত অসমর্থ পক্ষে মৃত্তিকার হাঁড়ি গ্রহণ করিয়া উভয়ে নববস্ত্র পরিধান করিবেন। নববস্ত্র পাত্রীপক্ষ হইতে দিতে হইবে। তৎপরে নূতন বস্ত্র পরিয়া কুশময়ী কন্তা ও উক্ত হাঁড়ি জলপূর্ণ করিয়া উভয়ে দেবখাত ভিন্ন অন্ত জলাশয়ের জলমধ্যে দণ্ডায়মান হইবেন। কন্তাকর্ত্তা পূর্ব্বমুখ ও বরকর্ত্তা পশ্চিমমুখ হইয়া দাঁড়াইবেন। বরকর্ত্তা হস্তে ঐ পূর্ব্বোক্ত কুশময়ী কন্তা এবং বরকর্ত্তা ও কন্তাকর্ত্তা উভয়ের হস্তেই ঐ জলপূর্ণ হাঁড়ি থাকিবে। গোত্র, প্রবর এবং যে বেদের অন্তর্গত সেই বেদ, তাহার শাখা উল্লেখ করিয়া, পাত্রীর প্রপিতামহ হইতে কুশময়ী পাত্রী পর্য্যন্ত এবং বরের প্রপিতামহ হইতে বর পর্য্যন্ত গোত্র প্রবর উচ্চারণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন :—

করণের পদ্ধতি

বর 'এষাং কুশাময়ীং কন্তাং তুভ্যামহং সম্প্রদদে' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুশময়ী কন্তা কন্তা-কর্ত্তার হস্তে দিবেন, কন্তাকর্ত্তাও 'স্বস্তি' বলিয়া তাহা গ্রহণ করিবেন। পরে উভয়ে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া উপবেশন করিবেন অর্থাৎ বরকর্ত্তা পূর্ব্বমুখ ও কন্তাকর্ত্তা পশ্চিমমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন। পূর্ব্বোক্ত হাঁড়ি তখনও উভয়ের হস্তেই থাকিবে।

এই করণ না করিয়া ক্রমান্বয়ে ছয়টী শ্রোত্রিয়কন্তা গ্রহণ করিলে তাঁহার বংশে ছয় শ্রোত্রিয় দোষ ঘটিবে। প্রথম একটী উপকারে করণ করিয়া তৎপরে পুনরায় দুইবার করণ করিলে এই দোষ হইতে অব্যাহতি ঘটে।

এদিকে ভূপতি ভাদুড়ী আদি উদয়নাচার্য্যের ছয়পুত্র পিতৃকর্ত্তৃক নিষ্কুল হইয়া পরস্পরে স্থির করেন, "পিতা আমাদিগকে বিনা দোষে ত্যাগ করায় আমরা নিষ্কুল হইয়াছি। তিনি যেরূপ কুলীনের কুশবারিসংযুক্ত পরিবর্ত্তমর্য্যাদা সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ দ্বিতীয় মর্য্যাদা সৃষ্টি করিব।" এই সময়ে ও কিছু পরে তের কুলীনে তেরটী আঘাত জন্মিল। কিন্তু সেই তের জন কুলীন অন্তান্ত কুলীনের সহিত করণ করিয়া কুলরক্ষা করিয়াছিলেন।(৬) তন্মধ্যে ভরতাঘাতে আঠার সমাজের কুলীনের

কাপোৎপত্তি

(৬) সপ্তম অধ্যায়ে আঘাতের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কুলপাত হইয়া তাঁহাদের ছিটায় অর্থাৎ সংস্পর্শে অন্ত ১২ ঘর কুলীন আবদ্ধ হইয়াছিলেন।[৭] আঠার সমাজের নাম যথা—সাতাইর ঘর, বরিয়া, ভূয়াগ্রাম, গাঙ্গুনি, গয়নাকান্দির শক্তিধর, উপলসরের মনোতপ, কুদি-পুখুরের বিক্রাই, ভয়ত্তাই বংশের ডাউর মাঝি, পুখুরিয়ার মানাই, কেশাই, মানাইর বংশের ছোট চাঁদাই, বাউনিয়ার চতুর্ভুজ, চতুর্ভুজ শিগাবাধা, ভীম, চাম্পারি, কৈলমোহর, বেনে খুরি, ও মাটীকোপা। ইহার মধ্যে ১২ বার ঘর কুলীন ছিটায় আবদ্ধ থাকিলেন। তাঁহাদের নাম—১ কুদি-পুখুরিয়ার রামকমল সান্যাল, ২ মীনকেতন সান্যাল, ৩ গুড়নৈর আহু মৈত্র, ৪ সাতোটার পুরুষোত্তমভট্ট মৈত্র, ৫ নাথাই লাহিড়ী, ৬ আচু লাহিড়ী, ৭ মধু লাহিড়ী, ৮ শ্রীগর্ভ সান্যাল, ৯ শ্রীগর্ভ ভাদুড়ী, ১০ যদুনাথ সান্যাল ও যদু ভাদুড়ী। এই সময়ে নৃসিংহ নাড়িয়াল করণ করিয়া নিজকন্যা মধুই মৈত্রে সম্প্রদান করায় মধুই মৈত্রের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রেরা প্রচার করিলেন যে নৃসিংহ নাড়িয়াল শ্রোত্রিয়, তাঁহার সঙ্গে পিতা করণ করিয়াছেন, এই কারণে তিনি পতিত হইয়াছেন। শাস্ত্রে আছে—"পতিতাঃ পিতরস্ত্যাজ্যাঃ" অর্থাৎ পিতা যদি পতিত হন, তাহা হইলে পুত্র পিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তদনুসারে মধুই মৈত্রকে তাঁহার রুক্তাই পুত্রভিন্ন অপর ছয়পুত্র (নন্দাই, গদাই, মাধাই, আনন্দাই, আনাই ও অমর্জ্জুনাই) তাঁহাকে ত্যাগ করেন ও তাঁহাদের পিতামহের একোদ্দিষ্ট করিতে থাকেন।

মহানুভব উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর পরলোকান্তে সমাজসংস্কার ও সংরক্ষণের ভার তৎকালীন কুলীন মধুমৈত্র ও ধেঁয়াই বাগছির উপর অর্পিত হইয়াছিল। একদা মধুমৈত্র ও ধেঁয়াই বাগছি 'বালা' নামক গ্রামে শুকদেব আচার্য্যের পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রণরক্ষার্থ তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ নাড়িয়ালও ঐ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মধুমৈত্র ও ধেঁয়াই বাগছি মহাশয় নাড়িয়াল মহাশয়ের সহিত একত্র ভোজন করিতে অস্বীকৃত হইলে তিনি আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া মধুমৈত্রের কুল নষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পরে একদিন তিনি একখানি নৌকায় একটী শালগ্রামশিলা, একটী গো ও আপনার একটী অবিবাহিতা কন্যা লইয়া মৈত্র মহাশয়ের বাটী মাজগ্রামে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে মৈত্র মহাশয় বাটীর সমীপবর্ত্তী আত্রাই নদীতে অবগাহন করিতেছিলেন, নরসিংহ নাড়িয়ালও ঠিক সেই সময় তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহা না করিলে তাঁহার সম্মুখে সর্ব্বসমেত নৌকা জলমগ্ন করাইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন, এই ভয় দেখাইলেন। মৈত্র মহাশয় গোব্রাহ্মণ ও স্ত্রীবধ আশঙ্কা করিয়া ও উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। পরন্ত সত্যপথভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কায় ঐ কন্যার পাণিগ্রহণও করিয়াছিলেন। ইহার পর মধু মৈত্র

(৭) "ভরত্রাবাত্তিসম্পর্কাৎ দোষেণ তাড়িতং ধ্রুবম্।
অষ্টাদশ সমাজস্ত কাপদুষ্টিতো ভবেৎ॥" (বারেন্দ্র-কাপব্যাখ্যা)

পুত্র আনাই ও অর্জ্জুনাই নিজ নিজ কুলধ্বংসের আশঙ্কায় পিতামহের শ্রাদ্ধ করেন। ঐ সময়ে ধেঁয়াই তথায় উপস্থিত হইয়া মধুর কুলধ্বংস হয় নাই সিদ্ধান্ত করিলেন এবং আনাই ও অর্জ্জুনাইকে 'কাপ' করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে কুলীনসমাজ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে সকল কুলীন ও শ্রোত্রিয় নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অর্জ্জুনাইর বাটী হইতে মধুর বাটীতে আসিতে বাধ্য হইলেন এবং এখানে ভোজন করিয়া মধুর কুলরক্ষা করিলেন। এইরূপে মধুর দ্বিতীয়পক্ষের দুই পুত্র উপেক্ষিত থাকিলেন। উদয়নাচার্য্যের উপেক্ষিত ভূপতি আদি ছয়পুত্র ও মধু মৈত্রের আনাই ও অর্জ্জুনাই দুই পুত্র এবং ভট্টাঘাতে ১৮ আঠার সমাজের কুলপাতের ব্যক্তিরা একত্র হইয়া করণপূর্ব্বক স্বতন্ত্র পরিবর্ত্তমর্য্যাদার সৃষ্টি করেন। কুলজ্ঞ, কুলীন ও শ্রোত্রিয়েরা সেই পরিবর্ত্ত দেখিয়া বলিয়াছিলেন ইহারা কি 'কাপ' ব্যবহার করিতেছে। এই কথানুসারে উক্ত ব্যক্তিরা 'কাপ' নামে অভিহিত হইলেন। বর্ত্তমান সময়েও সেই 'কাপ' নাম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। তৎপরে মৈত্রের পুত্রদ্বয় মহাত্মা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর ছয় পুত্রের সহিত দলবদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক বহুসংখ্যক কুলীনের কুল দোষাশ্রিত করিয়া ফেলিলেন।

মধু মৈত্রের পুত্র আনাই এবং অর্জ্জুনাই কাপ হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের বংশধরেরাই 'মুড়াইত্ত কাপ'। ইহা ভিন্ন অন্যান্য বংশের মধ্যে যে কাপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহাদের সহিত করণ দ্বারাই হইয়াছে।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর পরিত্যক্ত ছয়পুত্র 'ছয়ঘরিয়া' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। উঁহাদের বংশের সহিত মধুর পুত্রদ্বয় একত্র হইয়া পরস্পর করণ দ্বারা ক্রমে একটী প্রবল সমাজের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সমাজই 'কাপ' নামে পরিচিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রধান প্রধান সমাজনির্ণয়

মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে যেরূপ বারেন্দ্রব্রাহ্মণসমাজে একশত গাঞি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সমাজসংস্কারকালে সেইরূপ প্রধান ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বাসস্থান ভিন্ন ভিন্ন সমাজ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। আজও তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সেই সমাজের নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। যে যে গোত্রে যে যে বংশে যে যে সমাজ হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা উদ্ধৃত হইল :—

সমাজস্থান

কাশ্যপগোত্র মৈত্রবংশের—বৃহস্পতির দুই পুত্র সোলওঝা এবং কূপওঝা। সোলের সমাজ সাতোটা এবং কূপের সমাজ মধ্যগ্রাম। মৈত্রগ্রামীদের প্রথমে এই দুই সমাজ হয়। কূপের দুই পুত্র গণ্ড এবং নরসিংহ। নরসিংহের ছয় পুত্র—স্থুকি, বুকি, মনোহর, তপস্বী, হিজাই এবং স্থাজট। স্থুকির সমাজ মধ্যগ্রাম, বুকির খাগজানা, মনোহরের বাউনিয়া, তপস্বীর মণ্ডলজানি, এবং হিজাই ও স্থাজটের বালিয়াথৈর। স্থুকির পুত্র মধু-মৈত্র এবং উৎসাকর। মধুর সমাজ মধ্যগ্রাম এবং উৎসাকরের কোটাস্ত। মধুর পুত্রগণের নাম আনাই, অর্জ্জুনাই, রক্ষিতাই, আন্দাই, নন্দাই, গদাই ও মাধাই। আনাই অর্জ্জুনাইর সমাজ লাড়ুয়া, রক্ষিতের মধ্যগ্রাম, আন্দাইর গুড়নই, নন্দাইর গাজইল, গদাইর বাগঘর এবং মাধাইর মাটীকোপা। রক্ষতাই বা রক্ষিতের পুত্রগণের নাম লক্ষ্মীধর, ধরাধর, বিনায়ক ও কৃষ্ণ। ধরাধরের সমাজ চামারি, লক্ষ্মীধরের পুত্র দিবোদাস, বিভুদাস ও বিষ্ণুদাস। দিবোদাসের সমাজ বাসুলিয়া।

বাসুলিয়া সমাজের মনোহর মৈত্রের আট পুত্র যথা,—আকাই, বাকাই, সানাই, সায়াই, নাস্তাই, নাথাই, ঘগাই ও পূয়াই। বাকাইর সমাজ গনোহয়া, সানাইর মাণিক-হাট, সায়াইর বীরদহ, নাস্তাইর কোদড়ি, নাথাইর একপোয়া, ঘগাইর আচলকোট, এবং পুয়াইর বাগডোর। মধুমৈত্রের পুত্র আন্দাইর শ্রীপতি প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মে। শ্রীপতির সমাজ ভুয়াগ্রাম। সাতোটা সমাজের সোল ওঝার ভূয়াধর, কেশব ও মাধব নামক তিনপুত্র জন্মে। কেশব ওঝার সমাজ আজোয়া, মাধবের বাচড়া, এবং অধরের পুত্র নিশাইর সমাজ হাটাইল।

করঞ্জ গাঞি।—মঙ্গল ওঝা পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা-সংস্থাপন-কালে উদয়নাচার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা করেন। আমহাটির রায়, বাহিরবন্দরের রায়, নারিটার ভট্টাচার্য্য, মাগুড়িয়ার চৌধুরী, রূপ-পুরের অধিকারী, ডাজার চৌধুরী, ব্রাহ্মণীকুণ্ডার মল্লিক এবং বেথুরের চক্রবর্ত্তিগণ মঙ্গলওঝার বংশ।

সাধু বাগছির বংশে।—ঋষিদীক্ষিত সাধুকুলে অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র—সিয়াই, ধিয়াই, গদাধর, আহমিশ্র এবং গুছিপাণ্ডব। সিয়াইর সমাজ কড়কড়া, ধিয়াইর ধামসার এবং আহমিশ্রের সমাজ রৌহা। রৌহার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা আহমিশ্রের সন্তান। ধিয়াইর হরিহর অগ্নিহোত্রী, শ্রীকণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ এবং মন্দারদীক্ষিত নামে চারি পুত্র জন্মে। শ্রীকণ্ঠ বাগছি ছয়ঘরিয়া সমাজভুক্ত। হরিহর অগ্নিহোত্রীর বলাই প্রভৃতি পাঁচ পুত্র। বলাই বাগছির সহিত উচ্চৈঃধর ভীম কালিহাইর পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। বলাই বাগছির ধিয়াই, বামন প্রভৃতি আটপুত্র। ধিয়াই ধেঞি বাগছি নামে পরিচিত। উদয়নাচার্য্য এই ধেঞি বাগছির উপর সমাজরক্ষার ভার দিয়া যান।

রুদ্র বাগছির বংশে।—রুদ্র বাগছির পুত্র হরদেব, হরদেবের পুত্র বামদেব, তৎপুত্র কামদেব, কামদেবপুত্র অনথাচার্য্য, অনথ-পুত্র জিগ্‌নিওঝা। তাঁহার পুত্র রেক প্রভৃতি চারিজন।

রেকের পুত্র—শম্ভু মহানিধি, তাঁহার পুত্র ধুমাই প্রভৃতি। ধুমাইর পুত্র ছিয়াই, ছিয়াইপুত্র সুয়াই, নুয়াই ও ধনঞ্জয়। সুয়াইর পুত্র মানাই, শ্রীপতি এবং গোপাই। মানাইর সমাজ বোয়ালজানি, শ্রীপতির সিমুলিয়া এবং গোপাইর সমাজ গয়নাকান্দি।

লাহিড়ী-বংশে।—বল্লভাচার্য্যের তিন পুত্র, যথা—অর্ক (আকাই), কেশব (কেশাই) এবং দনুজারি (দনাই)। এই তিন ভ্রাতা হইতে লাহিড়ীবংশের তিন সমাজ পত্তন হয়। অর্কের সমাজ ঢাকচোর, কেশবের নকড়িয়া এবং দনুজারির চয়ড়া। দনুজারি লাহেড়ী চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর উপকারের করণে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া চয়ধরিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হন। নকড়িয়াবাসী কেশব লাহেড়ীর বংশধরগণই লাহিড়ীকুলে শ্রেষ্ঠ।

নন্দনাবাসী।—মৌনভট্টের দুই পুত্র—অচ্যুতানন্দ ও জ্ঞানানন্দ। জ্ঞানানন্দের পুত্র মহানন্দ ও ভুবনানন্দ। ভুবনের পুত্রের নাম কনকদণ্ডী, তৎপুত্র যদু উপাধ্যায়, তৎপুত্র বেদ উপাধ্যায়। বেদপুত্র ত্রিলোকাচার্য্য, ত্রিলোকপুত্র গঙ্গাদাস উপাধ্যায়, গঙ্গাদাসপুত্র দিবাকরভট্ট জগৎগুরু। দিবাকরের চারিপুত্র—পুরুষোত্তম বেদান্তী, খোঁড়া আচার্য্য, কুল্লূকভট্ট ও মকরন্দমিশ্র।

পুরুষোত্তম টুটইহলা, কুল্লূকভট্ট গুয়াখরা এবং মকরন্দ মিশ্র জামরুখি গ্রামে বাস করায় প্রথমে নন্দনাবাসিদিগের টুটইহলা, গুয়াখরা এবং জামরুখি এই তিন সমাজের সৃষ্টি হয়। বংশাবলীগ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, গুয়াখরা গ্রামে কুল্লূকভট্টের সন্তানেরা বসতি করিয়াছিলেন।

সিহরী গাঞি।—স্বর্ণরেখের পুত্র কিঙ্কিণিদেব। কিঙ্কিণিদেবের দুই পুত্র অচল এবং চল। অচল উত্তর বারেন্দ্রভূমিতে বাস করায় তাঁহার পুত্রেরা উত্তর-বারেন্দ্র এবং চল দক্ষিণবারেন্দ্রে বসতি স্থাপন করায় তাঁহার সন্তানেরা দক্ষিণবারেন্দ্র নামে খ্যাত হন। কালক্রমে দক্ষিণ শব্দ লোপ হইয়া বারেন্দ্র এবং উত্তরবারেন্দ্র আখ্যা চলিয়াছে। চলের সন্তানেরাই বারেন্দ্রশ্রেণীর সিহরী গাঞি হইলেন। চলের পুত্র মাঙ্গলি, মাঙ্গলির পুত্র ধরাধর, ধরাধরপুত্র ভূদেব, তৎপুত্র বজ্রধর। বজ্রধরের চারিপুত্র, যথা—অভয়, বেদ, নিধ ও মাধব। অভয়ের সমাজ অমৃতকুণ্ডা, বেদের গঙ্গাবাড়ী, নিধের পুখরিপাড় এবং মাধবের কাপাশকান্দা। এইরূপে সিহরী গাঞির মধ্যে চারিটী সমাজের সৃষ্টি হয়।

বাৎস্যগোত্রে সান্ন্যালবংশে।—লক্ষ্মীধর সঙ্গামিনী বা সান্ন্যাল গাঞি, জয়মান মিশ্র ভীম-কালিহাই, দিবাকর ভাড়িয়াল এবং হরিহর কুড়মুড়িয়াল গাঞি বলিয়া খ্যাত হন। লক্ষ্মী-ধরের তিন পুত্র বর্দ্ধমান, বিশ্বম্ভর ও বিশ্বপতি। বিশ্বপতি জামরুখি এবং বিশ্বম্ভর সিমুলী গাঞি। লক্ষ্মীধরপুত্র বর্দ্ধমান প্রথমে কুড়মইলগ্রামে স্বীয় পিতৃব্য হরিহর সহ বাস করিতেন, পরে পিতৃভূমি সঙ্গামিনী গ্রামে গিয়া বাস করেন, তাহাতেই বর্দ্ধমান সঙ্গামিনী গ্রামী ও কুলীন হন। বর্দ্ধমানের পুত্র বাসুদেব, বাসুদেবপুত্র মেধাতিথি, তৎপুত্র নরসিংহ। নরসিংহের পুত্র মহেশ্বর, তৎপুত্র ভূতনাথ। ভূতনাথের পুত্র নিকাই ও

দামোদর। শিকাই উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর পরিবর্ত্তমর্য্যাদা-প্রচলনের সময় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনারায়ণ লাহিড়ীর সহিত শিকাই সান্যালের করণ এবং পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। শিকাইর পুত্র কানাই, বলাই এবং পিয়াই প্রভৃতি। বলাই সান্যাল চণ্ডীপতি ভাদুড়ীর উপকারকরণে লিপ্ত হইয়া ছয়ঘরিয়াদল সৃষ্টি করেন, তৎপরে নিষ্কুল হন। বলাইর সমাজ গাঁড়াদহ। পিয়াইর পুত্র আদুয়াই, এই আদুয়াইর সমাজ কুজিল।

বাৎস্যগোত্র ভীমকালিহাইবংশে:—ভোজের পুত্র অনন্তবাঙ্গাল ওঝা, ইহার সহিত আনাই লাহিড়ির করণ এবং পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। অনন্তের চারিপুত্র ধামাই, ধূমাই, বরাই ও অচ্যুত। ধামাইর সমাজ পয়ালসুর, ধূমাইর ধুরাইল, বরাইর হাপানিয়া এবং অচ্যুতের বোয়ালিয়া। বরাইর পুত্র ধরাই, শশধর, পদ্মনাভ, মিতাই, মধু, ডাকুয়াই, অগ্রবিন্দ এবং অরবিন্দ। ধরাইর সমাজ হাপানিয়া, শশধরের আড়ঙ্গাইল, পদ্মনাভ এবং মিতাইর বায়সা। মধু, ডাকু, অগ্রবিন্দ এবং অরবিন্দ চারিভ্রাতাই পাঁচুড়িয়া দোষে কুলভ্রষ্ট।

ভট্টশালীবংশে।—ভট্টশালী বাণভট্টের পুত্র নীলমেঘ ভট্ট। তাহেরপুরের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ কামদেবভট্ট নীলমেঘের কন্যাকে বিবাহ করেন। নীলমেঘ ভট্টের পুত্র ফণাধর ভট্ট এবং দানবারি ভট্ট। দানবারির চারিপুত্র ইতিহাস, পুরন্দর, ভূতনাথ এবং দিগম্বর ভট্ট। ইতিহাসের সমাজ সিমুলতল, পুরন্দর ও ভূতনাথের বায়রা এবং দিগম্বরের নাউনাড়া।

কামদেব কালিহাইবংশে।—শশিকামদেব কালিহাইর চারিপুত্র সোমনাথ, ভূতনাথ, পুণ্ডরীকাক্ষ ও ভৈরব। ভৈরবের পুত্র প্রজাপতি। প্রজাপতির পুত্র রাম, ভীম এবং জগন্নাথ। জগন্নাথের ৫ পুত্র গোরীচন্দ্র, গঙ্গানন্দ, বরাই, শশধর ও অভয়। গোরীচন্দ্রের সমাজ পঞ্চক্রোশী, গঙ্গানন্দ ও বরাইর কাণসোণা, শশধরের কৈজুড়ি এবং অভয়ের জয়ন্তীপুর।

ভরদ্বাজগোত্র ভাদড়বংশে।—আকাইর পাঁচপুত্র নরপতি, রাজপতি, উমাপতি, বিদ্যাপতি এবং বৃহস্পতি। নরপতির সমাজ পায়রা, রাজপতির শৈলকোপা এবং উমাপতির সাতবাড়িয়া। উমাপতির পাঁচ পুত্র—জিয়াই, আন্দাই, বলাই, মাধাই ও সুয়াই। আন্দাইর সমাজ ফেটকা, বলাই ও মাধাইর লক্ষ্মীকোল এবং সুয়াইর থাগজানা।

সপ্তম অধ্যায়

আঘাতের বিবরণ

রাজা গণেশের অভ্যুদয়ের সহিত বারেন্দ্রসমাজে যে সুদিন আসিয়াছিল, হিন্দুগণের দুরদৃষ্ট-ক্রমে এ সুযোগ স্থায়ী হইল না। ছয়বর্ষমাত্র রাজত্বের পর ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তৎপুত্র জিৎমল বা যদু ঘটনাচক্রে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং 'জলালউদ্দীন্ মহম্মদশাহ বিন্ গণ্‌শা' নাম ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সঙ্গে আবার মুসলমান-শাসন আসিল। রাজা গণেশের পূর্ব্ববর্ত্তী আচারনিষ্ঠ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজ মুসলমানরাজপ্রভাব হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসিতেন, কিন্তু রাজা গণেশের আধিপত্যকালে রাজসংসার ও হিন্দুরাজসভার সহিত নানাপ্রকারে তাঁহাদের সংস্রব ঘটিতেছিল, তাহার আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। এদিকে অল্পদিন পরেই যখন তাঁহাদের বড় আশার ও আশ্রয়ের স্থল হিন্দুরাজপুত্র মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন ষট্‌কর্ম্মনিরত নিষ্ঠাবান্ বারেন্দ্রবিপ্রগণ আসন্ন বিপদ্ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা রাজসংস্রবে ঐশ্বর্য্যের আপাতমনোরম আস্বাদ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজপুত্রের আদর্শে কতকটা মুসলমানী আদব কায়দার পক্ষপাতী হইতেছিলেন, এই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজকীয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মুসলমান-প্রভাবজ্ঞাপক "চৌধুরী" "খান্" প্রভৃতি উপাধি চলিয়াছিল। ১৪২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গণেশবংশ গৌড়ের মস্‌নদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজের উপর বিশেষ অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, বরং তাঁহাদের উৎসাহে অনেক কবি ও পণ্ডিত রাজসম্মানে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন।* কেহ কেহ মুসলমানী রীতিনীতির পক্ষপাতী হইলেও এ সময়ে বারেন্দ্রসমাজ কতকটা শান্তি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। তবে মধ্যে মধ্যে মুসলমানরাজপুরুষগণ কোন কোন প্রধান কুলীনকে নিকটে পাইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার বা অপমান করিবার চেষ্টা না করিয়াছে এমন নহে। তাহা হইতেই আঘাতের সূত্রপাত। কিন্তু গণেশবংশের গৌরবরবি অস্তমিত ও গৌড়ের সিংহাসনে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানবংশের আধিপত্য বিস্তৃত হইলে, হিন্দুসমাজের উপর অত্যাচারস্রোত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেই স্রোতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজও বিচলিত হইয়াছিলেন। সমাজের বিশুদ্ধি ও উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য কুলজ্ঞগণ বিধিমতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এ কারণ মুসলমানসংস্রবে যাঁহারা কোনরূপে অপমানিত হইয়াছিলেন, প্রথমতঃ তাঁহাদিগের সহিত সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনেও উচ্চবংশীয়গণ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। সেই সময়ে মুসলমানের অত্যাচারফলেই বারেন্দ্রসমাজে

* এই সময়ে অমরকোষের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ব্রাহ্মণপ্রবর বৃহস্পতি "রায়মুকুট" এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র কবীন্দ্র শ্রীরাম "বিশ্বাস" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

১৩ আঘাতের সৃষ্টি। এই আঘাতের কারণ অনেক কুলীনের কুলপাত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে সেই সময়ের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে কখনই আমরা দোষী করিতে পারি না, বরং বিশাল সমাজের মধ্যে কএক ঘরের আঘাতের কাহিনী আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার ও আত্মরক্ষায় অসমর্থ ব্যক্তির উপর কিরূপ অযথা উৎপীড়ন চলিয়াছিল! প্রকৃত-প্রস্তাবে সেই সকল নিরীহ ব্যক্তির কোন দোষ না থাকিলেও ব্রাহ্মণসমাজ তাঁহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে কিরূপ শাসনে রাখিয়াছিলেন!—পাছে কাহারও পবিত্র ভাব অপবিত্র হয়, পাছে কেহ মুসলমানসংস্রবের পক্ষ সমর্থন করেন, এই আশঙ্কায় কুলজ্ঞসমাজ তাঁহাদের উপরও তীব্র মন্তব্য ঘোষণা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলগ্রন্থসমূহে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। যে যে কুলীনসন্তানের উপর যে যে আঘাত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্যরক্ষার জন্য তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বল্লালপূজিত ১ম কুলীন হইতে তাঁহাদের প্রত্যেকের বংশক্রম উদ্ধৃত হইল :—

১ম। ভরতাঘাত—ভরতাই সান্যালে।

পাতসাহী সোয়ারে ভরতাচার্য্য ঠাকুরকে বিরূপ করিয়াছিল। চামটা সমাজের ভরতাই সান্যালের পুত্র ভরতাই ঠাকুরের কন্যাকে বিবাহ করেন, এই কারণে ভরতাই সান্যালে ভরতাঘাত। পূর্ব্বে নিধাই মৈত্র বিবাহ করেন ভরতাই সান্যালের কন্যা, এই সম্পর্কে ভরতাই সান্যালের ঘরে ভোজন করেন নিধাই মৈত্র। এই জন্য কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন—

"নিতাই এড়ে বেটা কেশাই এড়ে ভাই।
ভরতাঘাতে কুলীন টোটে লেখাজোখা নাই॥"*

[পরপৃষ্ঠায় ভরতাই সান্যালের পূর্ব্ববংশক্রম দ্রষ্টব্য।]

* এ সম্বন্ধে "কাপব্যাখ্যা" নামক গ্রন্থে এইরূপ সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে :—
"ভরতাঘাতসম্পর্কাৎ দোষেণাস্তাড়িতং ধ্রুবম্।
অষ্টাদশ সমাজো হি কাপদুষ্টিতো ভবেৎ॥"

ভারতাই সান্যালের পূর্ব্ববংশ।

১ লক্ষ্মীধর সান্যাল (বল্লালী কুলীন)
২ বর্দ্ধমান মিশ্র
৩ বাসুদেব আচার্য্য
৪ মেধাতিথি — (২য় পক্ষে)
৫ নৃসিংহানন্দ, হরদেব, মুরদেব, পুরদেব
৬ মহেশ্বর, সোমেশ্বর, গোপাল আচার্য্য, মুরারি পাঠক
৭ বাপী
৮ ভুতাই (ভুতানন্দ)
৯ শিকাই, দামাই বা দামোদর (উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সমসাময়িক)
১০ কানাই, পিয়াই, পুরাই, বৈকুণ্ঠ, অচ্যুতাই, মহীয়াই, শঙ্কর মিশ্র (একরেতে)
শঙ্কর মিশ্রের পুত্র: ভরতাই (চামটা-উপলসর) (ভরতাঘাত), আনন্দাই (সুক্রিগ্রাম), গঙ্গাদাস ওঝা (রূপসী)

২। ভট্টাঘাত—জগাই সান্যালে (রূপসী সমাজ)।

পাতসাহী সোয়ারে কামদেব ভট্টের কোন প্রকার অপমান করিয়াছিল। তাঁহার এক কন্যা লন উপলসরের মনোজপ সান্যাল, আর এক কন্যা লন জগাই সান্যাল। জগাই সান্যাল ও অংশুমান্ ভাদুড়ীতে পরিবর্ত্ত, তাহাতে ভট্টাঘাত-নিষ্কৃতি।

১১ গঙ্গাদাস ওঝা—(সান্যাল) (রূপ্সী)

১২ গদাই　নন্দাই　সদানন্দ

১৩ কামাই　শ্রীপতি　গোপাল　গোবিন্দ　মুকুন্দ　মুরারি

১৪ শুভঙ্কর　ঈশ্বর

১৫ জগাই (ভট্টাঘাত)

৩। বউ নেয়া আঘাত—বিষ্ণুদাসমৈত্রে।

মৌলিক কেদারে বউনেয়া অপবাদ হয়। বিষ্ণুদাস মৈত্র তাঁহার কন্যা লন। তাহাতে বিষ্ণুদাস (মতান্তরে বিপ্রদাস) মৈত্রে বউনেয়া আঘাত।

বিষ্ণুদাস মৈত্রের পূর্ব্ববংশ।

১ মতু মৈত্র (বল্লালী কুলীন)

২ স্থিরাচার্য্য

৩ দোয়াচার্য্য

৪ মহানিধি

৫ বৃহস্পতি

৬ কূপ

৭ গণ্ড　নরসিংহ

৮ শুকুই মৈত্র

৯ মধুয়াই (মধু মৈত্র) (মধ্যগ্রাম)　উৎসাকর (চম্পাগত্ত)

২য় পক্ষে

১০ রুক্মাইত　নন্দাই　গদাই　মাধাই　আনন্দাই　আনাই　অর্জ্জুনাই

মাঝগ্রাম গাঙ্গুরি বাগসর মাটীকাপা গুড়নৈ (উপেক্ষিত সমাজ নাড়ুলা)

২য় পক্ষে

তিনাই　দিঘাই　হেরম্ব　হয়গ্রীব　ধনাই　গণাহ　পিয়াই　ভরতাই　তেকড়ি　চিনা

১২ শশীধর　বিত্তাপতি

২য় পক্ষে

১৩ ত্রৈলোক্যনাথ　পরাশর　অজয়　বিষ্ণুদাস মৈত্র

৪। সল্লাঘাত—দেবাই সান্যালে।

[সলপ্ খাঁর সোয়ারে বিদ্যাপতি রায় ভাদড়কে অপমান করিয়াছিল। বিদ্যাপতি রায় ভাদড় কন্যা দেন কামাই সান্যালে। পূর্ব্বে কামাই সান্যালের টুট কামাই হাজরাতে। কামাই সান্যালের ঘরে ভোজন করেন দেবাই সান্যাল। এই জন্য দেবাই সান্যালে সলপাঘাত।]

১০ পিয়াই সান্যাল

১১ আনাই (কুজনি) | বসাই (গাড়াদহ) | ধনাই (রূপ্সী)

(আনাই) ২য় পক্ষে —

১২ ডিঙ্গরাই (কুজনি) | চামরাই (তালসা) | সতাই (সালিথা) | নাভাই | আপাই (চিকুরজানি)

(চামরাই) ২য় পক্ষে —

১৩ শ্রীপতি (তালসা) | উমাপতি (কুদিপুখুরিয়া) | রঘুয়াই (জোনালি) | মধুয়াই (রতাই গ্রাম)

(শ্রীপতি) —

১৪ দেবাই (সলপাঘাত) | কামাই | সত্যবান্

৫। সান্তাঘাত—গৌরীবর পাঠক সান্যালে।

[সানত্ আলী কুমারহট্টের বিধু চৌধুরীকে বিরূপ করিয়াছিল। বিধু চৌধুরীর ভগিনীকে রাম সান্যাল এবং এক কন্যাকে যদু মৈত্র বিবাহ করেন। যদুমৈত্র কন্যা দেন চাঁদাই লাহিড়িকে। এই সময়ে ঠাকুর কংসারিতে রামের টুট হয়। গৌরীবর পাঠক সান্যাল সেই রামের ঘরে ভোজন করেন, এই জন্য গৌরীবর পাঠক সান্যালে সান্তাঘাত।]

১০ মহীয়াই

১১ ইসাই | দিবাই | আদুয়াই | স্থিরাই | বৃহস্পতি | বিকর্ত্তন | যয়াই | গদাই | মহেশ্বর | কন্দর্প | হেরম্ব | বলাই | বেকাই

(ইসাই) —

১২ গদাই

১৩ সাতাই | কুবের | বাসুদেব পাঠক | ধনঞ্জয় | বৈষ্ণব মিশ্র

(বাসুদেব পাঠক) —

১৪ গৌরীবর পাঠক (সান্তাঘাত) | কৃষ্ণরাম

৬। গাছতলী আঘাত—মুকুন্দভাদুড়ীতে।

[কাশীতে অক্ষয়বটতলায় মামুদ খাঁ বিনোদন কড়কড়িয়াকে অপমান করে। বিনোদন কড়কড়িয়ার কন্যা লন মৌলিক কেদার। মৌলিক কেদারের কন্যা লন বিষ্ণুদাস মৈত্র ও মুকুন্দ ভাদুড়ী। এই জন্য মুকুন্দ ভাদুড়ীতে গাছতলী আঘাত।]

মুকুন্দ ভাদুড়ীর পূর্ব্ববংশ।

১ ক্রতু বা কৈতে ভাদুড়ী (বল্লালী কুলীন)
|
২ সঙ্কর্ষণ
|
৩ ভৃগু বা ভল্লুকাচার্য্য
|
৪ যোগেশ্বর ভাদুড়ী
|
৫ পুণ্ডরীকাক্ষ
|
৬ লক্ষ্মীধর
|
৭ বৃহস্পতি মিশ্র
|
৮ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী

৯ ভূপতি　ভবানীপতি　রুদ্রাণীপতি　উমাপতি　(২য় পক্ষে) গৌরীপতি　চণ্ডীপতি　পশুপতি

৯ পশুপতি
|
১০ গঙ্গাই　খগাই　খঙ্করি　বঙ্করি　ভাদাই　তরুণাই　বাসুদেব ওঝা

(খগাই)
|
১১ কামাই　কুমাই　তেকাই　চামাই　সুরেশ　বর্দ্ধমান

(কামাই)
|
১২ বলভদ্র
|
১৩ পিথাই
|
১৪ পুষ্পকেতন　(২য় পক্ষে) মীনকেতন　অংশুমান　(৩য় পক্ষে) কুসুমশেখর

(অংশুমান)
|
১৫ মুকুন্দ (গাছতলী আঘাত)　রমানাথ　রাম　পাঁচু

৭। হতনখানী আঘাত—শূলপাণি মৈত্রে।

[হতন খাঁর সোয়ারে শশীধর পাঠককে বিদ্রূপ করিয়াছিল। শশীধর পাঠক আর পুষ্পকেতন ভাদড়ে করণ। পুষ্পকেতন ও জগাই বিন্দাদাড়িতে করণ। পরে পুষ্পকেতন ভাদড় অদৃষ্ট-কন্যা দেন ধরাই সান্যালে। ধরাই সান্যালের পুত্র ভিক্ষাকর, কংসারি, দ্বিতীয়পক্ষে পুরাই, মুরাই, তৃতীয়পক্ষে বৎস। ভিক্ষাকর বর্ত্তমানে পুরাই ও মুরাইর টুট বিদ্যানন্দ আচার্য্যে। এইজন্য বৎস সান্যালে হতনখানী আঘাত। রঘুনাথ পণ্ডিত ও মধুই বাগছিতে করণ হতনখানি-নিষ্কৃতি।]

১০ রক্ষতাই মৈত্র

১১ লক্ষ্মীধর ধরাধর বারকড়ি বিনায়ক কৃষ্ণাই

১২ দিবাই বিভাই বিষ্ণুদাস

১৩ শূলপাণি
(হতনখানী আঘাত)

১৪ সুন্দর মদন

১৫ পুরন্দর দিঘাই রঘুনাথ পণ্ডিত

৮। বাহাদুরখানী আঘাত—কৃষ্ণানন্দ মৈত্রে।

[বাহাদুর খাঁ পুষ্করাক্ষ মজুমদারকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। পুষ্করাক্ষ মজুমদারের ঘরে ভোজন করেন কৃষ্ণানন্দ মৈত্র। এই সময়ে শিবদাসের টুট শতাবধান ভট্টাচার্য্যে, তাঁহার ঘরে ভোজন করেন কৃষ্ণানন্দ মৈত্র। এইজন্য কৃষ্ণানন্দ মৈত্রে বাহাদুরখানী আঘাত।]

৭ নরসিংহ মৈত্র

৮ শুকুই তপস্বী ওঝা (মণ্ডলজানি)

৯ দাসাই দিসাই সুয়াই হরিশাই

১০ তপন

১১ সতাই

১২ মানাই গুণাই কৃষ্ণাই বা বিষ্ণাই বারকড়ি মর্য্যাদ
কৃষ্ণানন্দ (বাহাদুরখানী)

৯। সন্ধ্যাঘাত—যদুমৈত্রে।

(গুড়নই-সমাজের জালু মৈত্র কাপের ছিটায় আবদ্ধ ছিলেন। জালুমৈত্রের পুত্র যদুমৈত্র সন্ধ্যাকালে পুত্রবধূকে অপমান করিয়াছিলেন, এইজন্য যদুমৈত্রে সন্ধ্যাঘাত।)

১০ আনন্দাই (গুড়নই)

১১ রাম | পদ্মনাভ | গঙ্গাধর | চক্রপাণি | ভীম | শ্রীপতি | নিবাই (ভূয়াগাম) | প্রিয়ঙ্কর | দৈত্যারি | বসুন্ধর মিশ্র আচার্য্য

বসুন্ধর মিশ্র আচার্য্য →
১২ সুরেশ | সুবুদ্ধি | রামভদ্র | কাশী | দণ্ডপাণি

দণ্ডপাণি → ১৩ জালু → ১৪ যদু (সন্ধ্যাঘাত)

১০। আলিয়া-খানী আঘাত—বিভাই মৈত্রে।

(লক্ষ্মীধরের পুত্র দিবাই, বিভাই ও বিষ্ণুদাস। বিভাইর স্ত্রী সন্নাইর শ্যালিকাকে আলিয়া খাঁর দোয়ারে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। এত সময়ে বাসুনিয়ার কন্যাগ্রহণে দিবাইর টুট। বিষ্ণুদাসের টুট ঠাকুর কালিদাসে। আলিয়া-খানী আঘাতে বিভাই আস্তাড়িত হন। এই সময় এইরূপ একটি তরজা হইয়াছিল—

"যে পথে গিয়াছিল সে পথে তিলের গোঁজা।
যে নিয়ে গিয়াছিল সে খোজা, যে দিন গিয়াছিল সে দিন রোজা।")

১০ রক্ষাই মৈত্রে

১১ লক্ষ্মীধর | গদাধর ইত্যাদি

লক্ষ্মীধর →
১২ দিবাই | বিভাই (আলিয়া-খানী) | বিষ্ণুদাস

১১। চন্দ্রাঘাত—ছকড়ি মৈত্রে।

(নিতাই সুখপাতের পুত্র বাউনের ছকড়ি মৈত্র। ছকড়ি মৈত্র বিবাহ করেন চন্দ্রজিৎ খাঁর কন্যা। সেই ছকড়ি মৈত্রের ঘরে ভোজন করেন বাসুদেব পাঠক। বাসুদেব পাঠক চন্দ্রাঘাতে আবদ্ধ হইলেন। বাসুদেব পাঠক সান্যাল ও মহামিশ্র লাহিড়ীতে করণ, তাহাতে চন্দ্রাঘাত-নিষ্কৃতি।)

- ৭ নরসিংহ মৈত্র
  - ৮ সুকুই
  - মনোহর
    - ৯ আকাই মৈত্র
      - ১০ গোবিন্দাই
        - ১১ নিতাই
          - ১২ ছকড়ি (চন্দ্রাঘাত)
          - বিষ্ণাই
          - তেকাই
          - পাঁচুয়াই
        - কেশাই
        - বামনাই

১২। কামিনী আঘাত—রামভদ্র লাহিড়ীতে।

রামভদ্র লাহিড়ী কামিনীহত্যা করিয়াছিলেন, এই কারণে রামভদ্র লাহিড়ীতে কামিনী আঘাত।

১৩। কাফুরখানী আঘাত—অনন্ত লাহিড়ীতে।

কাফুর খাঁর সোয়ারে ডোড়ায় পুরন্দর আচার্য্যকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। পুরন্দর আচার্য্যের কন্যা লন চিরঞ্জীব সান্যাল, মুকুন্দ সান্যাল চিরঞ্জীব সান্যালের ঘরে ভোজন করেন। মুকুন্দ সান্যাল আর অনন্ত লাহিড়ীতে করণ। এই কারণ অনন্তে কাফুরখানী আঘাত।

[পর পৃষ্ঠায় রামভদ্র ও অনন্ত লাহিড়ীর পূর্ব্ববংশ ক্রমদ্রষ্টব্য।

১ লোকনাথ লাহিড়ী (বল্লালী কুলীন)

২ ভূতনাথ

৩ দিগম্বর

৪ ভূগর্ভ

৫ পীতাম্বর

৬ সনাতন

৭ টুট ঝো

২য় পক্ষে

৮ চলি (নাটুয়া ব্রাহ্মণ)　বলি (বল্লভ)　বংস (মস্তলে লাহিড়ী)　পুণ্ডরীকাক্ষ (ভাওয়ালগত)　সোম　দিবাকর

৯ আকাই (ঢাকঢোল)　কেশাই (নকড়ি)　দনাই (চয়ড়া)　মান

১০ শ্রীনারায়ণ　খেঁকাই

২য় পক্ষে

১১ আনুয়াই　মাধাই　সারঙ্গাই　ঈশান　দামোদর　শ্রীকরাই　শ্রীবৎসাই

১২ শ্রীধরাই　শশাই　পজাই　মানাই

২য় পক্ষে　৩য় পক্ষে

১৩ বাণীনাথ　গণাই　নৃসিংহ　সহদেব　কামদেব　শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী　কোকাই

১৪ মদন (ছাগীপোড়া)　চতুরানন

২য় পক্ষে　৩য় পক্ষে　৪র্থ পক্ষে

১৫ চাঁদাই　সত্যবান্　বৈকুণ্ঠ　মনসিজ　হিরণ্য　মধুয়াই　দনাই　সুন্দর　ভগবান্

২য় পক্ষে

১৬ রামেশ্বর　মন্মথ　রঘু　রাঘব

১৭ অনন্তলাহিড়ী (কাফুরথানী)　গঙ্গাধর

দনাই

অনন্ত　মঙ্গল

গোপীকান্ত　নয়ান

রামভদ্র (কামিনী আখাত)

উক্ত ৩৫টি আঘাতের মধ্যে বন্দ্যঘটী, সন্ধ্যাঘাত ও কামিনী আঘাত ভিন্ন অবশিষ্ট ১০টি আঘাতই মুসলমানসংস্রব ঘটিয়াছিল। এই সময়ের হিন্দুসমাজের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার (বারেন্দ্র) "কুলশাস্ত্রদীপিকায়" যথার্থই লিখিয়াছেন, "ভাগ্যচক্রের আশ্চর্য্য গতি। কালের আশ্চর্য্য মহিমা। মুসলমানদিগের আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল। যে আর্য্যজাতি এক সময়ে সমস্ত ভারতের শীর্ষস্থানে সমারূঢ় ছিলেন, যাঁহারা মুসলমানের ছায়া স্পর্শ করিলে স্নান না করিয়া আপনাকে পবিত্র বোধ করিতেন না, সেই হিন্দু জাতি যে বিনা আপত্তিতেই বিজাতীয় সংস্রব গ্রহণ করিবেন, ইহা কিছুতেই অনুমত হইতে পারে না, কিন্তু আর্য্যগণ নিতান্ত নিরুপায়। মুসলমানগণ সংহারমূর্ত্তিতে ভারতে প্রবেশ করিল। হিন্দুগণ ক্রমে ক্রমে বিধ্বস্ত ও নিস্তেজ হইতে লাগিলেন। মুসলমানগণের ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হইল। আর্য্যজাতির অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ মুসলমান কর্ত্তৃক স্থানে স্থানে অপহৃত এবং কোন কোন স্থানে বল-পূর্ব্বক বিবাহিত হইতে লাগিল। যে সকল ব্রাহ্মণগণ মুসলমান কর্ত্তৃক কোনরূপ নিষ্পীড়িত হন নাই, তাঁহাদিগের নিষ্পীড়িত দলের সামাজিক গোলযোগ ও দলাদলি উদ্ভব হইল। হিন্দু রাজত্বের অধঃপতনের পর মুসলমানদিগের অভ্যুদয়সময়ে যে সকল হিন্দু স্থানে স্থানে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার করিতেছিলেন, মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত ব্রাহ্মণগণ উক্ত ধনাঢ্য ও ক্ষমতা-শালী ব্রাহ্মণগণের আশ্রয় পাইতে লাগিলেন। সুতরাং উক্ত জাতীয় বিবাদে কোন পক্ষের জয় পরাজয় স্থিরীকৃত হইল না। এতদ্ব্যতীত যে সকল সামাজিক গোলযোগ ঐ সময়ে উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাও উপরি উক্ত গোলযোগের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। এই সময়ে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে ভাবে দলাদলির উদ্ভব হইল, ঐ সকল ঘটনার সুখ্যাতি ও অপবাদের নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের অভিধান প্রবৃত্ত হইল। ইহাই কুলজ্ঞ গ্রন্থে 'আঘাতে কাপ ও অবসাদে পটী' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।"*

অষ্টম অধ্যায়

অবসাদের বিবরণ

পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি যে, রাজা গণেশের অভ্যুদয়ের সহিত শ্রেষ্ঠ বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণও রাজ-সংসারে নানাকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ক্রমে এই সংক্রামক ব্যাধি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইল। রাজা গণেশের তিরোধান ও পুনরায় মুসলমান-আধিপত্য-বিস্তারের সহিত ব্রাহ্মণগণ মুসলমান-রাজ-সংসারে অনেকটা প্রতিপত্তি হারাইলেও তাঁহারা ঐশ্বর্য্যলিপ্সা ও চাকুরীর মায়া পরিত্যাগ

---

* কুলশাস্ত্রদীপিকা, ১ম সংস্করণ, ৬৪ পৃষ্ঠা।

করিতে পারিলেন না। রাজকীয় কর্ম্মসূত্রে মুসলমান রাজপুরুষগণের সহিত নানা দিক্ দিয়া স্পর্শদোষ বা মুসলমানসান্নিধ্য হেতুই বারেন্দ্রসমাজে নানা কুলীনে 'আঘাত' ঘটিয়াছিল। প্রথম প্রথম যাঁহাদের উপর আঘাত হয় এবং তাঁহাদের সংস্রবে যে সকল কুলীনসন্তান লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কুলচ্যুত হইয়া 'কাপ' সমাজভুক্ত হন। কিন্তু কুলজ্ঞেরা যখন দেখিলেন যে, অনেক কুলীন ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয়সন্তান মুসলমানসংস্রবে আসিয়া পড়িয়াছেন, রাজ-কর্ম্মহেতু অনেকেই খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতেছেন, তখন তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে দোষনিষ্কৃতির উপায়ও বাহির করিতে লাগিলেন। তাহারই ফলে অনেক আঘাতের নিষ্কৃতি হইয়াছে, তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। কেবল ভট্টাঘাত, ভরত্তাঘাত ও বটনেয়া আঘাতের আর নিষ্কৃতি হইল না, এই তিন আঘাতের কুলীনগণ কুলচ্যুত হইয়া কাপ-সমাজভুক্ত হইলেন। কুলজ্ঞগণ প্রথম প্রথম ভাবিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত সামাজিক দণ্ড-বিধানের পর দোষনিষ্কৃত হইলে কুলীনগণ সকলেই সাবধান হইবেন, ভবিষ্যতে কেহ কুলবিধি-লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইবেন না। কিন্তু বারেন্দ্রসমাজের দুরদৃষ্টক্রমে উত্তরোত্তর মুসলমান-সংস্রববৃদ্ধির সঙ্গে দারুণ মুসলমান-অত্যাচারও চলিয়াছিল। প্রধানতঃ সেই মুসলমান-অত্যাচারের ফলেই বারেন্দ্রকুলীন-সমাজে বহুতর 'অবসাদ' বা দোষের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই সকল অবসাদ বা দোষের নাম—

১ দর্পনারায়ণী, ২ গুড়রাজখানী, ৩ নবরঙ্গখানী, ৪ সাদেখানি, ৫ পীতাম্বর তকী, ৬ পদ্ম-নালী, ৭ পরাণ-মৌলিকা, ৮ আলেখানী, ৯ তের আনী, ১০ খোজাম্বরী, ১১ মুদাখানী, ১২ রেটাচোয়াই, ১৩ রোহেলা, ১৪ বগা, ১৫ ছাগীপোড়া, ১৬ ভেলার দাগ, ১৭ কালির দাগ, ১৮ আসামী দোষ, ১৯ সাধকনামদোষ (ভবানীপুরী), ২০ রাঙ্গাবড়ু, ২১ মল্লিক যদুনাথী, ২২ কালাপুরা, ২৩ সাংসিঁড়ি উমানন্দী, ২৪ নাটুয়াডাঙ্গা, ২৫ আলমগখানী, ২৬ জুগেবাদ, ২৭ পেয়ারি, ২৮ উমানন্দা, ২৯ আবদুল্-রাহমানী, ৩০ অদৃষ্টকঞ্জক, ৩১ ওরাখানী, ৩২ হাড়া, ৩৩ বক্তার, ৩৪ চাঁদ, ৩৫ হাসনখানী, ৩৬ রাতগুরুরাজখানী, ৩৭ ভগাই, ৩৮ সুরখানী, ৩৯ কপর্দ্দখানী, ৪০ সৈয়দখানা, ৪১ গরবাহাদুরী, ৪২, পহরখানী, ৪৩ সেরখানী, ৪৪ নসিব্খানী, ৪৫ পীরালী, ৪৬ কাঁকশেয়ালী, ৪৭ পেগম্বরী, ৪৮ হিরণ্যতকী, ৪৯ চড়িয়াদোষ, ৫০ আউলখানী, ৫১ সিম্বদোষ, ৫২ দুই শ্রীগর্ভের দংশত, ৫৩ সুজাখানী, ৫৪ রামেশ্বরী, ৫৫ শশীকলা, ৫৬ সনাতনী, ৫৭ কিংবদন্তী, ৫৮ দেশাবাদ ও বিশ্বপাণদোষ, ৫৯ মহৎখানী, ৬০ খাঁওবাজু, ৬১ কুতবখানী, ৬২ ছোটখানা, ৬৩ পাঁড়ে আলী, ৬৪ আয়রাখানী, ৬৫ মথুরা-কোপা, ৬৬ সাহাবাজখানী, ৬৭ একারখানী ও ৬৮ দোষাবাদ।

উপরে যে ৬৮টী অবসাদ বা দোষের নাম দিলাম, ঐ সকল অবসাদের ইতিহাস আলোচনা করিলেও বেশ বুঝিতে পারি যে, আচারনিষ্ঠ বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণ কতদূর সতর্ক ছিলেন, মুসল-মানরাজসংশ্লিষ্ট ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত ব্রাহ্মণগণ যেরূপ পদে পদে মুসলমানহস্তে লাঞ্ছিত ও স্ব স্ব সমাজে অপমানিত হইতেছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়াই ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সংস্রব নিতান্ত

দোষাবহ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এমন কি, যাঁহারা কোনরূপে দোষী ছিলেন না, এরূপ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও কুলজ্ঞগণ দূর সংস্রবদোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহু কষ্ট ও নিগ্রহভোগের পর সমাজপতি ও কুলজ্ঞগণের কৃপায় অব্যাহতিলাভ করিয়াছেন। 'নিগূঢ়কল্প' নামক বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ হইতে অবসাদের ইতিহাস সম্যক্ আলোচনা করিলে সেই সময়ের হিন্দু মুসলমানের সমাজচিত্রও কতকটা দেখিতে পাই, বিশেষতঃ বারেন্দ্রসমাজে কোন্ কোন্ ব্যক্তি রাজকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তি রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ মুসলমান নবাব বা প্রধান কর্ম্মচারী হিন্দুদিগের উপর কঠোর আচরণ করিতেন, মুসলমান অধিপতিগণের মধ্যে সময় সময় রাজবিপ্লব ও রাজবংশ-পরিবর্ত্তনের সহিত কিরূপ সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-সমাজের উপর কোন্ কোন্ মুসলমান রাজপুরুষের সুদৃষ্টি বা কুদৃষ্টি ছিল, এই অবসাদের বিবরণ হইতে আমরা তাহার কতক কতক আভাস পাইয়াছি, যাহা অপর কোন সূত্রে জানিবার উপায় নাই। এই কারণ অতি সংক্ষেপে পূর্ব্বাপর বংশ ও কালক্রমানুসারে অবসাদের পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।*

১। আলমস্থানী অবসাদ—চকাই সান্যালে।

আলমস্ খাঁর সোয়ারে বিরূপ করিয়াছিল সিধু কড়িয়ালকে। সিধু কড়িয়ালের কন্যা লন চকাই সান্যাল, চকাই সান্যালের ঘরে ভোজন করেন অনন্ত সান্যাল, অনন্ত ও পিথাই ভাদুড়ীতে করণ। এই কারণ পিথাই ভাদুড়ী আলমস্থানীর ছিটা। পরে চকাই সান্যাল ও পিথাই ভাদুড়ীতে করণ আলমস্থানী নিষ্কৃতি।

(সাহেখানী অবসাদে বংশলতা দ্রষ্টব্য।)

১২ হয়গ্রীব সান্যাল

২য় পক্ষে

১৩ পশাই | ধরাই | শ্রীধর | গোপাল | নৃসিংহ | চকাই (আলমস্থানী) | সুরাই | প্রদীপ | মণিরাম

২। শুভরাজখানী অবসাদ—ধ্রুব জগন্নাথ বাগছিতে।

শুভরাজ খাঁ বিরূপ করিয়াছিল সরলাই গাঙ্গিকে। সরলাই গাঙ্গির কন্যা লন রঘুনন্দন আচার্য্য মৈত্র। রঘুনন্দন ও ধ্রুব-জগন্নাথ বাগছিতে করণ। ধ্রুব জগন্নাথের ঘরে ভোজন করেন ভারতীনাথ বাগছি। ভারতীনাথের ঘরে ভোজন করেন লথাই বাগছি, এই কারণে লথাই শুভরাজখানীর ছিটা। পরে ধ্রুব-জগন্নাথ বাগছি ও পাঁচুয়াই সান্যালে করণ শুভরাজখানী নিষ্কৃতি। লক্ষ্মণতলাপাত্র ভোজন দেন ধ্রুব-জগন্নাথ বাগছিকে, ধ্রুব জগন্নাথ বাগছি ও মাধব সান্যালে করণ শুভরাজখানী নিষ্কৃতি।

* বারেন্দ্রকুলগ্রন্থ 'নিগূঢ়কল্পে' যেরূপ ভাষায় অবসাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, অবসাদের পরিচয়প্রসঙ্গে অনেকটা সেই ভাষাই রক্ষিত হইল।

৬ শূলপাণি মৈত্র (সাতোটা)
|
৭ অম্বুওঝা
|
৮ কুয়াঞি
|
৯ সাকাই
|
১০ বারকড়ি   বশিষ্ঠ   মর্য্যাদ
|
১১ বলাই   বেঞ্চাই   ছেয়াই   হয়গ্রীব
|
১২ শ্রীকণ্ঠ   সর্ব্বানন্দ   বেদান্ত ভট্ট   বিভূতি মিশ্র   বিদ্যাধর
|
১৩ রঘুনন্দন আচার্য্য মৈত্র (শুভরাজখানী)

৩। কালির দাগ অবসাদ—শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী লাহিড়ীতে।

সাতোটার সাকাইর পুত্র বারকড়ি, বশিষ্ঠ ও মর্য্যাদ। বারকড়ি মৈত্র ও হয়গ্রীব কালিহাইয়ে করণ। বারকড়ির পুত্র বলাই, বেঞ্চাই, ছেয়াঞি ও হয়গ্রীব। বলাই আর গোপাল সান্যালে করণ, গোপাল ও দনাই ভাদুড়ীতে করণ, দনাই ভাদুড়ী আর চক্রবর্ত্তী লাহিড়ীতে করণ, এই কারণ চক্রবর্ত্তী লাহিড়ী ও দনাই ভাদুড়ীতে কালিহাই বা কালির অবসাদ। পরে সাতশত খাদি বিক্রয় করিয়া চক্রবর্ত্তী লাহিড়ি ও সাতাই সান্যাল করণ— কালির দাগ নিষ্কৃতি।

কালির দাগ অবসাদে গঙ্গাদাস-সান্যালবংশ মারা পড়েন। ব্যবস্থা যায় ধ্রুব জগন্নাথ বাগছিতে। ছয় বৎসরের ধ্রুব-জগন্নাথ কুশের মেখলা গলায় দিয়া পুরাই সান্যালের সহিত করণ। কালির অবসাদ নিষ্কৃতি করিয়া ধ্রুবের উচ্চ নাই, জগাইর পর কুলীন নাই, নাম হইল জগন্নাথ-ধ্রুব।

১১ সুয়াই বাগছি
|
১২ মানাই
|
১৩ কেশাই   পঞ্জাই   গণাই
|
১৪ লোমাই   কোকাই
|
১৫ ধ্রুবজগন্নাথ (শুভরাজখানী)

৪। জুগেবাদ অবসাদ—চক্রবর্ত্তী লাহিড়ীতে।

১০ থেঁকাই লাহিড়ী

১১ আহুয়াই মাধাই সারঙ্গাই ঈশান দামোদর প্রভৃতি

(আহুয়াই) ১২ শ্রীধরাই শশাই মানাই পঞ্জাই

(শ্রীধরাই) ১৩ বাপী বা বাণী, থগাই, গণাই, নৃসিংহ, সহদেব, কামদেব, ২য় পক্ষে শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী লাহিড়ী (কালির দাগ ও জুগেবাদ), ৩য় পক্ষে কোকাই

(কামিনী আঘাতে লাহিড়ীবংশ দ্রষ্টব্য।)

৫। ছাগীপোড়া অবসাদ—মদন লাহিড়ীতে।

মদন লাহিড়ীর পত্নী নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা সমাজে প্রকাশ হওয়ায় মদন লাহিড়ী স্থগিত থাকেন, পরে মদন লাহিড়ী ঐ বধূর মৃত্যু হইয়াছে রটনা করিয়া একটা মৃত ছাগলকে শ্মশানে লইয়া দাহ করেন। এই কথা প্রকাশ হওয়ায় সমাজস্থ কুলীন ও কুলজ্ঞেরা মদন লাহিড়ীকে ছাগীপোড়ানদোষে ছাগীপোড়া অবসাদ দিয়া স্থগিত করেন। মদন লাহিড়ী ছাগীপোড়াদোষে বিয়াল্লিশ বৎসরকাল স্থগিত থাকেন। মদনের বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম্ব ভোজনাদি করেন না, ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবেরাও ভিক্ষা করিতে যায় না। কুলজ্ঞেরা তরজা করিলেন—

"বধূ বধূ করিয়া মদন বেড়ায়।
শ্মশানে যাইয়া মদন ছাগী পোড়ায়॥
ওরে অবুঝ মদন তোরে বুঝাই।
বাগছিতে বড় পণ্ডিত শুভাই॥"

পরে সমাজস্থ ব্যক্তিরা একতায় করণ করেন। পরমানন্দ সান্যাল ও মদন লাহিড়ীতে করণ ছাগীপোড়াদোষ নিষ্কৃতি।

১০ থেঁকাই লাহিড়ী

১১ আহুয়াই মাধাই সারঙ্গাই ঈশান দামোদর প্রভৃতি

(আহুয়াই) ১২ শ্রীধরাই

(শ্রীধরাই) ১৩ বাপী গণাই প্রভৃতি

(বাপী) ১৪ মদন (ছাগীপোড়া) চতুরানন

৬। চড়িয়া-দোষ—বৈকুণ্ঠ সান্যালে।

চড়িয়ার (সারঙ্গার) কামাইর কন্যা লন বৈকুণ্ঠ সান্যাল, বৈকুণ্ঠের ঘরে ভোজন করেন চাঁদাইলাহিড়ী, চাঁদাইর ঘরে ভোজন করেন দনাই লাহিড়ী, এই কারণ দনাই লাহিড়ী চড়িয়ার ছিটা। পরে কাশী সান্যাল ও চাঁদাই লাহিড়ীতে করণ চড়িয়া নিষ্কৃতি।

(বৈকুণ্ঠ সান্যালের পূর্ব্ববংশ)

১২ বামনাই সান্যাল

১৩ হয়গ্রীব (চামটা) — সুধাকর (উপলসর) — দামোদর

(হয়গ্রীব) — ২য় পক্ষে

১৪ পদ্মাই — ধরাই — শ্রীধর — গোপাল — নরসিংহ — চকাই — সুরাই — প্রদীপ — মণিরাম

(পদ্মাই) — ২য় পক্ষে

১৫ উমাপতি — মহেশ্বর — হেরম্ব — গোবিন্দ — বৈকুণ্ঠ (চড়িয়া) — চণ্ডীদাস — ত্রিবিক্রম — গৌরীদাস

৭। কালাপুরা অবসাদ—বাসুদেব পাঠক সান্যালে।

বিভাই মৈত্রে আলিয়াঘাত*। বাসুদেব পাঠক পরিবর্ত্ত করিয়া বিভাই মৈত্রের ভগিনী গ্রহণ করেন। এই কালে কুলজ্ঞেরা গিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে ছকড়ি মৈত্রের কুশে কুবেরের গঙ্গালাভ। কুবের-পুত্র বাসুদেব পাঠক বিভাই মৈত্রের উপকর্ত্তা। কুলজ্ঞেরা গিয়া বলিলেন, বাসুদেব পাঠক তুমি চন্দ্র-সূর্য্যের (ছকড়ি ও বিভাইর) উপকর্ত্তা, আমাদিগকে বিদায় কর। বাসুদেব পাঠক অহঙ্কার করিলেন, কহিলেন, আমি এক হাত দিয়াছি বিভাইর স্কন্ধে, এক হাত দিয়াছি ছকড়ির স্কন্ধে। দেয় বিদায় বিভাই দিবে, দেয় বিদায় ছকড়ি দিবে। কুলজ্ঞদিগের উষ্মা জন্মিল। কুলজ্ঞেরা বিভাই মৈত্রের নিকট ভেদ জন্মাইলেন যে, ‘বিভাই মৈত্র তোমার উপকার করিয়া বাসুদেব পাঠকের অহঙ্কার জন্মিয়াছে। আমরা বিদায় নিমিত্ত গিয়াছিলাম, তাহাতে কহিল, আমি এক পা দিয়াছি বিভাইর স্কন্ধে, এক পা দিয়াছি ছকড়ির স্কন্ধে, দেয় বিদায় বিভাই দিবে, দেয় বিদায় ছকড়ি দিবে।’ পরে বিভাই মৈত্র কুলজ্ঞদিগকে বিদায় দিয়া স্তুতিবাদ করিলেন। ‘কুলজ্ঞসহায় কুল, আপনারা স্বপক্ষ থাকেন, তবে ইহার প্রতিকার হবে।’ বাসুদেব পাঠকের বাটীতে কালাপুরা নাম্নী এক হাড়িনী চাকরাণী ছিল। কুলজ্ঞেরা তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া বলিলেন, ‘কাল প্রভাতে যখন পাঠক বাহিরে আসিবেন, তুই গায়ে গোবর গোলার ছিটা দিয়া বলিবি, তুমি আমাকে যাহা দিতে চাহিয়াছিলে, দিলে না।’ কুলজ্ঞেরা পরদিন প্রাতঃকালে বাসুদেব পাঠকের বাটীর নিকট দিয়া স্থানান্তরে যাইবার ভাণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। হাড়িনী কুলজ্ঞদিগের কথামত সেইরূপ করিল। কুলজ্ঞেরা বাসুদেব পাঠককে কালাপুরা অবসাদে আস্তাড়ন করিলেন।

* ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৯ সিকাই সান্যাল

২য় পক্ষে

১০ কানাই পিয়াই পুরাই অচ্যুতাই মহীয়াই শঙ্কর মিশ্র

১৩ পুত্রের মধ্যে ১১ পুত্র জাত্যন্তর ঈশাই দিবাই

১২ গদাই

১৩ সাতাই কুবের

১৪ বাসুদেবপাঠক (কালাপুরা) ধনঞ্জয় বৈষ্ণব মিশ্র

৮। ভগাগ্নি দোষ—গদাই মৈত্রে।

ভগাগ্নির কন্যা লন গদাই চাঁপটান, গদাই চাঁপটার কন্যা লন বাউনিয়ার গদাই মৈত্র। গদাই আর চিরঞ্জীব সান্যালে করণ। চিরঞ্জীব সান্যালের ঘরে ভোজন করেন কাশী সান্যাল। কাশী আর শ্রীকণ্ঠ ভাদুড়ীতে করণ, পরে কাশী সান্যাল আর দনাই লাহিড়ীতে করণ, এই কারণ শ্রীকণ্ঠ ভাদুড়ী ও দনাই লাহিড়ী উভয়ে ভগাগ্নির ছিটা। কাশী সান্যালের পুত্র মুকুন্দ সান্যাল। পরে মুকুন্দ সান্যাল আর রাম লাহিড়ীতে করণ ভগাগ্নি-নিষ্কৃতি।

৭ নৃসিংহ শালুকি মৈত্র

৮ মনোহর ওঝা

৯ আকাই

১০ গোবিন্দাই

১১ নিত্যানন্দ

১২ ছকড়ি বিষ্ণাই তেকাই

১৩ জীবধর

১৪ শ্রীগর্ভ গদাই (ভগাগ্নি) মঙ্গল

৯। আসামী-দোষ—চাঁদাই লাহিড়ীতে।

আসামের ভবানন্দ খাঁর কন্যা লন চাঁদাই লাহিড়ী, তজ্জন্য চাঁদাই আসামী-দোষে আস্তাড়িত হন। পরে তিনি কুমারহট্টের কন্যা গ্রহণ করেন। চাঁদাই লাহিড়ী ও পুরুষোত্তম সান্যালে করণ আসামী-দোষ নিষ্কৃতি।

(কাকুরখানী আখাতে পূর্ব্ব বংশ দ্রষ্টব্য)

১৪ মদন লাহিড়ী (ছাগীপাড়া)
২য় পক্ষে ৩য় পক্ষে

১৫ চাঁদাই (আসামী) | সত্যবান্ | বৈকুণ্ঠ | মনসিজ | হিরণ্য, মধুয়াই ইত্যাদি

১০। নসিবখানী অবসাদ—পরমানন্দ সান্যালে।

নসিব খাঁ বিরূপ করিয়াছিল পরমানন্দ সান্যালকে। পরমানন্দ সান্যালের কন্যা লন হৃষীকেশ মজুমদার, হৃষীকেশ মজুমদারের কন্যা লন শ্রীরাম মৈত্র। শ্রীরামের ঘরে ভোজন করেন বদন মৈত্র, বদনের ঘরে ভোজন করেন গদাই সান্যাল, এই কারণ গদাই সান্যাল নসিবখানীর ছিটা। পরে শ্রীরাম মৈত্র ও রাম লাহিড়ীতে করণ নসিবখানী নিষ্কৃতি।

(পরমানন্দ সান্যালের পূর্ব্ব বংশ)

১০ পিয়াই

১১ আনাই (কুজনি) | বনাই (গাড়াদহ) | ধনাই (রূপসী)

(আনাই) — ১২ ডিঙ্গরাই | চামরাই (তালসা) | সাতাই | ২য় পক্ষে নাভাই | আপাই

(চামরাই) — ১৩ শ্রীপতি (তালসা) | উমাপতি (কুদিপুখুরিয়া) | ২য় পক্ষে রঘুয়াই

(শ্রীপতি) — ১৪ দেবাই | কামাই | সত্যবান্

(সত্যবান্) — ১৫ মাধব | ধরাধর | পরমানন্দ (নসিবখানী) | সদাশিব | গোপাল কবিরাজ

১১। সৈয়দখানী অবসাদ—আধুই সান্যালে।

সৈয়দ খাঁ বিরূপ করিয়াছিল আধুই সান্যালকে, আধুই সান্যালের ঘরে ভোজন করেন পিথাই ভাদুড়ী, এই কারণ পিথাই ভাদুড়ী সৈয়দখানীর ছিটা। পরে আধুই সান্যাল-পৌত্র হিরণ্য সান্যাল ও লখাই লাহিড়ীতে করণ—সৈয়দখানী নিষ্কৃতি।

(আধুই সান্যালের পূর্ব্ব বংশ পরে নাটুয়া-ডাঙ্গা অবসাদে দ্রষ্টব্য।)

১২। নাটুয়াডাঙ্গা অবসাদ—আধুই সান্যালে।

চণ্ডীদাস মজুমদার বাদশাহের নাটুয়া (নর্ত্তক) ছিলেন, চণ্ডীদাস মজুমদারের কন্যা লন আধুই সান্যাল, আধুই সান্যালের ঘরে ভোজন করেন রঘুনন্দন আচার্য্য, এই কারণ রঘুনন্দন আচার্য্য নাটুয়া ডাঙ্গা অবসাদের ছিটা। পরে আধুই সান্যাল ও মীনকেতন ভাদুড়ীতে করণ—নাটুয়া-ডাঙ্গা নিষ্কৃতি।

১১ আনন্দাই সান্যাল (সুক্রিগ্রাম)
- ১২ পজাই
- পদ্মনাভাই
  - ১৩ মিতাই
    - ১৪ দিগম্বর
      - ১৫ আধুয়াই (সৈয়দখানী ও নাটুয়া-ডাঙ্গা)
      - পাঁচুয়াই
    - পীতাম্বর
    - শ্রীধর
    - দুর্গাবর
    - চণ্ডীবর
  - শাকাই

১৩। মল্লিক যদুনাথী দোষ।

যদু নাথের চরিত্র-দোষ ছিল। কানাই হাজরার পুত্র গন্ধর্ব্ব খাঁ, বামন খাঁ, শ্রীচন্দ্র খাঁ ও মোহন হাজরা। বামন খাঁর পুত্র জগদানন্দ, তৎপুত্র মল্লিক জানকীবল্লভ জ্ঞাতিসম্পর্কে মল্লিক যদুনাথের ঘরে ভোজন করেন। মল্লিক জানকীবল্লভ কন্যা দেন কমল লাহিড়ীর পৌত্র রামভদ্র লাহিড়ীকে। কমল লাহিড়ীর ঘরে ভোজন করেন গোপাল বাগ্‌ছী, নিধি বাগ্‌ছী, সুরানন্দ ধর্ম্মরায় ভাদুড়ী ও দুর্গাদাস সান্যাল, এই কারণ গোপাল আদি পাঁচ কর্ত্তা মল্লিক যদুনাথের ছিটা। পশ্চাৎ কমল লাহিড়ী ও যদুনাথ ভাদুড়ীতে করণ—মল্লিক যদুনাথী-নিষ্কৃতি।

(মুদাখানীতে পূর্ব্ব বংশ দ্রষ্টব্য।)

১৪ শেখর লাহিড়ী
- ১৫ রামানন্দ
- তিতাই
- কমল (মল্লিক যদুনাথী, পরে বক্তারি)

১৪। বক্তারি অবসাদ—কমল লাহিড়ীতে।

বক্তার খাঁ জীবনসুবুদ্ধিরায়কে বিদ্রূপ করিয়াছিল। নারায়ণ উপাধ্যায়ের কন্যার সহিত জীবনসুবুদ্ধি রায়ের পুত্রের বিবাহ হয়। নারায়ণের কন্যা লন পুরাই সান্যাল। পুরাই সান্যাল ও মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রে করণ, পরে পুরাই সান্যাল ত্রিপুরারি তলাপাত্রের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সেই ত্রিপুরারি তলাপাত্রের আর কন্যা

লন সুরানন্দধর্ম্ম রায় ভাদুড়ী, ধর্ম্মরায়ের ঘরে ভোজন করেন শ্রীকণ্ঠ ভাদুড়ী, এইরূপে শ্রীকণ্ঠ ভাদুড়ী বক্কারির ছিটা। পরে সুরানন্দধর্ম্মরায় ভাদুড়ী ও কমললাহিড়ীতে করণ—বক্কারি নিষ্কৃতি।

(যদুনাথী অবসাদে পূর্ব্ববংশ দ্রষ্টব্য।)

১৫। হাউলখানী অবসাদ—জীবধর মৈত্রে।

নিবাসকোলের তোয়াই পাতসা সাহা মামুদের কর্ম্ম করিতেন, তাঁহার দেউড়ির চাকর ছিল হাউল খাঁ। সেই হাউল খাঁর সওয়ারে তোয়াইয়ের অপমান করে। তোয়াইর কন্যা লন জীবধর মৈত্র, জীবধরের ঘরে ভোজন করেন শক্তিধর মৈত্র, শক্তিধরের ঘরে ভোজন করেন সিধাই মৈত্র, এই কারণ সিধাই মৈত্র হাউলখানির ছিটা। পরে জীবধর মৈত্র আর শুকাই বাগ্‌ছীতে করণ—হাউলখানী নিষ্কৃতি।

(জীবধর মৈত্রের পূর্ব্ববংশ)

৯ মধুয়াই মৈত্র

১০ রক্ষতাই (মাঝগ্রাম) | নন্দাই (গাঙ্গৈল) | গদাই (বাগ্‌সর) | মাধাই (মাটীকোপা) | আনন্দাই (গুড়নই) | ২য় পক্ষ: আনাই, অর্জ্জুনাই — উপেক্ষিত

নন্দাই → ১১ নিতাই | দীঘাই | হেরম্ব | হয়গ্রীব | ধনাই | গণাই | পিয়াই | ২য় পক্ষে: ভরতাই | তেকড়ি

নিতাই → ১২ শিবাই

১৩ নিকাই

১৪ নিমাই | জীবাই (জীবধর) (হাউলখানী)

১৬। পেগম্বরী অবসাদ—কুসুমশেখর খাঁ ভাদুড়ীতে।

পেগম্বর খাঁ বিরূপ করিয়াছিল মাধাই ভট্টশালীকে। মাধাইর কন্যা লন কুসুমশেখর ভাদুড়ী। কুসুমশেখর ও মদন সান্যালে করণ, মদনের ঘরে ভোজন করেন গণাই লাহিড়ী। গণাইর ঘরে ভোজন করেন কোকাই লাহিড়ী, এই কারণ কোকাই লাহিড়ী পেগম্বরীর ছিটা। পরে মদন লাহিড়ী-পুত্র চাঁদাই লাহিড়ী ও পশাই সান্যালে করণ—পেগম্বরী নিষ্কৃতি।

কুসুমশেখর ভাদুড়ীর পূর্ব্ববংশ

১৪ পিযাই ভাদুড়ী

১ম পক্ষে: ১৫ পুষ্পকেতন | ২য় পক্ষে: মীনকেতন | ৩য় পক্ষে: অংশুমান্, কুসুমশেখর খাঁ (পেগম্বরী)

১৭। ভালার দাগ অবসাদ—চতুর্ভুজ সান্যালে।

নওরঙ্গ খাঁর পুত্র মামুদ খাঁ বনমালী ভালার ব্রাহ্মণীকে লইয়া যায়। বনমালীর কন্যা লন উপলসরের চতুর্ভুজ সান্যাল। চতুর্ভুজের ঘরে ভোজন করেন শূলপাণি সান্যাল, এই কারণ শ্রীনিবাস সান্যাল ভালার দাগের ছিটা। পরে চতুর্ভুজ সান্যাল ও রঘুপতি লাহিড়ীতে করণ, রঘুপতি লাহিড়ী ও মিশ্র আচার্য্যে করণ, মিশ্র আচার্য্য ও কৃষ্ণসান্যালে করণ—ভালার দাগ নিষ্কৃতি।

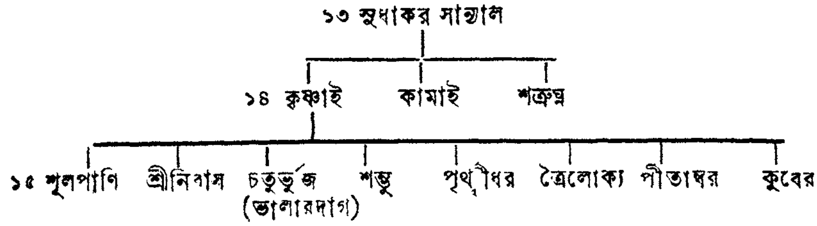

১৮। রাঙ্গা বড়ু অবসাদ—চাম্‌টাসমাজের জগদীশ সান্যালে।

জগদীশ সান্যালের পুত্রবধূ পাক করিতেছিল, জগদীশ সান্যাল সেই পাকঘরের ঝরকাতে হাত দিয়া বড়া চাহিলেন, জগদীশ সান্যালের পুত্রবধূ তপ্তৈতল সহিত বড়া তুলিয়া হাতে দিলেন। তপ্তৈতল পড়িয়া রাঙ্গা হইয়া জগদীশের হাতে ফোস্কা হইল। জগদীশ সান্যাল ও পুরুষোত্তম পঞ্চাননে করণ, পুরুষোত্তম ও কৃষ্ণানন্দ ঢোলে করণ, কৃষ্ণানন্দ ও চণ্ডীদাস আচার্য্যে করণ, চণ্ডীদাস-পুত্র রামভদ্র চক্রবর্ত্তী। রামভদ্র কন্যা দেন শিবরাম সান্যালের পুত্র মহাদেব সান্যালে। শিবরাম সান্যাল ও রামহরি বাগ্‌ছীতে করণ। এইরূপে রামহরি বাগ্‌ছী রাঙ্গা বড়ুর ছিটা। রামহরি ও ভূপতি ভাদুড়ীতে করণ—রাঙ্গাবড়ু নিষ্কৃতি।

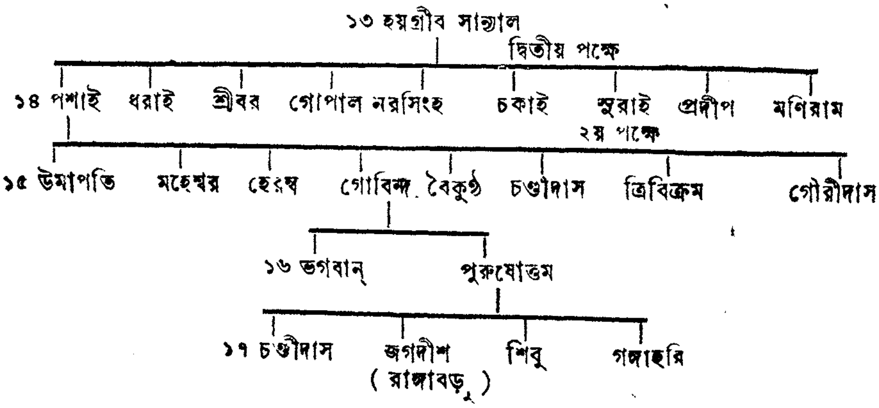

১৯। মথুরকোপা অবসাদ—গৌরীকান্ত মৈত্রে।

বলভদ্রের পুত্র পুষ্পকেতন, মীনকেতন ও বদন পাঁজা। বদন পাঁজার কন্যা লন সহর-মঙ্গলার বাণীনাথ, বাণীনাথের কন্যা লন মথুরা কোপা। মথুরা কোপার কন্যা লন রঘুরাম মজুমদার। রঘুরাম মজুমদার ও রাজারাম খাঁয়ে করণ। রাজারাম অদৃষ্টকন্যা দেন রঘুদেব লাহিড়ীর পুত্রে, পরে কন্যা দেন মহেশ লাহিড়ীর পুত্র রঘুদেবে। রঘুদেব ও জানকীবল্লভ রায়ে করণ, মহেশে ও গৌরীকান্ত মৈত্রে করণ। রঘুদেব, জানকীবল্লভ, মহেশ ও গৌরীকান্ত এই চারিজন কুলীনকে তাহেরপুরের রাজা উদয়নারায়ণ মথুরা-কোপার পাছ দিয়া আস্তাড়িয়া কাশীরাম খাঁকে দিয়া বাহির নিরাবিল পত্তন করেন। কমলনয়ন সান্যাল ভাঙ্গেন কাশীরাম খাঁয়ের কুলজ। কাশীরাম খাঁ ভাঙ্গেন গোপাল চক্রবর্ত্তী লাহিড়ী কুলজ। কাশীরাম খাঁ ও বলরাম সান্যালে করণ। কাশীরাম খাঁ ভাঙ্গেন বিনোদগোপাল চক্রবর্ত্তী লাহিড়ী কুলজ। কাশীরাম খাঁ ও রঘুরাম বাগছীতে করণ। মথুরা-কোপার পর রঘুদেব সান্যালের গঙ্গালাভ। তৎপুত্র গোপীনাথ, রাধানাথ, শিবনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, দেবনারায়ণ ও জীবনারায়ণ। এই কালে গৌরীকান্ত মৈত্র ভাঙ্গেন গোপীনাথ লাহিড়ী কুলজ। গোপীনাথ লাহিড়ী, জানকীবল্লভ, গৌরীকান্ত মৈত্র ও মহেশ সান্যাল এই চারিকুলীন ছাতিন গ্রামে কবিভূষণ চক্রবর্ত্তীর নিকট গিয়া কহিলেন,—আমরা মথুরা কোপায় আবদ্ধ। আমাদিগের করণ করাইয়া কুলরক্ষা করুন। কবিভূষণ চক্রবর্ত্তী কুলজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা ব্যবস্থা করেন মথুরা-কোপা নিষ্কৃতি হয় কিরূপে? কুলজ্ঞেরা কহিলেন, এক রাজায় আস্তাড়িলেন, আর এক রাজা সম্বরণ করেন, তবে নিষ্কৃতি হয়। রাজা উদয়নারায়ণের আস্তাড়িত, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ও রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ দুই রাজার অধিষ্ঠিত। আপনারা কন্যাদান-পূর্ব্বক করণ কারণ করান। কবিভূষণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামচক্রবর্ত্তী ও রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। জয়নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র রামকৃষ্ণ চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী, গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী ও রামনারায়ণ চৌধুরী। পূর্ব্বে গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তীর কন্যা (কবিভূষণ চক্রবর্ত্তীর পৌত্রী) দেন শ্রীপতি ভাদুড়ীকে। জয়নারায়ণ চৌধুরীর পৌত্রী রামকৃষ্ণ চৌধুরী কন্যা দেন কাশীরাম খাঁয়ের পুত্রে। এই কালে দুই রাজা অধিষ্ঠাতা থাকিয়া আর পৌত্রী (শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর কন্যা) দেন জানকীবল্লভ বর্ত্তমানে রামকৃষ্ণরায়ের পুত্র শ্যাম রায়ে। এই ভাবে শিবনারায়ণ লাহিড়ীর কুশে জানকীবল্লভ রায়ের গঙ্গালাভ। জানকীবল্লভ রায়ের পুত্র রামকৃষ্ণ রায়, জয়কৃষ্ণ রায় ও হরেকৃষ্ণ রায়। জানকীনাথ মৈত্রের পুত্র রামকৃষ্ণ মৈত্র। এই কালে শিবনারায়ণ লাহিড়ী ভাঙ্গেন রামকৃষ্ণ রায়ের কুলজ, রামকৃষ্ণ ও দুর্গাদাস সান্যালে করণ, হরেকৃষ্ণ রায় ও গোপাল চক্রবর্ত্তী লাহিড়ীতে করণ, রামকৃষ্ণ মৈত্র ও গোপীনাথ লাহিড়ীতে করণ, গৌরীকান্ত মৈত্র ও নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী সান্যালে করণ—মথুরা-কোপা নিষ্কৃতি। [পর পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

- ১ জয়মানমিশ্র কালিহাই
  - ২ সুগ্রীব বা হয়গ্রীব (নিদ্রালী)
  - হলধর (দেউলী)
  - চক্রপাণি (কালিহাই)
    - ৩ নারায়ণ রাজগুরু
      - ৩ পীতাম্বর মিশ্র
        - ৫ বলদেব অগ্নিহোত্রী
          - ৬ অধিপতি
            - ৭ জয় (ভীমকালিহাই)
            - শশী (কামকালিহাই)
              - ৮ উচ্চৈঃধর (কালিহাই)
                - ৯ ভজাই
                  - ১০ অনন্ত বাঙ্গাল ওঝা (উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর সহকারী)
                    - ১১ ধরাই (পোলসুয়ার)
                    - দুরাই (দূরগ্রাম)
                    - অচ্যুতাই (বোয়ালিয়া)
                    - বরাই (হাঁপানিয়া)
                      - ১২ ধরাই (হাঁপানিয়া)
                      - শশাই (অতিকুলি)
                      - গজাই (রায়সা)
                      - পদ্মনাভাই (রায়সা)
                      - সীতাই (রায়সা)
                      - মাধাই (রায়সা)
                      - ডাকুয়াই প্রভৃতি ৪ জন (পাঁচুড়িয়া)
                        - ১৩ বিশ্বম্ভর
                        - দিবাকর
                          - ১৪ হরিহর
                            - ১৫ বলভদ্র
                              - ১৬ জনার্দ্দন
                              - পুষ্পকেতন
                              - মীনকেতন
                              - বদন পাঁজা (পাঁচুড়িয়া) ইঁহার সংস্রবে পরে মথুরাকোপা
                          - সিদ্ধেশ্বর
                          - শ্রীধর
                          - নরোত্তম
                          - কৃত্তিবাস
                          - লোহাই
                        - দুর্গাবর
                        - রাম
                        - সনাতন
                        - ২য় পক্ষে সত্যবান্
                        - চণ্ডীদাস
                  - বাসুদেব
                  - গদাধর
                - বেটুয়াই
              - মহীধর (ভট্টশালী)
            - ভগবান্ (কাণসোণার কালি)
            - অনন্ত
            - ভীম
            - শশীকাম

২০। আলেখানী—কমলসুবুদ্ধি রায়ে।

আলেখাঁর সোয়ারে বিরূপ করিয়াছিল কমলসুবুদ্ধিরায় লাহিড়ীকে। কমলসুবুদ্ধিরায়ের ঘরে ভোজন করেন সুরানন্দ ধর্ম্ম খাঁ লাহিড়ী। সুরানন্দের পুত্র গোপীনাথ। গোপীনাথ আর শ্রীমুখ সান্যালে করণ। এই কারণ শ্রীমুখ সান্যাল আলেখানীর ছিটা। কমলসুবুদ্ধি রায়ের পুত্র মথুরা, বসন্ত ও রামচন্দ্র রায়। মথুরারায়ের পুত্র সদানন্দ চৌধুরী। সদানন্দ ও লঘুভট্টে করণ, পরে সদানন্দ ও শিবরাম ভাদুড়ীতে করণ। শিবরাম ও রামকৃষ্ণ বাগ্‌ছীতে করণ। রামকৃষ্ণ ও লঘুভট্টে করণ। জয়রাম সান্যাল ও সদানন্দ চৌধুরীতে করণ। পরে জয়রাম ও লঘুভট্টে করণ—আলেখানী নিষ্কৃতি।

মতান্তরে আলেখানীর পর কমলসুবুদ্ধিরায়ের গঙ্গালাভ। তৎপুত্র মথুরা রায়, বসন্তরায় ও রামচন্দ্র চৌধুরী। মথুরা, বসন্ত ও রামচন্দ্ররায়ের অকরণে গঙ্গালাভ। মথুরারায়ের পুত্র ১ম পক্ষে সদানন্দ চৌধুরী ও ২য় পক্ষে গণেশ রায়। সদানন্দ চৌধুরী ও লঘুভট্টে করণ, জয়রাম সান্যাল ও সদানন্দ চৌধুরীতে করণ, পরে জয়রাম সান্যাল ও মাধবভট্ট মৈত্রে করণ—আলেখানী নিষ্কৃতি। পরে লক্ষ্মীকান্ত সান্যাল ও সদানন্দ চৌধুরীতে করণ—পরাণ-মৌলিকী নিষ্কৃতি। এইকালে রঘুদেব ও নয়নানন্দে করণ, তাহাতে সুজাখানী জাগে। পরে মথুরামৈত্র ভাঙ্গেন জনার্দ্দন বাগ্‌ছীর কুলজ।

কমল সুবুদ্ধিরায়ের পূর্ব্ব বংশ।

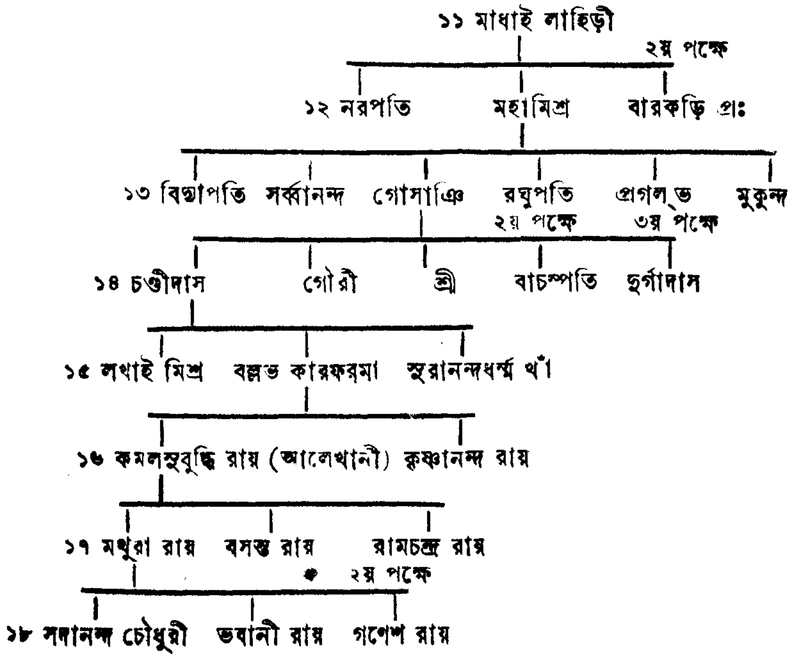

২১। সেরখানী বা সুরখানী অবসাদ—মুরারি সান্যালে।

সের খাঁ বিরূপ করিয়াছিল মুরারি সান্যালকে। মুরারি সান্যালের ঘরে ভোজন করেন বৎস সান্যাল, বৎস সান্যালের ঘরে ভোজন করেন পরমানন্দ সান্যাল, এই কারণ পরমানন্দ সান্যাল সেরখানীর ছিটা। পরে পরমানন্দ সান্যাল ও শশাই বাগ্‌ছীতে করণ—সেরখানী নিষ্কৃতি।

৯ সিকাই সান্যাল (২ পক্ষে)

১০ কানাই, পিরাই, পুরাই, বৈকুণ্ঠাই, অচ্যুতাই, মহীয়াই, শঙ্কর মিশ্র

১১ ঈশাই, দিবাই

১২ কেশাই, মানাই, অর্জ্জুন মিশ্র (২য় পক্ষে)

১৩ অনন্ত, দনাই, চতুর্ভুজ, রাম, জগাই, নারায়ণ, সত্যবান্, মাধব, সুলোচন

১৪ পুরাই, বাচাই, বিভাকর

১৫ চিরঞ্জীব, গোপাল, শ্রীহরি

১৬ মুরারি (সেরখানী)

২২। পহরখাগী অবসাদ—কংসারি সান্যালে।

পাতসাহী কামরায় কংসারি সান্যাল থাগ জ্বালিয়াছিল। এই কারণ পাতসাহ হারাম-খোরে এক প্রহর সর্ব্বাঙ্গে থাগ জ্বালিবেক, এমত হুকুম হইল। সেই কংসারি সান্যালের ঘরে ভোজন করেন পুরাই সান্যাল, পুরাইর ঘরে ভোজন করেন ভিক্ষাকর সান্যাল। এই কারণ ভিক্ষাকর সান্যালে পহরখাগীর ছিটা। ভিক্ষাকর সান্যাল ও ছকড়ি মৈত্রে করণ। ছকড়ি-পুত্র শ্রীনিবাস মৈত্র। শ্রীনিবাস ও দেবাই সান্যালে করণ, তৎপরে বামন ও দেবাই সান্যাল উপকর্ত্তা।

১৩ কৃষ্ণাই সান্যাল (উপলসর)

১৪ শূলপাণি, শ্রীনিবাস, চতুর্ভুজ, শম্ভু, পৃথ্বীধর, ত্রৈলোক্যনাথ, পীতাম্বর, কুবের

১৫ ধ্রুব, শিখর, সিতিকণ্ঠ

১৬ কংসারি সান্যাল (পহরখাগী), সর্ব্বানন্দ

২৩। তের আনী অবসাদ—যাদব লাহিড়ী ও গঙ্গাদাস লাহিড়ীতে।

নবাবজাদির সহিত বাণীনাথ করঞ্জ গাঞির প্রণয় হইয়াছিল। তাহাতে নবাবজাদি বাণীনাথ করঞ্জকে তের আনী ভূমি দিয়াছিলেন। সেই বাণীনাথ করঞ্জের কন্যা লন কবিভূষণ চক্রবর্ত্তী। কবিভূষণ কন্যা দেন যাদব লাহিড়ীর পৌত্রে, যাদবলাহিড়ীর ঘরে ভোজন করেন গঙ্গাদাস লাহিড়ী। এই কারণ গঙ্গাদাস লাহিড়ী তের আনীর ছিটা। পরে যাদবলাহিড়ী ও যদুনাথ ভাদুড়ীতে করণ—তের আনী নিষ্কৃতি।

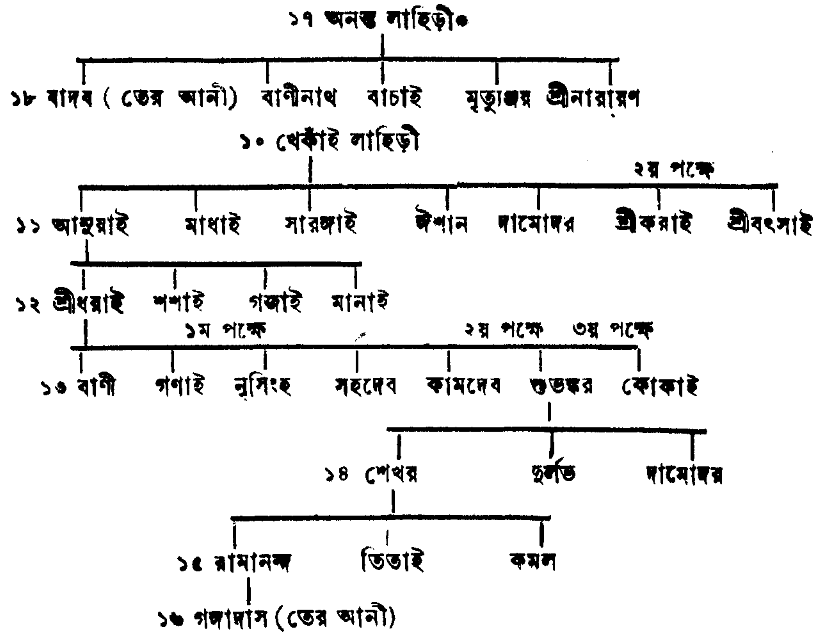

২৪। পীরালি অবসাদ—রূপনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লাহিড়ীতে।

রূপনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লাহিড়ী পীরালি ব্রাহ্মণের কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপনারায়ণ লাহিড়ী পীরালিদোষ সংগোপন করিয়া রঘুনাথ রায়ের উঠানে রামকৃষ্ণ রায়ের অদৃষ্টকন্যা লন। রূপনারায়ণ পীরালির কন্যা লন রঘুনাথ রায়ের পুত্র গোবিন্দরায়। রঘুনাথ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র রাধাকান্ত রায়। রঘুনাথ রায় বর্ত্তমানে রাধাকান্ত রায় অদৃষ্টকন্যা দেন বশিষ্ঠ সান্যালের পুত্রে, পরে কন্যা দেন কৃষ্ণদাস লাহিড়ীতে। কৃষ্ণদাসের ঘরে ভোজন করেন বাণীনাথ লাহিড়ী, এই কারণ বাণীনাথ লাহিড়ী পীরালির ছিটা। তৎপরে কৃষ্ণ বিষ্ণু হরিরাম ছয়কর্ত্তার উপকর্ত্তা আত্মারাম।

[পর পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

* ৬৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ববংশ দ্রষ্টব্য।

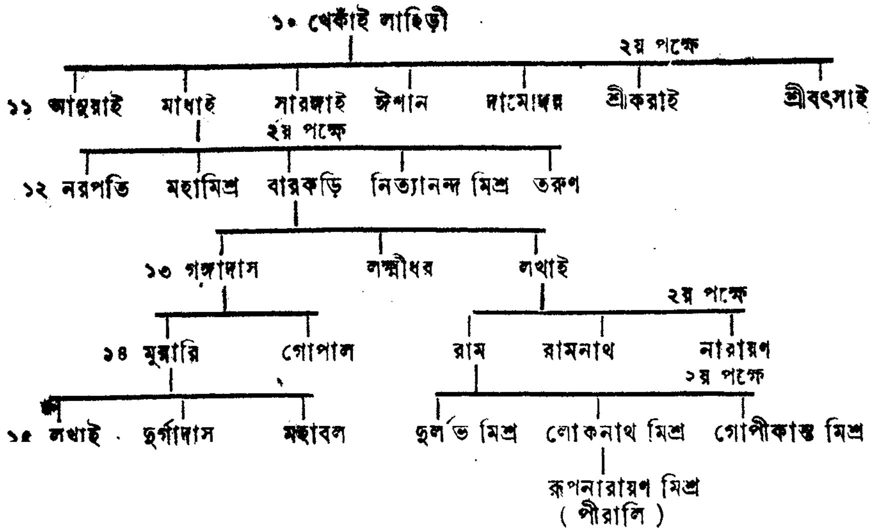

২৫। পীতাম্বর তকি—মুকুন্দ ভাদুড়ীতে।

পীতাম্বর তাকর কন্যা লন মুকুন্দ ভাদুড়ী। মুকুন্দ ও হিরণ্য সান্যালে করণ। মুকুন্দ ভাদুড়ী ও বংশধর বাগছী করণ, এই কারণ বংশধর বাগছী পীতাম্বর তকির ছিটা। পরে মুকুন্দ ভাদুড়ী ও মনসিজ সান্যালে করণ—পীতাম্বর তকি নিষ্কৃতি।

২৬। পয়নালী অবসাদ—মুকুন্দ ভাদুড়ীতে।

পুরাই ভাঁড়িয়াল পাতসাহের চাকরী করিতেন। পাতসাহ পলাইয়া সপ্তাহ পুরাই ভাড়িয়ালের বাড়ীতে ছিলেন। সেই পুরাই ভাড়িয়ালের ঘরে ভোজন করেন মুকুন্দ ভাদুড়ী, মুকুন্দ ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন পাঁচু ভাদুড়ী, পাঁচু ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন ডাক ভাদুড়ী, এই কারণ ডাক ভাদুড়ী পয়নালীর ছিটা। পরে মুকুন্দ ভাদুড়ী ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ—পয়নালী নিষ্কৃতি। উপকার ব্যবস্থা যায় রামচন্দ্র সান্যালে। পয়নালী অবসাদের পর রামচন্দ্র মুকুন্দের উপকর্তা। এ সম্বন্ধে ঢাকুরে আছে—

"ভাদুড়ীকুলের সার, আঠার পালট্ বার,
রামচন্দ্র তোমা দিয়ে উঠিল বিষ জুনী।
পাইয়ে তোমার কুলের জল, মুকুন্দ হইল নির্ম্মল,
হেলায় ভাঙ্গিলা পয়নালী।"

২৭। পেয়ারী অবসাদ—অনন্তলাহিড়ীতে।

— নবাব পেয়ার খাঁর স্ত্রালীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর প্রণয় ছিল, শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন রাম লাহিড়ী, পরে শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন গঙ্গাধ

ভাদুড়ী, গঙ্গাধর ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন ডাক ভাদুড়ী, এই কারণ ডাক ভাদুড়ী পেয়ারীর ছিটা। পরে রাম লাহিড়ীর পুত্র অনন্ত লাহিড়ী ও মুকুন্দ ভাদুড়ীতে করণ, মুকুন্দ-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী, তৎপুত্র সুবুদ্ধি খাঁ ভাদুড়ী। সুবুদ্ধি খাঁ ও লক্ষ্মণ সান্যালে করণ—পেয়ারী নিষ্কৃতি।

[৬৭ পৃষ্ঠায় কাফুরখানী আখাতে বংশ দ্রষ্টব্য।]

২৮। সাতখানী অবসাদ—হিরণ্য সান্যালে।

হতন খাঁর পুত্র মামুদ খাঁ, ওরা খাঁ, সাদি খাঁ, কাফুর খাঁ, আইদ খাঁ ও হাদন খাঁ। এই সাত খাঁ একত্র হইয়া হিরণ্য সান্যালের বাড়ী ঘিরিয়াছিল। হিরণ্য ও মুকুন্দ ভাদুড়ীতে করণ, মুকুন্দের ঘরে ভোজন করেন পদ্মনাভ ভাদুড়ী, এই কারণ পদ্মনাভ ভাদুড়ী সাতখানির ছিটা। পরে হিরণ্য সান্যাল ও কমল লাহিড়ীতে করণ—সাতখানী নিষ্কৃতি।

[হিরণ্যসান্যালের বংশাবলী পরবর্ত্তী সাদেখানী অবসাদে দ্রষ্টব্য।]

২৯। সাদেখানী অবসাদ—উপলসরের হিরণ্য সান্যালে।

সাদে খাঁর সোয়ারে বিরূপ করিয়াছিল শ্রীনাথ কাঠুরিয়াকে। শ্রীনাথ কাঠুরিয়ার পৌত্রী লন শ্রীনাথাচার্য্য লাহিড়ী, শ্রীনাথ ও হিরণ্য সান্যালে করণ। পরে হিরণ্য ও মুকুন্দ ভাদুড়ীতে করণ, এই কারণ মুকুন্দ ভাদুড়ী সাদেখানীর ছিটা। পরে মুকুন্দ ভাদুড়ী ও মনসিজ সান্যালে করণ—সাদেখানি নিষ্কৃতি। নিধাই তলাপাত্র ভোজন দেন হিরণ্য সান্যালকে, পরে কমল আর হিরণ্যে করণ, মনসিজে আর মুকুন্দে করণ, তাহাতে সাদেখানী ও পীতাম্বর-ভকি নিষ্কৃতি।

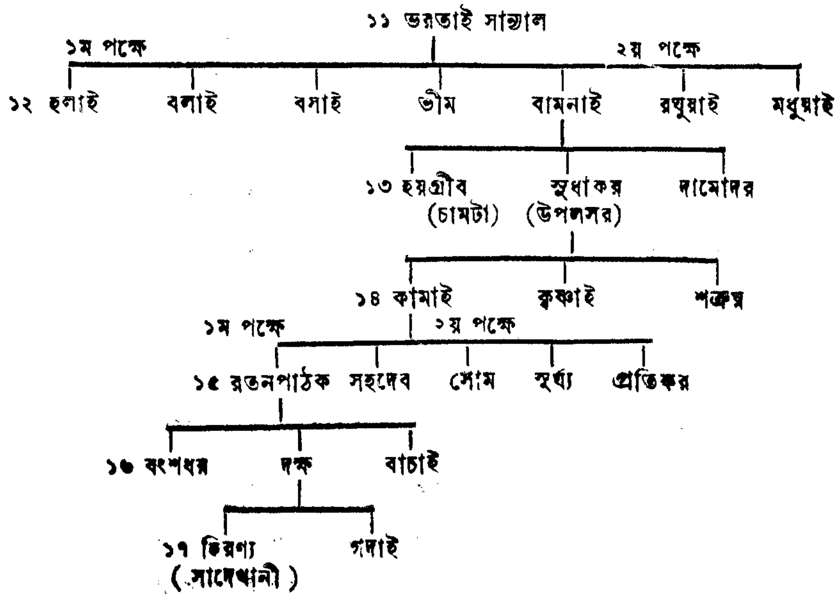

৩০। হিরণ্যতকি অবসাদ—হিরণ্য সান্যালে।

হিরণ্যতকি পসাই পাতসার তবিলদার ছিলেন। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা গরমিল করিয়াছিলেন। এই কারণ পাতসাহী গুনাগার হইল, পাতসা হিরণ্যতকির দন্ত বারণ করিয়া দিলেন। সেই হিরণ্যতকির কন্যা লন হিরণ্য সান্যাল। হিরণ্যের ঘরে ভোজন করেন চাঁদাই লাহিড়ী, চাঁদাইর ঘরে ভোজন করেন মনসিজ সান্যাল, এইরূপে মনসিজ সান্যাল হিরণ্যতকির ছিটা। পরে চাঁদাই লাহিড়ী ও শ্রীনিবাস সান্যালে করণ—হিরণ্যতকি নিষ্কৃতি।

[২৯ সংখ্যক অবসাদে হিরণ্যসান্যালের পূর্ব্ববংশ দ্রষ্টব্য।]

৩১। পরাণ-মৌলিকী—নয়নানন্দ আচার্য্য সান্যালে।

পরাণ-মৌলিকে জন্মিল ব্রহ্মহত্যা। সেই পরাণের ঘরে ভোজন করেন ধ্রুব সান্যাল। ধ্রুবের ঘরে ভোজন করেন শেখর সান্যাল। শেখর সান্যাল ভগিনী দেন বাউনিয়ার জগাই-পুত্র কমল মৈত্রে। কমল ও গৌরীবরমিশ্র সান্যালে করণ। গৌরীবরের পুত্র দুর্লভ আচার্য্য। দুর্লভের অকরণে গঙ্গালাভ। তৎপুত্র নয়নানন্দ আচার্য্য। পরাণ মৌলিকের পর নয়নানন্দের গঙ্গালাভ। নয়নানন্দের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত আচার্য্য। লক্ষ্মীকান্ত ও সদানন্দ চৌধুরী লাহিড়ীতে করণ—পরাণ-মৌলিকী নিষ্কৃতি।

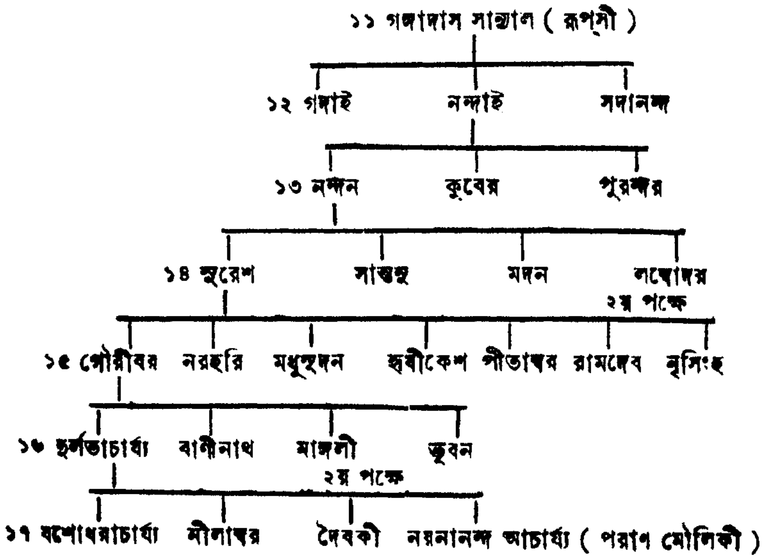

৩২। কপর্দ্দখানী অবসাদ—লখাই বাগ্‌ছীতে।

কপর্দ্দখাঁ সুন্দর সমাদ্দারকে অপমান করেন। সুন্দর সমাদ্দারের কন্যা লন রঘুনাথ সান্যাল। রঘুনাথ সান্যাল ও লখাই বাগ্‌ছীতে করণ। লখাই বাগ্‌ছীর ঘরে ভোজন

করেন নয়ান বাগ্ছী, নয়ান ও কৃষ্ণানন্দ মৈত্রে করণ, এই কারণ কৃষ্ণানন্দ মৈত্র কপর্দ্দখানীর ছিটা। পরে লখাই বাগ্ছী ও গোবিন্দ মৈত্রে করণ—কপর্দ্দখানী নিষ্কৃতি।

[লখাই বাগ্ছীর পূর্ব্ববংশ ৪৩ সংখ্যক নওরঙ্গখানী অবসাদে দ্রষ্টব্য।]

৩৩। সাতসিঁড়ি উমানন্দী—লখাই বাগ্ছীতে।

উমানন্দ চৌধুরী কালীর কন্যা লন সুন্দর সমাদ্দার, সুন্দর সমাদ্দারের কন্যা লন নারায়ণ উপাধ্যায়, নারায়ণ উপাধ্যায়ের কন্যা লন জীবনসুবুদ্ধি রায়। সুবুদ্ধি রায়ের কন্যা লন ত্রিপুরারি তলাপাত্র, ত্রিপুরারির কন্যা লন রঘুনাথ সান্যাল।.রঘুনাথ ও লখাই বাগ্ছীতে করণ। এইরূপে সাতসিঁড়ি অন্তে উমানন্দী ধরা পড়িল। পরে লখাই বাগ্ছী ও গোবিন্দ মৈত্রে করণ—উমানন্দী নিষ্কৃতি।

৩৪। মুদাখানী অবসাদ—মহেশ লাহিড়ীতে।

মুদাখাঁর সোয়ারে মহেশ লাহিড়ীর খানাঘরে কুটী মুদিয়াছিল। সেই মহেশ লাহিড়ী ও দামোদর মৈত্রে করণ, মহেশ লাহিড়ী ও রাজবল্লভ রায় ভাদুড়ীতে করণ, মহেশ লাহিড়ী ও চাঁদরায় ভাদুড়ীতে করণ, এই কারণ চাঁদরায় ভাদুড়ী মুদাখানীর ছিটা। পরে চাঁদরায় ও গোপাল সান্যালে করণ—মুদাখানী নিষ্কৃতি।

১০ থেঁকাই লাহিড়ী
- ১১ আহুয়াই
  - ১২ শ্রীধরাই
    - ১৩ শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী
      - ১৪ শেখর
        - ১৫ রামানন্দ
          - ১৬ গঙ্গাদাস
            - ১৭ মহেশ (মুদাখানী)
        - তিতাই
        - কমল
      - দুর্লভ
      - দামোদর

৩৫। রতিগুরু-রঞ্জিৎখানী—শ্রীগর্ভ ভাদুড়ীতে।

রঞ্জিৎখাঁর কন্যার সহিত শ্রীগর্ভ ভাদুড়ীর প্রণয় ছিল, তজ্জন্য তাঁহার পুত্রবধূকে রঞ্জিৎখাঁর কন্যা উগ্মা করিয়া নিগ্রহ করিতে গিয়াছিল। সেখানে ছিল মামাজীউ। মামাজীউর দোহাই দিল। মামাজীউ গিয়া রঞ্জিৎখাঁর পায়ে ধরিলেন। শ্রীগর্ভ ভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন কমল ভাদুড়ী, তৎপুত্র হরিচরণ ভাদুড়ী, হরিচরণ ও শ্রীচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ, এই কারণ শ্রীচন্দ্র লাহিড়ী রতিগুরু-রঞ্জিৎখানীর ছিটা। পরে শ্রীগর্ভ ভাদুড়ী ও মন লাহিড়ীতে করণ—রতিগুরু-রঞ্জিৎখানী নিষ্কৃতি।

১৫ দনাইভাদুড়ী

১৬ পরমানন্দ | সর্ব্বানন্দ | শ্রীকণ্ঠ | শ্রীকৃষ্ণ

১৭ নন্দন গোমস্তা | শ্রীমুখ | শ্রীগর্ভ ভাদুড়ী (রতিগুরু-রজিৎথানী) | শ্রীকর | শ্রীচন্দ্র

৩৬। দুই শ্রীগর্ভের দংশিত—যাদব বাগ্‌ছীতে।

"দুই দিকে দুই শুঁড়ির ঘর। মধ্যে বামুন রক্ষাকর॥"

রক্ষাকর হাজরার সুরাপানদোষ ছিল। সেই রক্ষাকর হাজরার কন্যা লন রূপ্‌সীর শ্রীগর্ভ সান্যাল, শ্রীগর্ভ ও যাদববাগ্‌ছীতে করণ। পরে জনমেজয় বাগ্‌ছী অদৃষ্টকন্যা দেন রক্ষাকর হাজরার পুত্রে, পরে জনমেজয় বাগ্‌ছী ও বাউনিয়ার শ্রীগর্ভ মৈত্রে করণ, শ্রীগর্ভ মৈত্র ও যাদব বাগ্‌ছীতে করণ, এই কারণ যাদব বাগ্‌ছীতে দুই শ্রীগর্ভের দংশিত অবসাদ ঘটে।

যাদব বাগ্‌ছীর পূর্ব্ববংশ

৮ ধ্রুব বাগ্‌ছী

৯ ধূর্জ্জটী

১০ ছেয়াই | ধিঞাই | জগাই

১১ সুয়াই | মুয়াই | ধনঞ্জয়

১২ মানাই (বোয়ালগ্রাম) | শ্রীপতি (শিমুলিয়া) | গোপাই

১৩ লথাই | নরাই | জগাই | দুগাই

১৪ শশাই | সবাই | মাধব | নরসিংহ

১৫ শুকাই | পিথাই | অনন্ত | বরাই

১৬ কৃষ্ণ | ভগবান্‌ | রামব্রহ্মচারী | রঘু

সুন্দর | পরমানন্দ | যাদব বাগ্‌ছী (দুই শ্রীগর্ভের দংশিত) | সাতকড়ি | বদন | শ্রীমন্ত

৩৭। রেটা চৌয়াই অবসাদ—সুন্দর বাগ্‌ছীতে।

মেঘনার চৌয়াইর কন্যা লন রেটাই বাগ্‌ছী। রেটাই বাগ্‌ছীর ঘরে ভোজন করেন বদন মৈত্র। বদনমৈত্রে ও সুন্দর বাগ্‌ছীতে করণ, এই কারণ সুন্দর বাগ্‌ছী রেটা-চৌয়াইর ছিটা। বদন মৈত্রের পুত্র কৃষ্ণানন্দ মৈত্র, কৃষ্ণানন্দ ও কমল লাহিড়ীতে করণ—রেটা-চৌয়াই নিষ্কৃতি।

৮ ধ্রুব বাগ্‌ছী

৯ ধুর্জ্জটী

১০ ছেয়াই, ধিঞাই, জগাই

(ছেয়াই →) ১১ সুয়াই, মুয়াই, ধনঞ্জয়

(সুয়াই →) ১২ মানাই, শ্রীপতি, গোপাই

(মানাই →) ১৩ কেশাই, পজাই, গণাই

(পজাই →) ১৪ রঘু, রমানাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, ভরত, ভীম, শ্রীহরি

১৫ ত্রিবিক্রম

১৬ জিতামিত্র

১৭ সুন্দর বাগ্‌ছী (রেটা-চৌয়াই)

৩৮। আবদুল রহমানী—দুর্গাদাস লাহিড়ীতে।

১১ আমুয়াই লাহিড়ী

১২ শ্রীধরাই, শশাই, পজাই, মানাই

(মানাই →) ১৩ লোকাই, লোহাই, গোপাল পাঠক

(গোপাল পাঠক →) ১৪ নীলাম্বর, কৃষ্ণাই, জগাই

১৫ শ্রীমন্ত

১৬ যাদব

১৭ দুর্গাদাস লাহিড়ী (আবদুল্ রহমানী)

৩৯। দর্পনারায়ণী অবসাদ—মুকুন্দভাদুড়ীতে।

দর্পনারায়ণ বড়ঠাকুরের পুত্র হরিনারায়ণ ছোটঠাকুর। হরিনারায়ণ ছোটঠাকুরের কন্যা লন শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ী। কুলজ্ঞেরা শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুলজ্ঞদিগকে বসিতে আসন দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের আর কোন তত্ব লইলেন না। কুলজ্ঞেরা কহিলেন, হায়! শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ী রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন, সেই অহঙ্কারে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। দেখ, ইহার কি দোষ আছে। কুলজ্ঞেরা দেখিলেন—হরিনারায়ণ ছোটঠাকুরের কন্যা লন শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ী, সেই হরিনারায়ণ ছোটঠাকুরের জ্ঞাতি দর্পনারায়ণ বড়ঠাকুর। পূর্ব্বে দর্পনারায়ণ বড়ঠাকুরের পোতাথানায় সাতকড়ি নামে এক ব্রহ্মহত্যা হইয়াছিল। তুর্ভমৈত্র দর্পনারায়ণ বড়ঠাকুরের কন্যা গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ী দর্পনারায়ণ বড়ঠাকুরের ঘরে ভোজন করেন। কুলজ্ঞেরা শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ীকে দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িলেন ও রাজার নিকট গিয়া জানাইলেন যে, মহারাজ! তোমার জামাতা শ্রীকৃষ্ণভাদুড়াতে দর্পনারায়ণী অবসাদ জন্মেছে। তুমি যদি জামাতাকে ভোজন দেও, তাহা হইলে তোমাকেও দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িব, নতুবা মহারাজ ভোজন দিলে পরে উপকার দর্শিবে। এই কথা বলিয়া কুলজ্ঞেরা কর্ম্মান্তরে গমন করিলেন।

সেবার শুভযোগ শনিবার, শতভিষানক্ষত্র, মহামহাবারুণী। মুকুন্দভাদুড়ী সুসজ্জ ছিলেন গঙ্গাস্নানে যাইবেন। গোপীনাথ ও শ্রীকান্ত নামক পুত্রদ্বয় তাঁহাকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যদি বার্ব্বকাবাদের পথে গঙ্গাস্নানে যান এবং যদি কুলজ্ঞের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে কি বলিতে কি বলিবেন। অতএব আপনি বার্ব্বাকাবাদের পথে না গিয়া অন্যপথে গঙ্গাস্নানে যাইবেন।

মুকুন্দ ভাদুড়ী ভূষণা দিয়া মামুদপুরের পথে চুমড়ি শিবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্যের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ী বিবেচনা করিলেন পিতৃদেব অন্য অন্য বার আমার এই স্থান দিয়া গঙ্গাস্নানে যান, আমাকে কুলজ্ঞেরা দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তড়িয়াছেন, একারণ পিতা ব্রস্থান দিলেন। শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ী বিবেচনা করিয়া বহু উপঢৌকন লইয়া সমাদরপূর্ব্বক পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তর সেবা শুশ্রূষাদ্বারা পিতাকে বশীভূত করিলেন। কুলজ্ঞেরা শুনিলেন, শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ী মুকুন্দভাদুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তাঁহারা পরস্পরে বলাবলি করিলেন, তবে চল আমরাও যাই। আমাদিগের একযাত্রায় পৃথক্ ফল হবে, গঙ্গাস্নান হবে—মুকুন্দভাদুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎও হবে। কুলজ্ঞেরা তথায় গিয়া গঙ্গাস্নান তর্পণাদি করিয়া মুকুন্দভাদুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। শিবশর্ম্মা ভট্টাচার্য্যের বাটীতে দশদণ্ড পুরাণ পাঠ হইলে পর কুলজ্ঞেরা সম্ভাবন্দনা করিলেন :—

"অমরশ্চ মুকুন্দশ্চ শ্যামঃ কুমুদএবচ।
শিবসিদ্ধান্তবাগীশঃ পঙ্ক্তৌতে পঙ্কদেবতা ॥"

সমস্ত এক শত গাঞি এক দিক্ একা মুকুন্দ এক দিক্। সুতরাং মুকুন্দ গরিষ্ঠ। তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ীকে আমরা দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িয়াছি। তুমি যদি শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ীকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তুমি যে একশত গাঞির প্রধান, সেই একশত গাঞির প্রধান থাকিবে, আর যদি গ্রহণ কর তোমাতেও দর্পনারায়ণী ঘটিবে।

মুকুন্দভাদুড়ী বিবেচনা করিলেন, পুত্র যদি পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আবাল্য অপকার ব্যবস্থা হইবে। আর যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলে কালসহকারে নিষ্কৃতি হইবে। এই বিবেচনা করিয়া মুকুন্দভাদুড়ী কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ আমার ভক্তপুত্র, দর্পনারায়ণী বুকেপিঠে। সভায় ছিলেন শ্রীগর্ভভাদুড়ী, শ্রীগর্ভসান্যাল, ও গঙ্গাধরভাদুড়ী। কুলজ্ঞেরা সেই তিন কুলীনকে শুনাইয়া বলিলেন, তোমরা শুনিয়া থাকিলে, আজ অবধি মুকুন্দভাদুড়ী দর্পনারায়ণীতে বদ্ধ হইলেন।

এইরূপে মুকুন্দভাদুড়ী দর্পনারায়ণী অবসাদে পড়িলেন। তিনি হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের বাটী যাইয়া বলিলেন, মহারাজ! তুমি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ, বারেন্দ্রকুলের যূপ, সতেজকে আস্তাড়িলে নিস্তেজ হয়, নিস্তেজকে ভোজন দিলে সতেজ হয়। দর্পনারায়ণঠাকুরে জন্মেছে দর্পনারায়ণী, তাঁহার ঘরে ভোজন করেন শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ী[১], এজন্য কুলজ্ঞেরা আমাকে দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িয়াছেন। মহারাজ কুলীন দিয়া করণ করান। এই কালে রাজা করণ কারণ করাইলেন। মুকুন্দে অনন্তে করণ, মুকুন্দে ধ্রুবে করণ, অনন্তলাহিড়ী ও মুকুন্দভাদুড়ীতে করণ। এই সময়ে কুলজ্ঞেরা মুকুন্দ ভাদুড়ীর নিকট গিয়া কহিলেন, মুকুন্দভাদুড়ী! তুমি করণ কারণ করিলে, আমাদিগকে বিদায় কর। করণের ব্যাখ্যা শুন। মুকুন্দভাদুড়ী উত্তর করিলেন, গজে গজে চৌদন্ত ভেদন কুলজ্ঞের কি প্রকাশ আছে? কুলজ্ঞেরা কহিলেন, হায়! কুলীন হয়ে কুলজ্ঞের প্রতি এত অহঙ্কার। তোমাকে আজই এমন দাড়ুকা দিই, যে তোমার তিন পুরুষে টানে। কেহ হইলেন স্বপক্ষ, কেহ হইলেন বিপক্ষ। স্বপক্ষে কহিলেন, মুকুন্দে অনন্তে করণ, এই করণে গাইল নিষ্কৃতি। বিপক্ষে কহিলেন, মুকুন্দে দর্পনারায়ণী ও অনন্তে পেয়ারী দোষ, সুতরাং উভয়ের দোষে করণে নিষ্কৃতি হয় নাই। মুকুন্দে ধ্রুবে করণ, এই করণে গাইল নিষ্কৃতি। মুকুন্দে দর্পনারায়ণী, ধ্রুবে ভোজন পেয়ারী। অনন্তলাহিড়ী ও মুকুন্দসান্যালে করণ, এই করণে গাইল নিষ্কৃতি। পূর্ব্বে ডেবড়ার পুরন্দর আচার্য্যের কন্যা লয়েন চিরঞ্জীব সান্যাল। তাঁহার ঘরে ভোজন করেন মুকুন্দ সান্যাল। যে দোষ ছিল তাহা ভোজনে সংশোধন হইয়াছে। করণে কি উপকার দেখিবে? আজ মুকুন্দ, মুকুন্দ, অনন্ত, ধ্রুব ও দুর্ল্লভ মৈত্র, এই পাঁচকর্ত্তা দর্পনারায়ণী। এই কালে চারিকর্ত্তা

(১) "শ্রীকৃষ্ণভাদুড়ীর ঘরে ভোজন করেন পাঁচুভাদুড়ী এই হেতু পাঁচুভাদুড়ীতে দর্পনারায়ণীর ছিটা।" কুলগ্রন্থান্তরে এইরূপ আছে।

বেঁধে চারি ছয়াজিপদ যোগায়। মুকুন্দ বেঁধে গঙ্গাধর বড়, অনন্ত বেঁধে কমল বড়, ধ্রুব বেঁধে লখাই বড়, মুকুন্দ সান্যাল বেঁধে হৃদয় সান্যাল বড়। পূর্ব্বে দুর্ল্লভ বেধে বদন বড়। ব্যবস্থা যায় চারি কর্ত্তা বাঁধিয়া চারি ছুয়জি বড় চারি কর্ত্তার তুল্য কর্ত্তার উপকার করিতে পারে, তবে চারি কর্ত্তার পদ পাইবে। এই কালে গঙ্গাধরে ও নিমাই লাহিড়ীতে করণ ব্যবস্থা হয়। মুকুন্দের স্থাপিত নিমাই, তাহাকে পাইয়া গঙ্গাধর কি পদ পাইবে? মুকুন্দের ছত্রচামর মুকুন্দে রহিল, চারিকর্ত্তার তত্ত্বরক্ষা। দর্পনারায়ণীর পর ধ্রুবের কুশে মুকুন্দের গঙ্গালাভ। মুকুন্দের পুত্র গোপীনাথ, শ্রীকান্ত ও শ্রীকৃষ্ণ। অকরণে তিনেরই গঙ্গালাভ। গোপীনাথের পুত্র যদুনাথ ও বাণীনাথ। শ্রীকান্তের পুত্র রত্নগর্ভ। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ ও জগদানন্দ রায়। হরিনারায়ণ ছোটঠাকুরের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ। এই কালে সুবুদ্ধি খাঁ কুলজে হৃদয় সান্যাল সাহসখানী চলাউড়ি, পো উপেক্ষা করি পৌত্র সম্বরণ করি তথাচ বলি, হৃদয় হৃদয় হৃদয়। হৃদয় নাড়াতাল, প্রপৌত্র নাই যে বাড়ে। শ্রোত্রিয়সম্বলিত গাইল মহারাজার ব্রস্তাল। হৃদয় দর্পনারায়ণীর মুন্দই। হৃদয়ের করণে গাইল নিষ্কৃতি নহে, গাইল জাগে। এই কালে রাজা কংসনারায়ণ মাদা মোকামে পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিয়া ভাগিনেয় বৈদ্যনাথ তলাপাত্রকে পত্র দিলেন,— ভাগিনেয় সুবুদ্ধি খাঁ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ ও জগদানন্দ রায় তিন ভ্রাতা যাইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি হিন্দুর শ্রেষ্ঠ, বারেন্দ্রকুলের যূপ, সতেজকে আস্তাড়িলে নিস্তেজ হয়, নিস্তেজকে ভোজন দিলে সতেজ হয়। মহারাজ! আমাদিগকে ভোজন দিলেন না। সজনদিগের ভগিনী মহারাজের ভগিনী, অরক্ষণীয়া হইয়াছে, পাত্র দেন ভগিনী সম্প্রদান করি। নতুবা যৎকুৎসিৎ ব্রাহ্মণে সম্প্রদান করিব, তাহাতে মহারাজেরই লজ্জা। এই কালে রাজা কংসনারায়ণ সভা করিয়া কুলীন কুলজ্ঞ লইয়া পরামর্শ করিলেন, সুবুদ্ধি খাঁ প্রভৃতির দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি হয় কিরূপে? কুলজ্ঞেরা ব্যবস্থা করিলেন, মহারাজ হিন্দুর শ্রেষ্ঠ, বারেন্দ্রকুলের যূপ সতেজকে আস্তাড়িলে নিস্তেজ হয়, নিস্তেজকে ভোজন দিলে সতেজ হয়। মহারাজ ভোজন দিয়া করণ করান, তবেই দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি হয়। পূর্ব্বে ছকড়ি পণ্ডিত কন্যা দেন গদাধর পণ্ডিতকে। গদাধর পণ্ডিত কন্যা দেন রাজা কংসনারায়ণে। রাজা কংসনারায়ণ পরে বিবাহ করেন বসন্তরায়ের কন্যা। ব্যবস্থা যায়, পূর্ব্ব জোনালি রাম লাহিড়ীতে করণ করিয়া রামবল্লভে জোনালি নিষ্কৃতি ও রামদুর্ল্লভে দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি। বিজয় লস্কর কন্যা দেন বল্লভ চৌধুরীতে, অকরণে বল্লভের গঙ্গালাভ। এই কালে রাজা কংসনারায়ণ ভোজন দেন সুবুদ্ধি খাঁকে। ব্যবস্থা হয়, রাজা দেন ভোজন, গাইল হইল তরল পাতল, কুলীনের চাই আদর। এই কালে নিরাবিল সান্যালে গণনা যায় কমল, নয়ান, লক্ষ্মণ ও দুর্গাদাস। কমলের পুত্র জ্ঞানগোবিন্দের উপকার করিয়া বড় হবে, অকরণে জ্ঞানের গঙ্গালাভ। রঘুনাথ লখাই বাগ্ছীর উপকার করিয়া বড় হবে। সাত সিঁড়ি দিয়া উমানন্দী ধরা

পড়িল। দুর্গাদাসে আবদুল-রহমানী। নিরাবিল ছিলেন লক্ষ্মণ সাণ্ডাল। লক্ষ্মণ সাণ্ডালেই এখন নির্ভর, আসে লক্ষ্মণ ভাঙ্গে দর্পনারায়ণী, না আসে লক্ষ্মণ না ভাঙ্গে দর্পনারায়ণী। এই কালে দুই শ্রীগর্ভের দংশিত যাদব বাগ্ ছী। পূর্ব্বে জগাই ও রাম মজুমদারে করণ। রামমজুমদারের কন্যা লন জয়রাম মৈত্র। জয়রাম ও গঙ্গাদাস লাহিড়ীতে করণ। গঙ্গাদাসের পুত্র মহেশ। এইকালে যাদব বাগ্ ছী আর লক্ষ্মণ সান্যালে করণ, লক্ষ্মণ সান্যাল আর মহেশ লাহিড়ীতে করণ, ছাগামার্গে মহেশ লক্ষ্মণের উপকর্ত্তা, সেই লক্ষ্মণ ও সুবুদ্ধি খাঁয়ে করণ—দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি।

১৫ অংশুমান্ ভাদুড়ী।

১৬ মুকুন্দ — রমানাথ — রাম — পাঁচু

(মুকুন্দ পুত্র) ১৭ গোপীনাথ — শ্রীকান্ত — শ্রীকৃষ্ণ (দর্পনারায়ণী অবসাদ)

(শ্রীকৃষ্ণ পুত্র) ১৮ সুবুদ্ধি খাঁ — কেশব খাঁ — জগদানন্দ রায়

শাণ্ডিল্যগোত্র-নন্দনাবাসী।

৮ দিবাকর জগৎগুরু

৯ পুরুষোত্তম বেদান্তিক — কুল্লুক ভট্ট — মকরধ্বজ মিশ্র — খোঁড়াচার্য্য

(পুরুষোত্তম পুত্র) ১০ নাভট ভট্ট পুঃ ১১ শশী, পুঃ ১২ সঙ্কর্ষণ, পুঃ ১৩ নন্দন, পুঃ ১৪ বামন, পুঃ ১৫ কন্দর্প, পুঃ ১৬ কামদেব ভট্ট (ভট্টাঘাত), পুঃ ১৭ বিজয়লস্কর, পুঃ ১৮ রাজা উদয়নারায়ণ

১৯ হৃদয়নারায়ণ বড় ঠাকুর — সুবুদ্ধিনারায়ণ — দর্পনারায়ণ* — বিজয়নারায়ণ — হরিনারায়ণ

(হরিনারায়ণ পুত্র) মুকুন্দ — ২য় পক্ষে রাজা কংসনারায়ণ

এইকালে দর্পনারায়ণী বাহির দিয়া হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্মণ তলাপাত্র ও শঙ্করাচার্য্য এই তিন শ্রোত্রিয় অবলম্বনে আদি নিরাবিল পত্তন। হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্ত্তী বাণীবল্লভ ভাদুড়ীকে কন্যা দেন, লক্ষ্মণ তলাপাত্র লোকনাথ মৈত্রে কন্যা দেন এবং শঙ্করাচার্য্য নয়ান সাণ্ডালে কন্যা

---

* আধুনিক কুলগ্রন্থে ও কুলশাস্ত্রদীপিকায় রাজা উদয়নারায়ণের পুত্র হৃদয়নারায়ণ, তৎপুত্র হৃদয়নারায়ণ, তৎপুত্র দর্পনারায়ণ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মাঝগাঁ ও ভারেঙ্গার কুলজ্ঞদিগের হস্তলিখিত শতাধিকবর্ষের প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহে রাজা উদয়নারায়ণের ৫ পুত্র—হৃদয়নারায়ণ, সুবুদ্ধিনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও রাজা হরিনারায়ণ এইরূপ লিখিত ইহাই প্রকৃত পাঠ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

দেন। বাণীবল্লভ ভাদুড়ী ও মধুসান্যালে করণ। তাহার পর নয়ানে নয়ানে করণ, নয়ানে লোকনাথে করণ, লোকনাথ ও রামনাথে করণ, নয়ানে বিষ্ণুদাসে করণ, নয়ানে বাণীবল্লভ ভাদুড়ীতে করণ।

"অষ্ট অষ্টকুলের রমানাথ গণি। মৈত্রে লোকনাথ ভাদুড়ীতে বাণী।
সান্যালে নয়ান বিষ্ণুদাস লাহিড়ী। দ্বিজরাজ নয়ান নয়ান লাহিড়ী॥"

৪০। হাসনখানী অবসাদ—কমলনয়ন সান্যালে।

হাসন খাঁর সোয়ারে কমলনয়ন সান্যালকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। কমলনয়নের ঘরে ভোজন করেন শ্রীমন্ত সান্যাল। শ্রীমন্ত ও মুকুন্দ ভাদুড়ীতে করণ, এই কারণ মুকুন্দ ভাদুড়ী হাসনখানীর ছিটা। কমলনয়ন সান্যাল ও বাণীবিলাস মৈত্রে করণ—হাসনখানি নিষ্কৃতি।

১০ পিয়াই সান্যাল

১১ আনাই (কুজনি) বনাই (গাড়াদহ) ধনাই (রূপ্‌সী)

২য় পক্ষে

১২ ডিঙ্গরাই (কুজনি) চামরাই (তালসা) সাতাই আপাই

২৩ হরিহর বংশধর

১৪ কৃষ্ণাই বেঙ্কাই দুর্গাবর

১৫ মহেশ্বরবাম ব্যাস

১৬ ত্রৈলোক্যনাথ ভাস্কর গোপীনাথ শ্রীকর

১৭ পুরন্দর মঙ্গলতলাপাত্র লক্ষেশ্বর জনার্দ্দন

১৮ কমলনয়ন (হাসনখানী) রঘুনাথ

৪১। উমানন্দী অবসাদ—সুবুদ্ধি খাঁ ভাদুড়ীতে।

উমানন্দ চৌধুরী কালিয়াই ও শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীতে করণ। এই শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাইর বংশ। পরে সুবুদ্ধি খাঁ বিবাহ করেন জীবনসুবুদ্ধি রায়ের কন্যা। জীবনসুবুদ্ধি রায়ের এক

কন্যা লন গোপীকান্ত চতুর্ম্মুখ, অপর কন্যা লন শূলপাণি আচার্য্য লাহিড়ী, এই কারণ গোপীকান্ত চতুর্ম্মুখ ও শূলপাণি আচার্য্য লাহিড়ী উভয়ে উমানন্দীর ছিটা। পরে সুবুদ্ধি খাঁ ও লক্ষ্মণ সান্যালে করণ—উমানন্দী নিষ্কৃতি।

(৩৯ দর্পনারায়ণী অবসাদে বংশলতা দ্রষ্টব্য।)

৪২। খোজাম্বরী অবসাদ—গোপীনাথ বাগ্‌ছীতে।

জগদানন্দ রায়ের কন্যা গোপীনাথ বাগ্‌ছীর পত্নী, তাহাকে দেখিয়াছিল খোজাম্বর খাঁ পাতশা। সেই গোপীনাথ বাগ্‌ছীর ঘরে ভোজন করেন জগদানন্দ রায়, জগদানন্দ রায় বিবাহ করেন জীবন সুবুদ্ধি রায়ের এক কন্যা, পরে জীবন সুবুদ্ধি রায়ের আর এক কন্যা লন সুবুদ্ধি খাঁ ভাদুড়ী। এই কারণে সুবুদ্ধি খাঁ ভাদুড়ী খোজাম্বরীর ছিটা। জগদানন্দ রায়ের পুত্র রাজবল্লভ রায় ও গোপীনাথ বাগ্‌ছীতে করণ, তৎপরে গোপীনাথ ও কেশব খাঁয় করণ—খোজাম্বরী নিষ্কৃতি।

৪৩। নওরঙ্গখানী অবসাদ—গোপীনাথ বাগ্‌ছীতে।

খোজাম্বার খাঁ পাত্‌সার দেওয়ান জগদানন্দ রায় ভাদুড়ী। খোজাম্বার খাঁর পুত্র নওরঙ্গ খাঁ। সেই নওরঙ্গ খাঁর কন্যা হাওয়াখানাতে গিয়াছিল, দৈবাৎ জগদানন্দ রায়ের জামাতা গোপীনাথ বাগ্‌ছী সেই হাওয়াখানাতে তামাসা দেখিতে গিয়াছিলেন। নওরঙ্গ খাঁর কন্যা গোপীনাথ বাগ্‌ছীকে দেখিয়া কহিল, "আও আও মেরা দাওয়ানকো দামাজ।" এই বলিয়া সরাপ খাইয়া মত্ত হইয়া গোপীনাথ বাগ্‌ছীর গলা ধরিল। তাহাতে দ্বারকানাথ বাগ্‌ছী ধরিতে গিয়াছিল। নবাবী সওয়ারে তলোয়ারে তাহাকে ওয়ার করিল। ইহাতে দ্বারকা গেল কাটা। সেই গোপীনাথ বাগছীর ঘরে ভোজন করেন ভারতীনাথ বাগছী, তারপর হাতিয়াগড়-ছত্রভোগের বাণী দালালের কন্যা লন ভারতীনাথ বাগ্‌ছী, আর কন্যা লন বাসাই লাহিড়ী। তারপর সুবুদ্ধি খাঁ, গৌরীকান্ত ও দামোদর এই তিন কর্ত্তা ভারতীনাথ বাগ্‌ছীতে করণ করেন। ভারতীনাথ বাড়ে না একারণ সুবুদ্ধি খাঁ, দামোদর ও গৌরীকান্ত তিনকর্ত্তা নওরঙ্গখানীর ছিটা। পরে গোপীনাথ বাগ্‌ছী ও জগদানন্দ রায়ে করণ—নওরঙ্গখানী নিষ্কৃতি।

নওরঙ্গখানী সম্বন্ধে এরূপও লিখিত আছে—সর্ব্বদারী পৃথ্বীধর চৌধুরীর কন্যা লন গৌরীকান্ত সান্যাল। উপকার ব্যবস্থা যায় সান্যালে। গোপীনাথ বাগ্‌ছী আর গৌরীকান্ত সান্যালে করণ। গোপীনাথ যে কিছু ধন পণ পাইলেন, তাহা আপনি লইলেন। কুলজ্ঞেরা জগদানন্দরায়ের নিকট ভেদ জন্মাইলেন, রায় মহাশয়! তোমার জামাতা গোপীনাথ বাগ্‌ছী নওরঙ্গখানী থাকিয়া গৌরীকান্ত সান্যালের উপকার করে, তোমার অপেক্ষা রাখে না। দোষে দোষে হইল করণ। উপকার না দেখে পরে ব্যবস্থা যায় জগদানন্দ রায়ে। জগদানন্দ রায় ও গৌরীকান্ত সান্যালে করণ—নওরঙ্গখানী নিষ্কৃতি

[পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

১৪ কোকাই বাগ্‌ছী

১৫ মধুরাই পরাশর পরমানন্দ

২য় পক্ষে

১৬ বংশীধর নারায়ণ সাতু

১৭ ধ্রুব লখাই

২য় পক্ষে

১৮ গোপীনাথ (নওরঙ্গখানী) রঘুনাথ ভবাই

নওরঙ্গখানীর দ্বিতীয় প্রসঙ্গে ১০ পিয়াই সান্যাল

১১ আনাই বলাই ধনাই

২য় পক্ষে

১২ ডিঙ্গরাই চামরাই সতাই নাভাই আপাই

২য় পক্ষে

১৩ শ্রীপতি উমাপতি রঘুয়াই মধুয়াই

১৪ দেবাই (সলপাঘাত) কামাই সত্যবান্

১৫ বাসুআই পশাই শম্ভু গৌরীবর ভগবান্ গোবিন্দ

১৬ কাশী চিরঞ্জীব লখাই ভুবন

১৭ মুকুন্দ শ্রীমুখ

১৮ বাসু কন্দর্প

১৯ রঘুনাথ (নওরঙ্গখানী) গোপীনাথ

নওরঙ্গখানী সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে এরূপও লিখিত আছে—এক মুসলমান নিগ্রহ করিয়াছিল সুন্দর সমাদ্দারকে। সুন্দর সমাদ্দারের কন্যা লন রঘুনাথ সান্যাল। রঘুনাথ ও লখাই বাগ্‌ছীতে করণ। লখাই বাগ্‌ছীর ঘরে ভোজন করেন নয়ান বাগ্‌ছী। নয়ান বাগ্‌ছী ও কৃষ্ণানন্দ মৈত্রে করণ। তাহাতে কৃষ্ণানন্দ মৈত্র নওরঙ্গখানীর ছিটা। পরে লখাই বাগ্‌ছী ও গোবিন্দ মৈত্রে করণ—নওরঙ্গখানী নিষ্কৃতি।

৪৪। অদৃষ্টকন্যা—মৃত্যুঞ্জয় লাহিড়ীতে।

মৃত্যুঞ্জয় লাহিড়ী বর্ত্তমানে তাহার পুত্র হরিদেব লাহিড়ী অদৃষ্ট-ভগিনী দেন অনন্ত লাহিড়ীর পুত্র হরিদেব লাহিড়ীকে, হরিদেবের ঘরে ভোজন করেন হরিনারায়ণ ভাদুড়ী, এই কারণ হরিনারায়ণ ভাদুড়ী অদৃষ্টকন্যার ছিটা। তৎপরে যদুনাথ ভাদুড়ী ও মৃত্যুঞ্জয় লাহিড়ী উপকর্ত্তা।

(কামিনী আখাতে পূর্ব্ববংশ দ্রষ্টব্য)

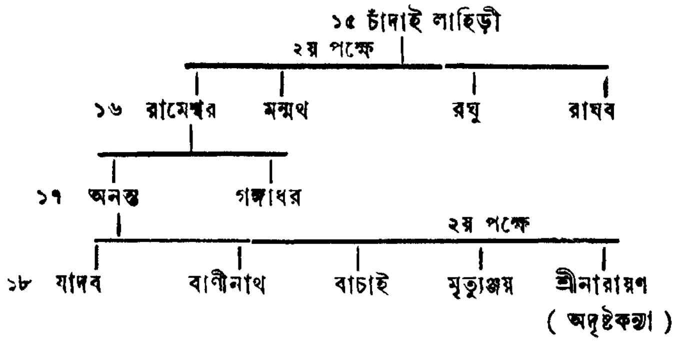

৪৫। সিদ্ধিদোষ—পুখুরিয়ার বাণীনাথরায় চৌধুরী সান্যালে।

চণ্ডীদাস সিদ্ধির কন্যা লন বাণীনাথ চৌধুরী সান্যাল, অকরণে বাণীনাথের গঙ্গালাভ, বাণীনাথের পুত্র রতিনাথ, রতিনাথের প্রথম পক্ষের পুত্র জয়নারায়ণ, ২য় পক্ষে রামকৃষ্ণ তলাপাত্র। রামকৃষ্ণ তলাপাত্রের ঘরে ভোজন করেন জগাই সান্যাল। জগাই সান্যালের ঘরে ভোজন করেন নারায়ণ সান্যাল। এই কারণে নারায়ণ সান্যাল সিদ্ধির ছিটা। পরে রামকৃষ্ণ তলাপাত্র সান্যাল (পুখুরিয়া) ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ—সিদ্ধিদোষ নিষ্কৃতি।

[পর পৃষ্ঠায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

বাণীনাথ সান্ন্যালের পূর্ব্ববংশ ।

১০ মহীয়াই
১১ ঈশাই
১২ গদাই
১৩ সাতাই কুবের
১৪ বাসুদেব পাঠক ধনঞ্জয় বৈষ্ণব মিশ্র
১৫ গৌরীবর পাঠক কৃষ্ণরাম
১৬ শতানন্দ
১৭ রমাই গঙ্গাধর মথুরানাথ জগদীশ
২য় পক্ষে
১৮ ভবানী দুর্গাদাস হরিগোপাল রামচন্দ্র বাণীনাথ (সিদ্ধিদোষ)

৪৫। চাঁদি অবসাদ—সুরানন্দ ধর্ম্মরায় ভাহড়ীতে ।

বারথাদার চাঁদাই'র ঘরে নারায়ণ উপাধ্যায় ভোজন করেন। নারায়ণ উপাধ্যায়ের কন্যা লন ত্রিপুরারি তলাপাত্র, ত্রিপুরারির কন্যা লন সুরানন্দ ধর্ম্মরায় ভাহড়ী। তাঁহার ঘরে ভোজন করেন পরমানন্দ ভাহড়ী। এরূপে পরমানন্দ ভাহড়ী চাঁদির ছিটা। পরে সুরানন্দ ধর্ম্মরায় ও কমল লাহিড়ীতে করণ—চাঁদি নিষ্কৃতি।

১১ গঙ্গাই ভাহড়ী
১২ সবাই বরাই শ্রীনিবাস
১৩ দামাই রামাই বাসুয়াই
১৪ অনিরুদ্ধ শিব প্রভাকর
১৫ দনাই
১৬ পরমানন্দ সর্ব্বানন্দ শ্রীকণ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ
১৭ যদু রঘু
১৮ সুরানন্দ ধর্ম্মরায়

৪৭। বগাঅবসাদ—সুলোচন ঢোলে।

মাঙ্গুলি ধর্ম্ম খাঁর পিতা ধোপ কাপড় পরিয়া বহির্দ্দেশে গিয়াছিলেন। মাঙ্গুলিধর্ম্ম খাঁ বক ভাবিয়া তীর মারিলেন, তাহাতে তাঁহার পিতার প্রাণ বাহির হইল।

"মাঙ্গুলী ধর্ম্ম খাঁ বড় পুণ্যবান্।
পিতা মেরে পাইল তার বগা হইল নাম॥"

মাঙ্গুলিধর্ম্ম খাঁর এক কন্যা লন সুলোচন ঢোল, আর কন্যা লন পুরুষোত্তম সান্যাল। সুলোচন ঢোল ও বল্লভ চৌধুরীতে করণ। পরে বল্লভ চৌধুরীর গঙ্গালাভ। বল্লভ ভাতিঝি বৈদ্যনাথ তলাপাত্রে উৎসর্গ করেন, তলাপাত্রের ঘরে ভোজন করেন হরিবল্লভ চৌধুরী। হরিবল্লভের ঘরে ভোজন করেন গোপীবল্লভ মৈত্র। এই কারণ গোপীবল্লভ মৈত্র বগার ছিটা। পরে বিশ্বনাথ মৈত্র ও কৃষ্ণদাস লাহিড়ীতে করণ, কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও জনার্দ্দন খাঁয়ে করণ—বগা-নিষ্কৃতি।

সাদেখানীর কামাইর বংশ দ্রষ্টব্য।

১৫ সোম
১৬ অনন্ত　　কেশব　　ঈশ্বর　　লোকনাথ　　সুপ্রভাত
(সুপ্রভাত →) ১৭ রাম　　সুলোচন ঢোল (বগা)　　গঙ্গাদাস

৪৮। রোহেলা অবসাদ—প্রচণ্ড খাঁতে।

প্রচণ্ড খাঁ বিবাহ করেন রোহেলার বিশ্বনাথ পাঠকের কন্যা। প্রচণ্ড খাঁর পুত্র চাঁদ রায়, হরিরাম রায় ও রাম রায়। চাঁদ রায়ের কন্যা লন প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ী, প্রাণবল্লভ ও দুর্গাদাস সান্যালে করণ, দুর্গাদাসের ঘরে ভোজন করেন রাজবল্লভ রায়, রাজবল্লভের ঘরে ভোজন করেন কেশব খাঁ, এই কারণ কেশব খাঁ রোহেলার ছিটা। পরে কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও জনার্দ্দন খাঁয়ে করণ—রোহেলা নিষ্কৃতি।*

১৮ সুবুদ্ধি খাঁ　　কেশব খাঁ　　জগদানন্দ রায় ভাদুড়ী [খোজাগরীতে পূর্ব্ববংশ দ্রষ্টব্য।]
(জগদানন্দ →) ১৯ রাজবল্লভ　　দেববল্লভ রায়　　জানকীবল্লভ রায়　　২য় পক্ষে ভবানীবল্লভ　　৩য় পক্ষে প্রাণবল্লভ রায়　　ভুবনবল্লভ

* নবম অধ্যায়ে রোহেলাপটীর ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

৪৯। হাড়ীবাদ—কুদিপুখুরিয়ার গৌরীকান্ত সান্যালে।

মিশ্রসিংহ সাধু বাগ্‌ছীর পুত্র যাদব বিদ্যাভূষণ চক্রবর্ত্তী তাহাতে হাড়ীবাদ। সেই বিদ্যা-ভূষণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা লন সুরানন্দ ধর্ম্মরায় কালিহাই। সুরানন্দ ধর্ম্মরায় ও কমল লাহিড়ীতে করণ, কমলের ঘরে ভোজন করেন রাঘব লাহিড়ী, এই রাঘব রঘুপতির বংশ। রাঘব লাহিড়ী ও গৌরীকান্ত সান্যালে করণ, এই কারণে গৌরীকান্ত সান্যাল হাড়ীবাদের ছিটা। পরে কমল লাহিড়ী ও শিবানন্দ সান্যালে করণ—হাড়ীবাদ নিষ্কৃতি।

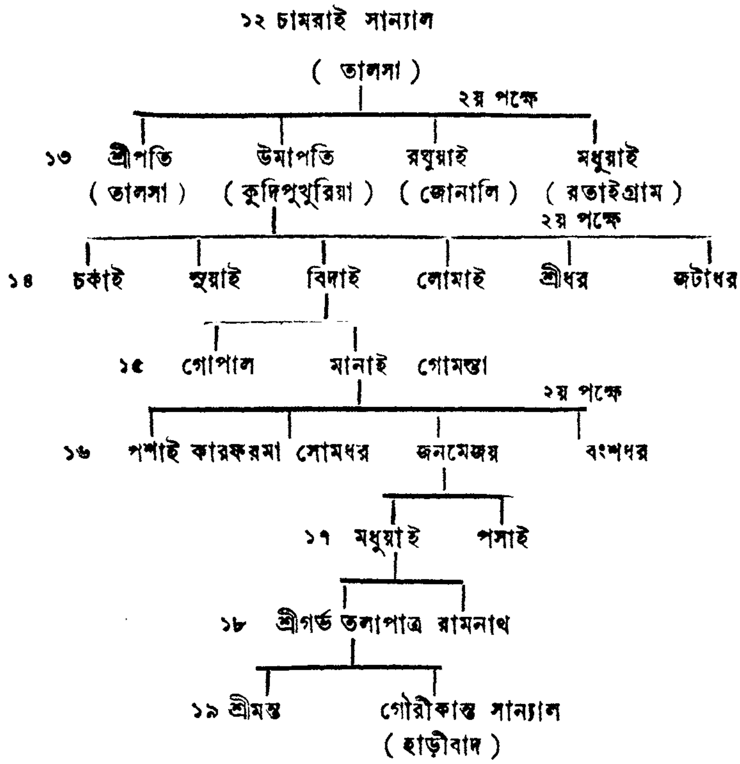

৫০। গরবাহাদুরী অবসাদ—চামটার অব্যয় সান্যালে।

গরবাহাদুর খাঁর পুত্র জোর করিয়া অব্যয় সান্যালকে দিয়া থানা বহিয়া আনাইয়াছিল। অব্যয় সান্যালের ঘরে ভোজন করেন শ্রীবর সান্যাল, শ্রীবরের ঘরে ভোজন করেন প্রদ্যুম্ন সান্যাল, এই কারণ প্রদ্যুম্ন সান্যাল গরবাহাদুরের ছিটা। তৎপরে মুকুন্দ ভাদুড়ী অব্যয় সান্যালের উপকর্ত্তা.—গর বাহাদুরী নিষ্কৃতি।

১৫ ত্রিবিক্রম সান্যাল
১৬ রঙ্গ — অর্জ্জুন
(অর্জ্জুন) ১৭ শিবাই — ভবাই — ধাপড় সিংহ
(ধাপড় সিংহ) ১৮ লক্ষ্মীনাথ চৌধুরী
(লক্ষ্মীনাথ চৌধুরী) ১৯ উদ্ধবরায় — গোপাল রায়
(গোপাল রায়) ২০ মাধব — ঈশ্বর
(মাধব) ২১ অবায় — বাচাই
(গব বাহাদুরী)

৫১। সাধকনামা দোষ (ভবানীপুরী)—রামচন্দ্র বাগ্‌ছীতে।

মথুরেশ চক্রবর্ত্তী ভবানীপুরের ৺কালীমাতার পূজারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে পূজারীর কাজ অতি নিন্দিত। মথুরেশ চক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র বাগ্‌ছীর পুত্রকে কন্যা দান করেন। কুলজ্ঞেরা চক্রবর্ত্তীকে কহিলেন, চক্রবর্ত্তী! তুমি কুলকার্য্য করিলে আমাদিগকে বিদায় কর। চক্রবর্ত্তী কহিলেন, আমি দেবদ্বারে থাকি, তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব। ইহা কহিয়া ঠাকুরাণীর নির্ম্মাল্য দিলেন। কুলজ্ঞেরা বিদায় হইয়া গেলেন। মথুরেশ চক্রবর্ত্তী কষ্ট শ্রোত্রিয়, রামচন্দ্র বাগ্‌ছী কুলীনদিগের মত না লইয়া তাঁহার কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। সদানন্দ চৌধুরী লাহিড়ী কুলীনদিগের মধ্যে প্রধান, তিনি পুত্রকে পাঠাইয়া কুলজ্ঞদিগকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি বিদায় পাইলেন। তাঁহারা কহিলেন, আমরা ঠাকুরাণীর নির্ম্মাল্য পাইয়া বিদায় হইয়াছি। চৌধুরী কহিলেন, আমি বিদায় করিব, আপনারা কুলীন সহিত আস্তাড়িত করুন। চৌধুরী বিদায় করিলেন, কুলজ্ঞেরা রামচন্দ্র বাগ্‌ছী ও মথুরেশকে সাধকনামা দোষ ও ভবানীপুর গ্রামনামা অবসাদ দিয়া আস্তাড়িলেন। রামচন্দ্র বাগ্‌ছী ভবানীপুরীতে চৌদ্দবৎসর আবদ্ধ থাকেন। তাঁহার বাটীতে পক্ষী সঞ্চরণ করে না, ফকির, বৈষ্ণব ভিক্ষার্থ গমন করে না। চৌদ্দ বৎসর পরে একদিন দ্বারকা মৈত্র ভিক্ষায় গমন করিলেন। রামচন্দ্র দ্বারকা মৈত্রকে ধরিয়া রাখিয়া করণ করেন। দ্বারকায় রামচন্দ্রে করণ, তাহাতেও গাইল নিষ্কৃতি হইল না। পরে কামদেব ভাদুড়ী ভবানীপুরী নিষ্কৃতির জন্য রামচন্দ্র ঠাকুরের নিকট গিয়া কহিলেন যে, মহাশয় আমরা দর্পনারায়ণীর বাহির। আপনি আমাদিগের অবলম্বন থাকিয়া করণ কারণ করাইয়া ভবানীপুরী নিষ্কৃতি করুন। রামচন্দ্র ঠাকুর আশ্রয় থাকিয়া

করণ করাইয়া ভবানীপুরী নিষ্কৃতি করেন। গাইলের নাম ভবানীপুরী, একারণ পরে পটী হইল ভবানীপুরী।*

৯ ধূর্জ্জটী বাগ্‌ছী

১০ ছিয়াই ধিঞাই জগাই

১১ সুয়াই মুয়াই ধনঞ্জয়

১২ মানাই শ্রীপতিয়াই গোপাই

১৩ কেশাই পজাই গণাই

১৪ নোমাই কোকাই

১৫ মধুয়াই

২য় পক্ষে

১৬ বংশীধর নারায়ণ সাতু শুভঙ্কর

১৭ ধ্রুব লখাই

১৮ নয়ান ভারতীনাথ

১৯ কৃষ্ণবল্লভ জানকীবল্লভ

২০ রামেশ্বর রঘুনাথ রামচন্দ্র লাহিড়ী

৫২। কাঁকশেয়ালি অবসাদ—কালিদাস খাঁ ভাদুড়ীতে।

কাঁকশেয়ালির জগন্নাথ তালুকদার প্রথমে এক পৌত্রী দেন কালিদাস খাঁকে, তৎপশ্চাৎ কন্যা দেন বিষ্ণু বাগ্‌ছীর পুত্রে, অপর পৌত্রী দেন কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর পুত্রে। বিষ্ণু বাগ্‌ছীর ঘরে ভোজন করেন শুভরাম খাঁ, এই কারণ শুভরাম খাঁ কাঁকশেয়ালির ছিটা। পরে কালিদাস খাঁ ও বশিষ্ঠ সান্যালে করণ; বিষ্ণু বাগ্‌ছী ও অভিরাম খাঁয়ে করণ—কাঁকশেয়ালি নিষ্কৃতি।

* পটীর প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কালিদাস খাঁর পূর্ব্ববংশ।

১৬ মুকুন্দ ভাদুড়ী

১৭ গোপীনাথ　　শ্রীকান্ত　　শ্রীকৃষ্ণ

(শ্রীকৃষ্ণ) — ১৮ সুবুদ্ধিখাঁ।　　কেশবখাঁ।　　জগদানন্দ রায়
২য় পক্ষে

(সুবুদ্ধিখাঁ) — ১৯ জনার্দ্দনখাঁ।　চাঁদরায়　দুর্গাদাসখাঁ।　শ্রীদাসখাঁ।　দেবীদাসখাঁ।　বিষ্ণুদাসখাঁ।　হেমাঙ্গদখাঁ। প্রভৃতি

(দুর্গাদাসখাঁ) — কালিদাসখাঁ। (কাঁকশেয়ালী)

৫৩। ওরাথানী অবসাদ—চাম্‌টা সমাজের রামানন্দ সান্যালে।

ওরাখাঁর সোয়ারে বিদ্রূপ করিয়াছিল গাদু সিংহ খাঁকে। গাদুর পৌত্রী লন ভোলানাথ রায়, ভোলানাথের কন্যা লন জয়নারায়ণ চৌধুরী, জয়নারায়ণের কন্যা লন রামানন্দ সান্যাল, এই কারণ রামানন্দ সান্যাল ওরাথানীর ছিটা। রামানন্দ সান্যাল ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ—ওরাথানী নিষ্কৃতি।

৬৮টি অবসাদ বা দোষের মধ্যে উপরে ৫৩টির বিবরণ লিখিত হইল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পটীর বিবরণীমধ্যে সুজাথানী, সাহসথানী, দেশাবাদ ও কিংবদন্তী এই চারিটি অবসাদ প্রসঙ্গক্রমে বিবৃত হইয়াছে, এ কারণ এ স্থলে আর তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না। অপর অবসাদগুলির মধ্যে কএকটিতে নিতান্ত কুৎসা ও গ্লানিজনক কথা স্থান পাইয়াছে ও অপর কয়টির বিবরণ নিতান্ত অস্পষ্ট ও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যরহিত, এ কারণ তদ্বিবরণও পরিত্যক্ত হইল।

নবম অধ্যায়

পটীর বিবরণ

পূর্ব্বে দর্পনারায়ণী অবসাদ-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, দর্পনারায়ণী হইতেই কুলীনদিগের মধ্যে "পটীর" সূত্রপাত। পটীর বৃত্তান্ত সবিস্তারে লিখিতে গেলে, বারেন্দ্র কুলীনদিগের এবং শ্রোত্রিয়গণের অনেক কুৎসা আসিয়া পড়ে, কিন্তু গৌড়ের মুসলমান রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ হিন্দুদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন, বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিতসমাজে পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি দোষমধ্যেই গণ্য নহে বিবেচনা করিয়া পটীর বৃত্তান্ত অতিসংক্ষেপে লিখিত হইল।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী পরিবর্ত্ত ও তিলক দান ব্যতীত আরও বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া যান যে, কুলীনে কুলীনে সম্বন্ধ না হইয়া কুলীনেরা অপরের সহিত আদান-প্রদান করিলে কুলপাত হইবে। সে সময়ে কুলীন নামই ছিল, কিন্তু পটীর উৎপত্তি হয় নাই। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মুসলমান রাজত্বকালে নানা কারণে নানা প্রকার দোষস্পর্শে, সেই সকল দোষ অন্য ব্যক্তির দ্বারা সংসৃষ্ট হওয়াতে দোষহীন কুলীনেরা দোষীদিগের সহিত আহার ও আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া দেন। পূর্ব্বোক্ত দোষী কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণ যে যে দোষে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সে সকল দোষ হইতেই পটী বা ভিন্ন ভিন্ন থাকের উৎপত্তি হইয়াছিল। নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণও দলবদ্ধ হইয়া নির্দ্দোষ বা নিরাবিল নামে পটী করিয়াছিলেন। তৎকালে দোষী ও নির্দ্দোষ বারেন্দ্র বিপ্রগণের মধ্যে এইরূপ পরস্পর অনৈক্য ও ঈর্ষ্যায় সমাজভঙ্গের সূত্রপাত হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দোষ ও দোষী কুলীনগণ দলবদ্ধ হইয়া যেমন এক একটি মেলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আঘাতের কুলীন যাঁহারা আর নিষ্কৃতি পান নাই, তাঁহাদিগকে লইয়া কাপ এবং ভিন্ন ভিন্ন অবসাদের কুলীনগণ বিভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া আটটি পটীর সৃষ্টি করিলেন। এই আট পটীর নাম—

১ আদি নিরাবিল পটী (আদি নিরাবিলের অন্তর্গত ভবানীপুরী), ২ ভূষণা, ৩ রোহেলা, ৪ নিরাবিল, ৫ বেণী, ৬ আলেখানী, ৭ জোনাপী ও ৮ কুতবখানী।

আদি নিরাবিল।

পূর্ব্বকালে কোন ব্যক্তির সাংসারিক বা কুল সম্বন্ধে কোন দোষস্পর্শ হইলেই সে সমাজে পতিত হইত। দর্পনারায়ণী-অবসাদ-মধ্যে যে যে কুলীন থাকিলেন, তাঁহারা দোষগ্রস্ত। এই জন্য বাণীবল্লভ ভাদুড়ী প্রভৃতি কুলীনগণ এবং হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্মণ তলাপাত্র ও শঙ্কর আচার্য্য এই তিন জন শ্রোত্রিয় লইয়া করণ-কারণ করিয়া আদি নিরাবিল পটী সৃষ্টি করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে কোন দোষ ছিল না। হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্ত্তী কন্যা দেন বাণীবল্লভ চক্রবর্ত্তীকে, লক্ষ্মণ তলাপাত্র কন্যা দেন নয়ান সান্যালে এবং শঙ্করাচার্য্য গোবিন্দ মৈত্রে কন্যা দান করিয়াছিলেন। তারপর করণ-কারণ। নয়ানে নয়ানে করণ, নয়ানে লোকনাথে করণ, লোকনাথে রমানাথে করণ, নয়ানে বিষ্ণুদাসে করণ, নয়ানে বাণীবল্লভ ভাদুড়ীতে করণ। এ সম্বন্ধে কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন :—

"অষ্ট অষ্ট কুলে রমানাথ গণি।
ভাদুড়ীতে লোকনাথ সান্যালে বাণী ॥
নয়ানে বিষ্ণুদাস বিষ্ণুদাস নয়ান।"

ভাদুড়ীকুলে বাণীবল্লভ ও সান্যালকুলে বাণীনাথ, ভাদুড়ীকুলে নয়ান ও মৈত্র নয়ান, মৈত্রকুলে রমানাথ, লাহিড়ীকুলে বিষ্ণুদাস, ভাদুড়ীকুলে লোকনাথ ও লাহিড়ীকুলে দ্বিজরাজ এই ৮জন মিলিয়া "আদি নিরাবিল" পত্তন করেন।

১১ ভরতাই-সান্যাল

১২ হলাই | বলাই | ভীম | বামনাই প্রভৃতি।

১৩ হয়গ্রীব
১৪ পশাই
১৫ মহেশ্বর
১৬ মদন
১৭ কৃত্তিবাস
১৮ নয়ান সান্যাল
(আদি নিরাবিলপটীর প্রধান কুলীন)

রোহিলা পটী।

তারাগুণ নামক গ্রামে বাৎস্য গোত্রীয় সান্যাল হরিহর আচার্য্যের পুত্র গৌরীরায় ও প্রচণ্ড খাঁ। প্রচণ্ড খাঁ নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব তাঁহাকে রোহিলখণ্ডে প্রেরণ করেন, তিনি রোহিলখণ্ডে গিয়া প্রাচীন বয়সে বিশ্বনাথ পাঠকের কন্যা বিবাহ করিয়া পত্নীসহ দেশে আসিয়া ঐ বিবাহিতা পত্নীর পাকস্পর্শ উপলক্ষে জ্ঞাতিকুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করান। পাকস্পর্শের সময় ঐ কন্যা বলিয়া ফেলে, "কো মানি কো গরমানি কো পাত্‌মে দেগা বড়া পরমান।" এই কথা শুনিয়া কন্যার রোহিলখণ্ডে জন্মের বিষয় অবগত হইয়া উপস্থিত সকলেই আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন ও প্রচণ্ড রায়কে রোহিলাদোষী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই বিষয়ে কুলজ্ঞেরা ভুবনানন্দের ঢাকুর হইতেও কবিতা উল্লেখ করিয়া থাকেন,—

"তারাগুণ নাম নগরবাসী।
গৌরীচরণ রায় কুলাভিলাষী॥
উলট উত্তম পুরুষ নামে।
তনয়া সনয়া দিলা সুধামে॥
ভাদুড়ী কুলীন কুলীন সারে।
কুলজ্ঞ ভুবন ভণে ঢাকুরে॥
তাহার অনুজ মনুজরাজ।
প্রচণ্ড রায়ের প্রচণ্ড কাজ॥
হরি রাম চাঁদ তাঁহার সুত।
প্রথম বনিতা বিনাশ জাত॥

দ্বিতীয়া মহিলা রোহিলা দেশে।
প্রচণ্ড করিলা বয়স শেষে॥
পরে ঘরে আসি দেখিলা রায়।
চাঁদ কান্দ কান্দ দুহিতা তায়॥
বল্লভ ভাদুড়ী ভাদুড়ী সারে।
সুতসুতা রায়ে প্রদান করে।
করণ কারণ করিয়া হেলা।
বার্ব্বকাবাদে বল্লভ গেলা॥
শুনগো শুনগো কুলজ্ঞ মিলা।
আস্তাড়িল তারে রোহিলা বোল্যা॥
পুন তারাগুণ ভাদুড়ী রায়।
আসি কান্দ চাঁদ সভায়॥
ছলে বলে তার পিতার দোষে।
রোহিলা বলিয়া কুলজ্ঞ ঘোষে॥
করণ করিব কুলজ্ঞ আন।
বিহিত বিবিধ বিতর ধন॥
প্রচণ্ড কহিলা শ্রীদুর্গাদাসে।
শুনি সন্ন্যাসিনী কাঁপে তরাসে॥
শুনিয়া বলিলা কুলজ্ঞ বিনা।
করণ কারণ হয় তা জানি না॥
শুভ ফল নহে জানিয়া রায়।
ধরিয়া করণ করান তায়॥
সাহসে হইলে হইত ভাল।
ধরিয়া করণে গালি জাগিল॥
সাহস নহিল রহিল গালি।
শীতাংশুকে যেন লাগিল কালি॥
শুনিয়া করণ কুলজ্ঞ রোষে।
'রোহিলা' 'রোহিলা' বলিয়া ঘোষে॥
শ্রীবাণী বাগ্‌ছী শ্রীদুর্গাদাসে।
করণ হইল ভয় সাহসে॥
অবসাদে রায় দুর্গাদাসে।
লীলা সম্বরিলা বালির কুশে॥

সঙ্গামিনীসুত শ্রীনারায়ণ।
শ্রীরামভদ্র দ্বিতীয়া পুনঃ॥
নারায়ণ সান্যাল কেশব খাঁরে।
বিনয়ে বলিলা কুলীন সারে॥
মাদা নামধাম শঙ্কর সম।
বিরাজিত তুমি শ্বশুর মম॥
অবসাদ অম্বরি বিশেষ বজালে।
কুলীন যে ছিলাম গণ্য মান্য কুলে॥
সম নিধি দশ করণ করি।
সম্বরি অম্বরি বিশাল হরি॥
ভুবন কুলজ্ঞ ঢাকুরে কয়।
আর কি সম্বরি বিষের যায়॥
সভাস্থিত কুলীন দেহ।
রোহিলা নিষ্কৃতি করণ কহ॥
এসব কুলীন কেশব খাঁয়ের বশ।
গোপীনাথ শিব রাম রমেশ॥
এসব কুলীনে কেশব বলে।
আসিয়া হাসিয়া রোহিলায় মিলে॥
সঙ্গামিনী গাঞি শ্রীনারায়ণে।
গোপীনাথ আসি মিলে করণে॥
পুনঃ গোপীনাথ বাগ্‌ছী সনে।
শিবরাম সান্যাল সম করণে॥
পুনঃ শিবরাম সান্যাল কুলে।
রমেশ মৈত্র করণে মিলে॥
ধনেতে বিহীন বাগ্‌ছী গোপী।
দারিদ্র্য দোষেতে হইলা লোভী॥
যে ধন পাইল সব গ্রাসিল।
কুলজ্ঞে প্রদান কিছু না করিল॥
কহিল কুলজ্ঞ কেশব খাঁরে।
অম্বরি সম্বরি তারা সম্বরে॥
রোহিলা পাঠানী না করে যারা।
যাবৎ না আসে সুবুদ্ধি খাঁরা॥

তাবৎ রহিল রোহিলা গালি।
বৃথা যে ধরেছ করণ স্থালী॥

প্রচণ্ড রায়ের প্রথম পক্ষের পুত্র চাঁদ রায়, হরিরাম রায় ও রামরাম রায়। চাঁদ রায়ের কন্যা অরক্ষণীয়া হইল। কুলীনেরা রোহিলা-দোষের কন্যা বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ী চাঁদরায়ের কন্যা গ্রহণ করেন, তজ্জন্য কুলীনেরা প্রাণবল্লভ রায়কে রোহিলা দোষে স্থগিত রাখিলেন। সকলেই তাঁহার সহিত আদান-প্রদান ও আহারাদি সংস্রব ত্যাগ করিলেন। প্রাণবল্লভ রায় চাঁদরায়ের নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আপনার কন্যা আমি বিবাহ করিয়াছি বলিয়া আমি সমাজে আবদ্ধ আছি, আমার কন্যাগ্রহণে কুলীন সমাজ অস্বীকৃত, অতএব আপনার সভায় যদি কোন কুলীন থাকেন, তাঁহার সহিত আমার কন্যার করণ করাইয়া দেন। চাঁদরায়ের সভায় ছিলেন দুর্গাদাস সান্যাল, তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল, কিন্তু তিনি অস্বীকৃত হইয়া কহিলেন যে, আমি সামান্য স্থানে করণ করিব, তথাপি চাঁদরায়ের সহিত করণ করিব না। তবে যদি একান্তই করণ করিতে হয়, তবে বার্ব্বকাবাদে গিয়া কুলজ্ঞের নিকট ব্যবস্থা লইতে হইবে। প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ী কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া চাঁদরায়ের নিকট গিয়া কহিলেন যে, মহাশয় হাতের কুলীন ছাড়িয়া দিলে আর করণ করিবার জন্য কুলীন জুটিবে না, আপনার অধিকারস্থ কুলীনকে ধরিয়া বাঁধিয়া করণ করান। তখনই দুর্গাদাস সান্যালের সহিত প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ীর কন্যার সম্বন্ধ স্থির করা হইল। দুর্গাদাস সান্যালে ও প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ীতে করণ। কুলজ্ঞেরা কহিলেন, দুর্গাদাস যদি সাহস করিয়া করিত, তবে দুর্গাদাসের করণে দোষ নিষ্কৃতি হইত। দুর্গাদাস সাহস করিলেন না, কাজেই দুর্গাদাসের করণেও দোষ নিষ্কৃতি হইল না। প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়ীর কুশে দুর্গাদাস সান্যালের গঙ্গালাভ। দুর্গাদাসের পুত্র ১ম পক্ষে শ্রীনারায়ণ, ২য় পক্ষে রামভদ্র। এই সময়ে মাদা মোকামে কেশব খাঁ খোজাম্বরি দোষে সংসৃষ্ট থাকায় সাতাইশ পালট্ করণ করিয়া খোজাম্বরি নিষ্কৃতি করেন।

জামাতা শ্রীনারায়ণ সান্যাল তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আপনি সাতাইশ পালট্ করিয়া 'অম্বরি' নিষ্কৃতি করিতেছেন, আমরা চৌদ্দবৎসর রোহিলাতে আবদ্ধ আছি, আমাদিগকে কুলীন দিয়া করণ কারণ করাইয়া রোহিলা নিষ্কৃতি করুন।' কেশব খাঁ কুলজ্ঞের নিকট ব্যবস্থা লইয়া আপনি বাহির থাকিয়া করণ কারণ করাইয়া রোহিলা নিষ্কৃতি করেন। শ্রীনারায়ণে ও গোপীনাথে করণ, গোপীনাথে শিবরামে করণ এবং শিবরামে ও রমেশ মৈত্রে করণ। গোপীনাথ বাগ্‌ছী ছিলেন দরিদ্রকুলীন, তিনি যাহা কিছু ধন-পণ পাইলেন, আপনারা বাঁটিয়া খাইলেন, কুলজ্ঞদিগকে কিছুই দিলেন না। কুলজ্ঞেরা কহিলেন, কেশব খাঁ সাতাইশ পালট্ করিয়া অম্বরি নিষ্কৃতি করিয়াছেন।* রোহিলার পাছ করেন নাই,

* খোজাম্বরি, পরাণ মৌলিকী ও মুদাখানী এই তিন দোষে নয়নানন্দ আচার্য্য সান্যাল, মহেশ লাহিড়ী ও গোপীনাথ বাগ্‌ছী এই তিন কুলীন আবদ্ধ থাকেন। এই তিন কুলীনের দোষ পীতাম্বর, কৃষ্ণানন্দ পাত্‌সা এবং

রোহেলা নিষ্কৃতি হয় নাই। সুবুদ্ধি খাঁর সন্তানে যখন করণ করিবে, তখন রোহিলা নিষ্কৃতি হইবে। বিমাতা চক্রান্ত করিয়া রমেশ মৈত্রে করণ করাইলেন। রোহিলার শিবরাম হরিরাম, গোপীনাথ ও রমেশচন্দ্র চারি কুলীনের চারি উপকার ব্যবস্থা থাকিল। সুবুদ্ধি খাঁর পুত্র ১ম পক্ষে জনার্দ্দন খাঁ, চাঁদরায় ও দুর্গাদাস খাঁ এবং ২য় পক্ষে শ্রীদাস খাঁ, ৩য় পক্ষে দেবীদাস খাঁ, বিষ্ণুদাস, হেমাঙ্গদ খাঁ, অন্যান্য পক্ষে জয়ন্তী দাস খাঁ, বিশ্বনাথ খাঁ ও রামনাথ খাঁ। এই কালে কৃষ্ণদাস লাহিড়ী জনার্দ্দন খাঁকে বলিলেন যে, রোহিলার চারি কুলীনের উপকার ব্যবস্থা আছে, সেই চারি কুলীনের উপকার করিয়া আমরাও রোহিলা নিষ্কৃতি করি। এই কালে জনার্দ্দন খাঁ শম্ভু চৌধুরীকে অবলম্বন করিয়া ব্যবস্থাপূর্ব্বক করণ কারণ করিয়া রোহিলা নিষ্কৃতি করিলেন। জনার্দ্দন খাঁ ও হরিরাম সান্যালে করণ, শিবরাম ও পদ্মনাভে করণ, কৃষ্ণদাসে ও রমেশে করণ, শ্রীদাস খাঁ ও রূপনারায়ণ বাগ্‌চীতে করণ, হরিদেব ও হরি-নারায়ণে করণ। রোহিলা নিষ্কৃতি করিয়া জনার্দ্দন, শ্রীদাস খাঁ, কৃষ্ণদাস লাহিড়ী হরিদেব লাহিড়ী, রমেশ মৈত্র, রূপনারায়ণ বাগ্‌ছী প্রভৃতি কুলীনেরা কুলে বড় হইলেন। কিন্তু রাজা উদয়নারায়ণ বিপক্ষ ছিলেন, তিনি কহিলেন, তবে জানি যে, রোহিলা নিষ্কৃতি যদি বাহির কুলীনে আদর করে। সুসঙ্গ হইতে রামভদ্র লাহিড়ী ছয় টাকা পণ দিয়া রমেশ মৈত্রে পরিবর্ত্ত করিলেন, বাংরোল হইতে ছয় টাকা পণ দিয়া কৃষ্ণদাস লাহিড়ীও পরিবর্ত্ত করেন। পরে রাজা আপত্তি করিলেন যে, কুলীনের আদর বুঝিলাম, শ্রোত্রিয়ের আদর বুঝি। তখন শিবরাম

দামোদর সান্যাল প্রভৃতি ২৪ জন কুলীনের সঙ্গে পাল্টাপাল্টি পরিবর্ত্ত করিয়া কেশব খাঁ ভাদুড়ীর উদ্যোগে সমতা হইয়াছিল, ঐ আদানকে সাতাইশ পালট্‌ বলে। সাতাইশ পালটের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল—

১ পুনঃ গোপীনাথে পীতাম্বর সান্যালে করণ, ২ পীতাম্বরে কৃষ্ণানন্দ পাত্‌সায় করণ, ৩ গোপীনাথে দামোদরে করণ, ৪ গোপীনাথে রাজবল্লভ রায়ে করণ, ৫ গোপীনাথে কেশব খাঁয়ে করণ, খোজাম্বরি নিষ্কৃতি। পরে পাছপাছ ৬ গোপীনাথে শিবরাম সান্যালে করণ, ৭ গোপীনাথে চতুর্ভুজ ভাদুড়ীতে করণ, নিরাবিল, ৮ মুদাখানীর পর মহেশ লাহিড়ী ও দামোদর মৈত্রে করণ, ৯ মহেশে রাজবল্লভরায়ে করণ. ১০ মহেশে চাঁদরায়ে করণ মুদাখানী নিষ্কৃতি। ১১ চাঁদরায় ও গোপাল সান্যালে করণ (সর্ব্বদ্বারিক), ১২ রামচন্দ্র লাহিড়ী ও রতিকান্ত মৈত্রে করণ (অমাবস্যার শ্রাদ্ধ প্রতিপদে হইল), তৎপরে ১৩ কৃষ্ণানন্দ পাতসা ও পীতাম্বর সান্যালে করণ. ১৪ পীতাম্বর সান্যাল ও কেশব খাঁয়ে করণ, ১৫ পীতাম্বর সান্যাল ও (গুড়নইর) রঘুনাথ মৈত্রে করণ, ১৬ পীতাম্বর সান্যাল ও রতিকান্ত মৈত্রে করণ, ১৭ কৃষ্ণানন্দ পাত্‌সা ও (পুখুরিয়ার) গোবিন্দ সান্যালে করণ, ১৮ কৃষ্ণানন্দ পাত্‌সা ও কৃষ্ণদাস লাহিড়ীতে করণ, ১৯ কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও জগন্নাথ ভাদুড়ীতে করণ (রামভাদুড়ীবংশ), ২০ কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও গঙ্গারাম সান্যালে করণ, কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও রামবল্লভ ভাদুড়ীতে করণ, ২১ গঙ্গারাম সান্যাল ও জানকীনাথ লাহিড়ীতে করণ, ২৩ কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও গোবিন্দ পাত্‌সায় করণ, ২৪ কৃষ্ণদাস লাহিড়ী ও (পুখুরিয়ার) রামদাস সান্যালে করণ, ২৫ রমেশমৈত্র ও দেবীদাস সান্যালে করণ, ২৬ রমেশ মৈত্র ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ, ২৭ গোবিন্দ সান্যাল ও গঙ্গানন্দ বাগ্‌ছীতে করণ এই সাতাইশ পালট। এইরূপে কেশব খাঁ সাতাইশ পালট করিয়া খোজাম্বরি ও মুদাখানী-দোষ নিষ্কৃতি করেন।

মজুমদার বাইট টাকা পণ দিয়া রমেশ মৈত্রের পুত্রে কন্যা দেন। তথাচ রাজা পুনরায় আপত্তি করিলেন, তবে জানি যে রোহিলা নিষ্কৃতি, যদি অন্য দোষীরা আদর করে। মাঙ্গুলি ধর্ম্ম থাঁর জন্মেছিল বগা। এই কালে ভূষণা নিষ্কৃতি হওয়ায় জনার্দ্দন খাঁ ও হরিদেব লাহিড়ী পরিবর্ত্ত করিয়া কহিলেন, আমি যে কুলীনের কুশ-পাতিল বাউড়ে দিলাম, সেই কুলীনে জোনালি নিষ্কৃতি করিয়া পরে ভূষণা নিষ্কৃতি করিল, এখন রোহিলা নিষ্কৃতি করিব। এই কালে নিষ্কৃতির ব্যবস্থা যায় জনার্দ্দন খাঁতে। হরিরাম সান্যাল ও জনার্দ্দন খাঁতে করণ, রমেশ মৈত্র ও কৃষ্ণদাস লাহিড়ীতে করণ, শিবরাম সান্যাল ও পদ্মনাভ লাহিড়ীতে করণ, হরিদেব লাহিড়ী ও হরিনারায়ণ ভাদুড়ীতে করণ. রূপনারায়ণ বাগ্‌ছী ও শ্রীদাস খাঁ ভাদুড়ীতে করণ রোহিলা-নিষ্কৃতি। পরে রোহিলার তিন কুলীন ও ভূষণার তিন কুলীন ছয় কুলীনে করণ করায় কুলজ্ঞেরা দোচামা দোষ দিয়া আস্তাড়িলেন। পরে ব্যবস্থা হইল, ভূষণারা রোহিলার পাছ করে রোহিলা সতেজ, রোহিলারা ভূষণার পাছ করে ভূষণা সতেজ। শেষে রোহিলা ভূষণায় পাছ করায় ভূষণা সতেজ হয় এবং উভয়ে উভয়ের পাছ গ্রহণ করে।

রোহিলা পটী হইতে তিনটী ভাব জন্মে, যথা—ভাব মেঘনা, ভাব মমিনপুর ও ভাব রূপাই (ভট্টাচার্য্য)। কুলীনদিগের পরস্পর অনৈক্যই ভাবোৎপত্তির কারণ। মেঘনা গ্রামের রাধাবল্লভ রায়ের শ্রোত্রিয়াস্ত পীরালী অপবাদ ছিল, সেই রাধাকান্ত রায়ের কন্যা লন কৃষ্ণদাস লাহিড়ী।

ভাবের কথা ও মতের কথা

কৃষ্ণদাস লাহিড়ী যে সকল কুলীনের সঙ্গে করণ করেন, তাঁহারাই মেঘনা ভাবের কুলীন। এই সময় ছোট মেঘনার নির্দ্দোষ শ্রোত্রিয় কন্দর্প রায় রাধাবল্লভরায়ের সংস্পৃষ্ট কুলীনে কন্যা দিতে অসম্মত হওয়ায় পুনরায় বড় মেঘনা ও ছোট মেঘনায় দুইটী ভাব জন্মে, পরে কৃষ্ণদাস লাহিড়ী প্রভৃতি কুলীনকে কন্যা-সম্প্রদান করিয়া উভয় মেঘনার কুলীন ও শ্রোত্রিয়েরা একত্র হন। আবার মেঘনার কুলীনেরা পরস্পর অনৈক্য হওয়ায় চামু বাগ্‌ছীর মত, বিনোদ বাগ্‌ছীর মত, হরেকৃষ্ণ বাগ্‌ছীর মত, শঙ্কর মৈত্রের মত, যদু লাহিড়ীর মত প্রভৃতি মত চলিল। পীরগাছানিবাসী কোন দোষাশ্রিত কুলীন রোহিলা পটীতে কন্যাদান করায় শ্রোত্রিয় দোষে 'পীরগাছার ভাব' বলিয়া আর একটী থাক হইয়াছে। মমিন-পুরের ভাবের শ্রোত্রিয় (দেওয়ান কার্ত্তিকেয় রায়ের পূর্ব্বপুরুষ) রামগোপাল চক্রবর্ত্তী ও মদনগোপাল চক্রবর্ত্তী উভয়ে লাহিড়ী প্রভৃতি কতকগুলি কুলীন লইয়া মমিনপুর সমাজ স্থাপন করেন। মমিনপুরের কুলীনের মধ্যে মেঘনার ন্যায় পরস্পর অনৈক্য হওয়ায় ছয়ঘরিয়া মত, রামনাথ লাহিড়ীর মত, কৃষ্ণরাম সান্যালের মত প্রভৃতি কয়েকটী মতের সৃষ্টি হইল। এক্ষণে রামনাথ লাহিড়ী ও কৃষ্ণনাথ সান্যালের মতের কুলীনেরা "টুট" অর্থাৎ ভঙ্গ হওয়ায় যে কয়েকজন কুলীন আছেন, তাঁহারা চামু বাগ্‌ছীর মতে প্রবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

[পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য।]

১০ মহীরাই সান্যাল

১১ ঈশাই দিবাই আমুয়াই স্থিরাই বৃহস্পতি

১২ গদাই

১৩ শতাই কুবের পাঠক

১৪ বাসুদেব পাঠক ধনঞ্জয় বৈষ্ণব মিশ্র

১৫ মুকুন্দ হরিগোসাঞি দামোদর নৃসিংহ

১৬ রমানাথ

১৭ রঘুনাথ গঙ্গাদাস

১৮ মদন কৃষ্ণাই মধু মথুরানাথ

১৯ ভবানী দুর্গাদাস হরি গোপাল
(রোহিলাপটী)

- ১০ পিয়াই সান্যাল
  - ১১ আনাই (কুজনি)
  - বনাই (গাড়াদহ)
  - ধনাই (গাড়াদহ)
    - ১২ তেকাই
    - রক্ষতাই
    - গোপাই
    - গোবর্দ্ধন
    - খাটুয়াই (২য় পক্ষে)
      - ১৩ রামগঙ্গা
      - সাগর
        - ১৪ অনিরুদ্ধ
          - ১৫ ভিক্ষাকর হাজরা
            - ১৬ হৃষীকেশ
            - ভুবন পাঁজা
          - বলভদ্র
          - মুরারি
            - শ্রীধর পাঁজা
              - ১৭ বলাই সহরমণ্ডল
                - ১৮ চতুর্ভুর্জ সিকদার
                - নারায়ণ
                  - ১৯ ভুবন
                    - ২০ গৌরীরায়
                    - প্রচণ্ড খাঁ (রোহিলা)
                      - ২১ চাঁদরায়
                      - হরিরাম রায়
            - সৃষ্টিধর পাঁজা
          - কংসারি
    - বাটুয়াই (২য় পক্ষে)

আলেখানী।

আদি নিরাবিল হইতে দুইটী পটী হইয়াছিল—আলেখানী ও ভবানীপুরী।

আলেখানী প্রথমে অবসাদ, পরে পটী হইল। আলেখাঁর সোয়ারে বিরূপ করিয়াছিল কমল সুবুদ্ধি রায় লাহিড়ীকে। কমল সুবুদ্ধিরায়ের ঘরে ভোজন করেন সুরানন্দধর্ম্ম খাঁ লাহিড়ী। কমল সুবুদ্ধিরায়ের পুত্র মথুরা বসন্তরায় ও রামচন্দ্র রায়। মথুরা বসন্তরায়ের কুলজ মথুরা মৈত্র। মথুরা মৈত্র ও কেশব সান্যাল দুই কর্ত্তা পরিবর্ত্ত করিয়া মথুরা বসন্তরায়ের গঙ্গালাভ। বসন্তরায়ের পুত্র ১ম পক্ষে সদানন্দ চৌধুরী, ভবানী রায়, ২য় পক্ষে গণেশরায়। সদানন্দ চৌধুরী ও লঘুভট্টে করণ, কুলজে কুলজে করণ। সদানন্দ চৌধুরীর পিতামহ কমল সুবুদ্ধিরায় আলেখানীতে আবদ্ধ ছিলেন। এই কারণে লঘুভট্টের সহিত সদানন্দ চৌধুরীর কুলজের পর আর কোন কুলীন করণ করিতে স্বীকার না হওয়ায় পরে কুলজ্ঞেরা শিবরাম ভাদুড়ীকে কহিলেন, তুমি আলেখানী নিষ্কৃতি কর। শিবরাম ভাদুড়ী কুলজ্ঞদিগের কথায় সম্মত হইয়া শিবরাম ভাদুড়ী ও সদানন্দ চৌধুরীতে করণ, সদানন্দ ও জয়রাম সান্যালে করণ, জয়রাম ও মাধব ভট্ট মৈত্রে করণ, মাধব ও রামকৃষ্ণ বাগ্‌ছীতে করণ, রামকৃষ্ণ ও লঘু ভট্টে করণ। লঘুভট্ট ও রামকৃষ্ণ সান্যালে করণ, রামকৃষ্ণ ও বলরাম ভাদুড়ীতে করণ। এই সকল করণ কারণ তথাচ আলেখানী নিষ্কৃতি হইল না। ব্যবস্থা হইল যে যদি অন্য অবসাদ আদর করে। অন্য অবসাদ কি? পূর্ব্বে মল্লিক সুজার কন্যা লন শক্তিধর মৈত্র, শক্তি ও অনন্ত চামটায় করণ, অনন্তপুত্র রঘু ও রাঘব। রঘুর কন্যা লন সনাতন আরিন্দা, সনাতনের কন্যা লন কৃষ্ণানন্দ লাহিড়ী, কৃষ্ণানন্দ ও বাণীবল্লভ ভাদুড়ীতে করণ, বাণীবল্লভ ও পূর্ণানন্দ সান্যালে করণ। পূর্ণানন্দের কুশে বাণীবল্লভের গঙ্গালাভ। বাণীবল্লভের পুত্র ১ম পক্ষে রঘুদেব, রামদেব, ২য় পক্ষে শিবরাম, গণেশ ও কার্ত্তিক। রঘুদেব ও নয়নানন্দে করণ। রঘুদেবে সুজাখানী, নয়নানন্দে পরাণমৌলিকী। দোষে দোষে হইল করণ, উপকার না দেখে। জনার্দ্দন মৈত্র ভাঙ্গেন দ্বারকা মৈত্র কুলজ, দ্বারকা এই কালে মথুরানাথ সান্যাল ভাঙ্গেন জনার্দ্দন বাগ্‌ছী কুলজ; জনার্দ্দন ও শ্রীকৃষ্ণ সান্যালে করণ। পরে জনার্দ্দন ভাঙ্গেন দ্বারকা মৈত্র কুলজ। শ্রীকৃষ্ণ সান্যাল ও দ্বারকা মৈত্রে করণ, শ্রীকৃষ্ণ ও জনার্দ্দন বাগ্‌ছীতে করণ, পরে উপকারের ব্যবস্থা যায়, পক্ষান্তরে তুল্য বস্ত শিবরাম ভাদুড়ী। কুলজ্ঞেরা শিবরাম ভাদুড়ীকে কহিলেন, তুমি সুজাখানী নিষ্কৃতি কর।

শিবরাম ভাদুড়ী ও রামকৃষ্ণ বাগ্‌ছীতে করণ, শিবরাম ভাদুড়ী ও জনার্দ্দন বাগ্‌ছীতে করণ, জনার্দ্দন ও দ্বারকায় করণ, দ্বারকা ও রামনারায়ণে করণ। তথাচ গাইল নিষ্কৃতি হয় না। কুলজ্ঞেরা কহিলেন,—

"ভুলে গেল কুলের কথা. শিবরামের যোগ্যতা,
বৃথা জাগে সুজাখানীর কথা।"

ব্যবস্থা যার হরিরাম আছেন বাহির, যদি করেন তবে গাইল নিষ্কৃতি হয়। অকরণে হরিরামের গঙ্গালাভ। হরিরামের দুই পুত্র রামচন্দ্র ও রঘুনাথ। রামচন্দ্র ও দ্বারকায় করণ, শুদ্ধাখানী নিষ্কৃতি। কিন্তু তথনও পরাণ-মৌলিকী জাগে। রঘুদেব ভাদুড়ীর কুশে নয়নানন্দের গঙ্গালাভ। নয়নানন্দপুত্র লক্ষ্মীকান্ত সান্যাল চক্রবর্ত্তী। সদানন্দ চৌধুরী ও লক্ষ্মীকান্ত সান্যালে করণ, পরাণ মৌলিকী নিষ্কৃতি। গাইল হইল নিষ্কৃতি, পটী হইল আলেখানী।*

১৮ জগদানন্দ রায় ভাদুড়ী
|
১৯ জানকীবল্লভ রায়
|
২০ রামকৃষ্ণ রায়
|
২১ শ্রীগর্ভ
|
২২ বাণীবল্লভ

২য় পক্ষে

২৩ রঘুদেব | রামদেব | শিবরাম | গণেশ | কার্ত্তিক

(আলেখানীর প্রধান কুলীন)

ভবানীপুরী পটী।

ভবানীপুরের রাজীব চক্রবর্ত্তীর পৌত্রী (মথুরেশ চক্রবর্ত্তীর কন্যা) দ্বারকানাথ বাগ্‌ছীর পুত্র গ্রহণ করেন। দ্বারকানাথ মৈত্র ভিক্ষার্থে তথায় গিয়াছিলেন। সাতকড়ি চক্রবর্ত্তী ছড়া ঘটক, কুশবিচার না করিয়া পূর্ব্বে দ্বারকায় ও রামচন্দ্রে করণ করেন, পরেও দ্বারকায় ও রামচন্দ্রে করণ, কুশে কুশে করণ হইল, কুলজ্ঞেরা ছিদ্র পাইলেন। ভবানীপুরী দিয়া আস্তাড়িলেন, প্রথমে দোষ পাইলেন সাধকনামা। পরে দ্বারকা মৈত্র ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ, রামচন্দ্র লাহিড়ী ও রাজীব সান্যালে করণ, তথাচ দোষ নিষ্কৃতি হয় না। মুদ্দই লাহিড়ী, নাম্নাশী ও বাগ্‌ছী। লাহিড়ীতে সদানন্দ চৌধুরী, নাম্নাসীতে রাজা ইন্দ্রজিৎ ও বাগ্‌ছীতে পুটীয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর। এই কালে দ্বারকা মৈত্র রামচন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতি কুলীনগণ ঐক্য হইয়া রামচন্দ্র ঠাকুরের নিকট যাইলেন। তাঁহাকে কহিলেন যে, মহাশয়! আমরা ভবানীপুরীগ্রস্ত হইয়া করণ কারণ করিলাম, তথাপি দোষ নিষ্কৃতি হয় না। অতএব আপনি করণ কারণ করিয়া ভবানীপুরী নিষ্কৃতি করুন, তাহা হইলে রক্ষা পাই, নতুবা আমাদিগের কুলকুশ হয় না। পরে রামচন্দ্র ঠাকুর অধিষ্ঠাতা থাকিয়া করণ কারণ করান। শ্রীকৃষ্ণ বাগ্‌ছী ভাঙ্গেন রঘুনাথ বাগ্‌ছীর কুলজ, রঘুনাথ ভাঙ্গেন কামদেব ভাদুড়ীর কুলজ, কামদেব ও

---

* আলেখানী পটীর কুলীন মাত্র ৩৫ ঘর, তাঁহারা এক্ষণে ভবানীপুরী পটীর কুলীনের সহিত আদান-প্রদান করিতেছেন।

রামনারায়ণ লাহিড়ীতে করণ, রাজীব সাণ্ডাল ও বেণীনাথ মৈত্রে করণ, দ্বারকানাথ মৈত্র ও রঘুনাথ বাগ্‌চীতে করণ। এই কালে কুলজ্ঞেরা আপত্তি করিলেন, তবে জানি ভবানীপুরী নিষ্কৃতি, যদি সদানন্দ চৌধুরীর সন্তানে করণ করে। সদানন্দ চৌধুরীর পুত্র ১ম পক্ষে রঘুনাথ রায়, গোবিন্দ রায়, শিবরাম রায় ও ২য় পক্ষে দুর্গারাম রায়। দ্বারকা মৈত্রের পুত্র গঙ্গারাম, কৃষ্ণরাম ও গোপাল। গঙ্গারাম মৈত্র ও গোবিন্দরায়ে করণ, গোবিন্দ ও রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীতে করণ, কৃষ্ণরাম মৈত্র ও গোবিন্দরায়ে করণ, ভবানীপুরী নিষ্কৃতি। দোষ গেল পটী হইল ভবানীপুরী।

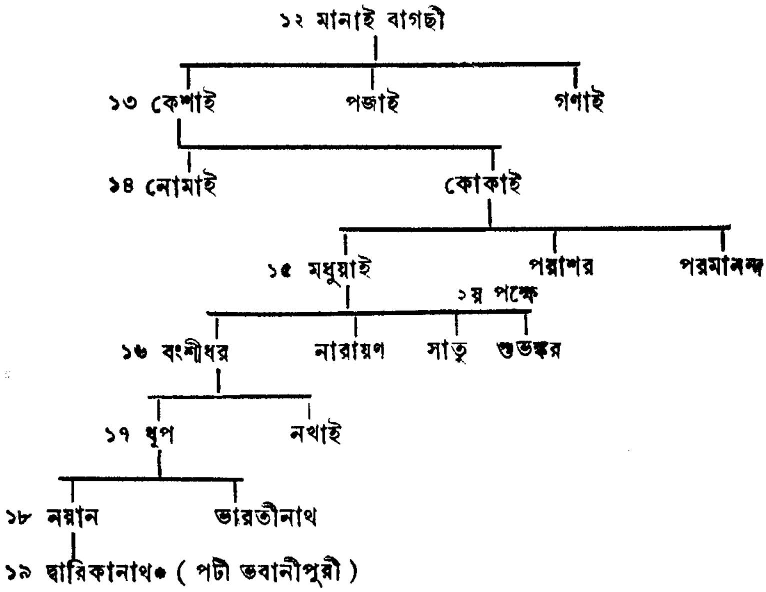

* ইনি ভবানীপুরের মথুরেশ চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিবাহ করিয়া ভবানীপুরপ্রাপ্ত হন।

৭ নৃসিংহ শালুকি মৈত্র

৮ সুকই বুকুই মনোহর ওঝা প্রভৃতি

৯ মধুয়াই উৎসাকর

১০ রক্ষতাই নন্দাই গদাই মাধাই ইত্যাদি

১১ লক্ষ্মীধর ধরাধর বারোকড়ি ইত্যাদি

১২ দিবাই বিভাই বিষ্ণুদাস

১৩ শূলপাণি (হতনখানী) ২য় পক্ষে

১৪ সুন্দর মদন

১৫ পুরন্দর

১৬ বল্লভ জীবাই মাঙ্গলী

১৭ বাণীনাথ লোকনাথ বিক্রমখাঁ

১৮ রামচন্দ্র (ভবানীপুরী) জনার্দ্দন

ভূষণা পটী।

জিতামিত্র রত্নাবলীর পুত্র রামকৃষ্ণ বড় ঠাকুর, রূপনারায়ণ তলাপাত্র, শ্রীনারায়ণ তলাপাত্র ও হরিনারায়ণ তলাপাত্র। শ্রীনারায়ণ তলাপাত্রের কন্যা লন রামচন্দ্র লাহিড়ী। হরিনারায়ণ তলাপাত্রের কন্যা লন গঙ্গারাম সান্যাল, পরে কন্যা দেন রঘুনাথ রায়ের পুত্রে। কুলজ্ঞেরা দোষাবাদ দিয়া আস্তাড়ন করিয়া কহিলেন যে—

"রামচন্দ্র গঙ্গারাম কেন করিলে কুকাম্
কেন খাইলে ভূষণার পাণি।
খাইয়ে রূপদলের ভাত, হিন্দুতে না ছোঁয় পাত
গাইল বন্ধ মৈশালা আলামি॥"

ইহার ইতিহাস এইরূপ। ফরিদপুর জেলাস্থিত ভূষণা পরগণার মধ্যে মৈশালা ও আলামি নামে দুইখানি গ্রাম ছিল। তথায় রূপাদলনাম্নী মুসলমানজাতীয়া কোন এক স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপারে তথাকার শ্রোত্রিয়গণ লিপ্ত হন। রত্নাবলী গ্রামনিবাসী জিতামিত্রও তাহাতে লিপ্ত ছিলেন। এই কারণে রামচন্দ্র লাহিড়ী ও গঙ্গারাম সান্যাল মৈশালা ও আলামি দোষসংস্রবে আক্রান্ত হন। পরে কুলজ্ঞ, কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণ একত্র হইয়া করণ কারণ করিয়া উক্ত অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। রামচন্দ্র লাহিড়ী ও দেবনারায়ণ মৈত্রে পরিবর্ত্ত, গঙ্গারাম সান্যাল ও কৃষ্ণবল্লভে পরিবর্ত্ত, রঘুনাথ রায় ও দেবীদাস সান্যালে পরিবর্ত্ত, তথাপি নিষ্কৃতি হয় না। ব্যবস্থা যায়, দেশস্থ কুলীন মথুরা রায় ভাদুড়ী অন্তরঙ্গ ব্যক্তি, যদি তিনি সাহস করিয়া করণ করেন, তাহা হইলে ভূষণা নিষ্কৃতি হয়। পরে মথুরা রায় ভাদুড়ী ও গঙ্গারাম সান্যালে পরিবর্ত্ত, ভূষণা নিষ্কৃতি। স্থানের নামানুসারে পটীর নাম হইল—ভূষণা।

জিতামিত্র রত্নাবলীর বংশাবলী।

আনর পুত্র যজ্ঞপতি, তৎপুত্র কুলপতি, তৎপুত্র ভূপতি, তৎপুত্র শ্রীপতি।

- শ্রীপতি
  - শ্রীকণ্ঠ
  - শ্রীতরুণ
    - সাহেব আচার্য্য
      - দৈত্যারি
      - দানবারি
      - গণেশ
        - হিরণ্য
          - মুকুন্দ
          - জিতামিত্র
            - রামকৃষ্ণ বড়ঠাকুর
            - রূপনারায়ণ তলাপাত্র
            - হরিনারায়ণ তলাপাত্র
            - শ্রীনারায়ণ তলাপাত্র
        - রতিনাথ
        - সিদ্ধেশ্বর

* গৌড়ে ব্রাহ্মণকার মহিমাচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জিতামিত্র রত্নাবলির বংশাবলী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত রাজসাহী জেলার শ্যামনগরনিবাসী আটপটীর মধ্যস্থ শ্রেষ্ঠ কুলাচার্য্য প্রাণনাথ মুকুটমণি ও রামনাথ সিদ্ধান্ত মহাশয়দ্বয়ের কুলগ্রন্থের মিল নাই, উক্ত স্থানে প্রাপ্ত বংশাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

১৫ চাঁদাই লাহিড়ী
২য় পক্ষে

১৬ রামেশ্বর মন্মথ রঘু রাঘব

(মন্মথ)
১৭ কমল কৃষ্ণাই

(কমল) ২য় পক্ষে
১৮ হরিদাস ভবানী

(ভবানী)
১৯ রামচন্দ্র* (ভূষণাপটী)

১০ তুতায়ক সান্যাল

১১ কানাই পিয়াই

(পিয়াই)
১২ চামরাই তালসা
১৩ শ্রীপতি
১৪ দেবাই
১৫ পসাই

১৬ কাশী চিরঞ্জীব

(কাশী)
১৭ মুকুন্দ শ্রীমুখ

(মুকুন্দ) দ্বিঃ পঃ
১৮ কমলাকান্ত লক্ষ্মীকান্ত ইত্যাদি

(কমলাকান্ত)
১৯ গৌরীকান্ত গোপীকান্ত

(গৌরীকান্ত) দ্বিঃ পঃ
২০ গঙ্গারাম (ভূষণাপটী) শ্রীরাম জয়রাম হরিরাম

---

* ইনি মুসঙ্গে বিবাহ করিয়া মল্লিক-যদুনাথী দলে মিলিত হন, ইঁহার পিতামহ কমল লাহিড়ী ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভূষণায় পলায়ন করেন, শেষে তথায় মৈশালা আলামী দোষে লিপ্ত হন। পরে করণ কারণ করিয়া মুক্তি পান এবং ভূষণাপটীর কুলীন হইয়াছিলেন।

কুতুবখানী।

কয়ড়ার মথুরা চৌধুরীর কন্যাকে কুতব খাঁর সোয়ারে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। মথুরা চৌধুরীর ঘরে বিবাহ করেন মৃত্যুঞ্জয় লাহিড়ী। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে,—

> "যে ঘায় টুটিল পাঠক গোপীনাথ মিতাই টুটিল সেই ঘায়।
> পুখুরিয়ায় পুরন্দর ছিটায় বন্ধ দ্রুমনা দাড়িকা পায়॥"

কিছুকাল পরে গঙ্গারাম সান্যাল, হেমাঙ্গদ খাঁ, কৃষ্ণবল্লভ লাহিড়ী, রঘুরাম সান্যাল, রামকৃষ্ণ মজুমদার, বলরাম সান্যাল, রঘুরাম বাগ্‌ছী, রামগোবিন্দ সান্যাল ও রূপচাঁদ লাহিড়ী প্রভৃতি কুলীনেরা একত্র হইয়া আদান-প্রদান ও করণ কারণ করিয়া কুতুবখানী নিষ্কৃতি করেন। কুতবখানী প্রথমে আঘাতমধ্যে গণ্য ছিল, পরে কুতুবখানী পটী হয়। এক্ষণে ঐ পটীতে কুলীন নাই, সকলেই ভঙ্গ হইয়া কাপ হইয়াছেন।

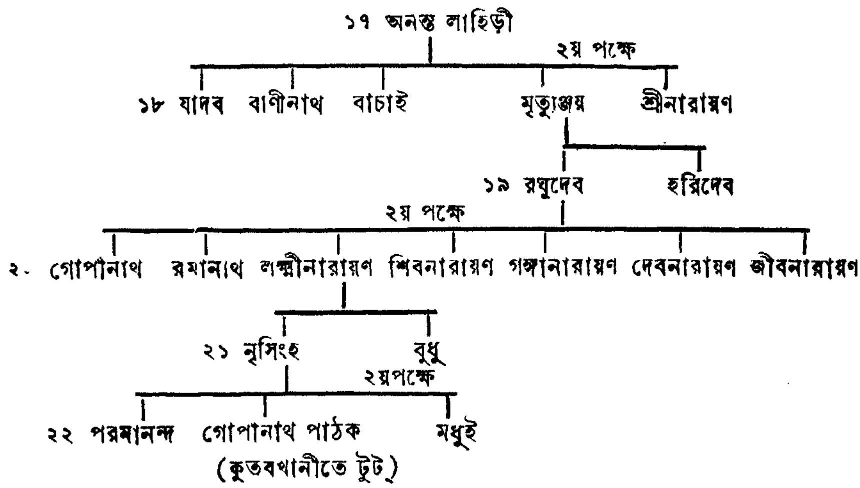

১০ পিয়াই সান্যাল

১১ আনাই বনাই ধনাই

১২ ডিঙ্গরাই চামরাই শাতাই নাভাই দ্বিঃপঃ আপাই

১৩ শ্রীপতি উমাপতি দ্বিঃপঃ রঘুয়াই মধুয়াই

১৪ দেবাই কামাই সত্যবান্

১৫ বাসুয়াই পশাই শম্ভু গৌরীবর ভগবান্ গোবিন্দ

১৬ কাশী চিরঞ্জীব নমাই ভুবন

১৭ মুকুন্দ শ্রীমুখ

১৮ কমলাকান্ত দ্বিঃপঃ লক্ষ্মীকান্ত তৃঃপঃ নন্দন চতুঃ পঃ পাঁচু

১৯ গৌরীকান্ত গোপীকান্ত

২০ শিবরাম গঙ্গারাম শ্রীরাম জয়রাম দ্বিঃপঃ হরিরাম

(কুতুবখানী পটীর শ্রেষ্ঠ কুলীন।)

১৮ সুবুদ্ধি খাঁ।

২য় পক্ষে ৩য় পক্ষে ৪র্থ পক্ষে ৫ম পক্ষে

১৯ জনার্দ্দন খাঁ। চাঁদরায় দুর্গাদাস খাঁ। শ্রীবাস খাঁ। দেবিদাস খাঁ। বিষ্ণুদাস খাঁ। হেমাঙ্গদ খাঁ। জয়ন্তীদাস খাঁ। বিশ্বনাথ খাঁ। রামনাথ খাঁ।

(কুতবখানী পটীর প্রধান কুলীন)

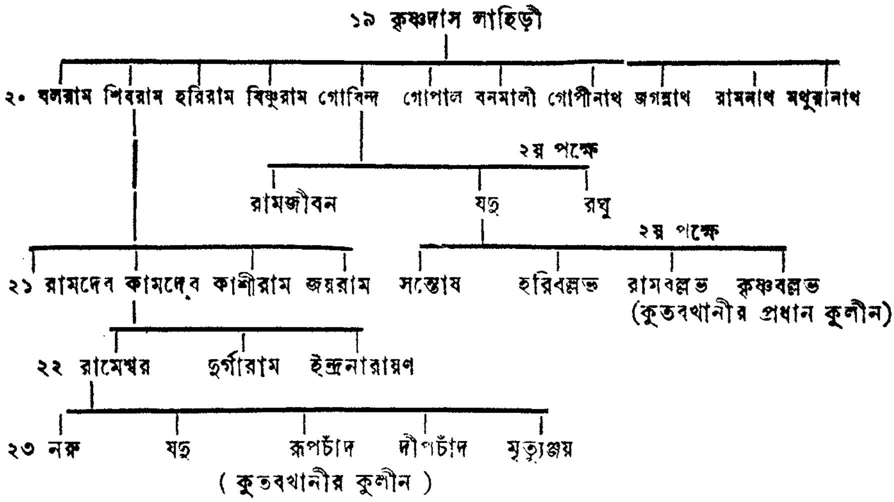
১৯ কৃষ্ণদাস লাহিড়ী
২০ বলরাম শিবরাম হরিরাম বিষ্ণুরাম গোবিন্দ গোপাল বনমালী গোপীনাথ জগন্নাথ রামনাথ মথুরানাথ
২য় পক্ষে
রামজীবন যদু রঘু
২য় পক্ষে
২১ রামদেব কামদেব কাশীরাম জয়রাম সন্তোষ হরিবল্লভ রামবল্লভ কৃষ্ণবল্লভ
(কুতবথানীর প্রধান কুলীন)
২২ রামেশ্বর দুর্গারাম ইন্দ্রনারায়ণ
২৩ নন্দ যদু রূপচাঁদ দীপচাঁদ মৃত্যুঞ্জয়
(কুতবথানীর কুলীন)

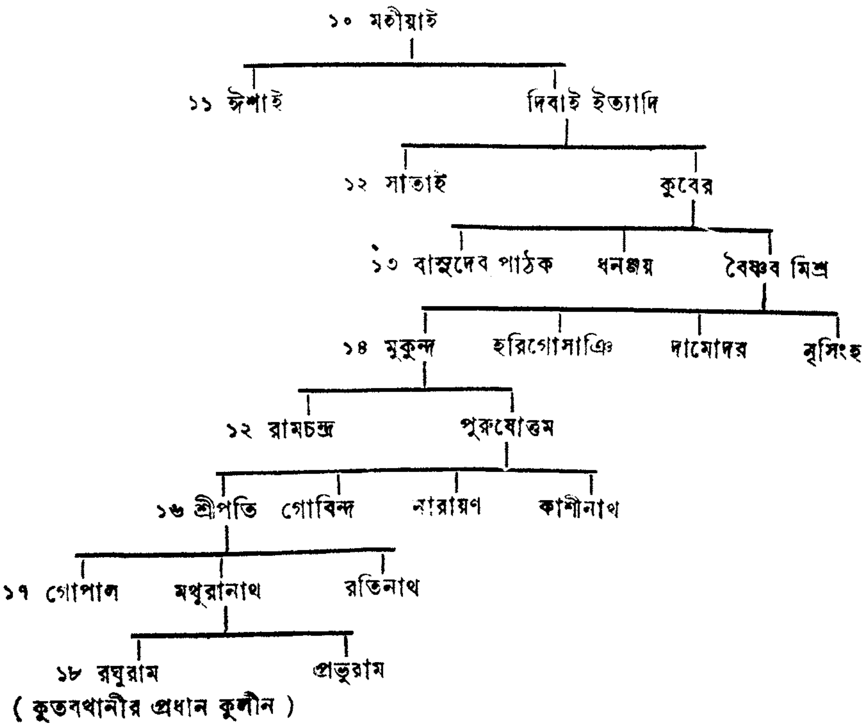
১০ মতীয়াই
১১ ঈশাই দিবাই ইত্যাদি
১২ সাতাই কুবের
১৩ বাসুদেব পাঠক ধনঞ্জয় বৈষ্ণব মিশ্র
১৪ মুকুন্দ হরিগোসাঞি দামোদর নৃসিংহ
১২ রামচন্দ্র পুরুষোত্তম
১৬ শ্রীপতি গোবিন্দ নারায়ণ কাশীনাথ
১৭ গোপাল মথুরানাথ রতিনাথ
১৮ রঘুরাম প্রভুরাম
(কুতবথানীর প্রধান কুলীন)

জোনালী পটী।

বর্ণিনামক গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের অপঘাতে মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার শব জোনালী গ্রামে আনিয়া পুরন্দর মৈত্র এবং হিরণ্য ভাদুড়ী প্রভৃতি মিলিয়া দাহ করেন। পুরন্দর মৈত্র কুলজ্ঞদিগকে অবজ্ঞা করিতেন। ঐ শবদাহকারীদিগের অন্যতম ভগবান্ সান্ন্যালের বিধবা ভগিনীও তাহাতে লিপ্ত ছিলেন। পুরন্দর ঐ বিধবার হস্তে ভোজন করেন। কুলজ্ঞেরা পুরন্দর মৈত্র ও হিরণ্য ভাদুড়ীকে জোনালী দিয়া আস্তাড়ন করেন।

এই পটীর কুলীনগণ উক্ত প্রকার দোষ ভিন্ন আরও তিনটী দোষাশ্রিত বলিয়া কুলগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। যথা—দর্পনারায়ণী, চাঁড়ালী ও অদৃষ্ট-কন্যা।

দর্পনারায়ণী দর্পনারায়ণী অবসাদ শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী এবং তৎপুত্রদিগকে স্পর্শ করায় শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর সংস্রবে দর্পনারায়ণী ভাব রহিয়া গেল।

অদৃষ্ট-কন্যা। কুলীনকন্যার পিতা কিম্বা ভ্রাতা না থাকিলে অর্থাৎ করণ করিবার কোন ব্যক্তি না থাকিলে এবং কোন শ্রোত্রিয়ের পিতা ও ভ্রাতৃবিহীন কন্যা অদৃষ্ট-কন্যা বলিয়া অভিহিত। সেই কন্যা কোন কুলীনে বিবাহ করিলে সেই কুলীনের কুলপাত হয়। উক্ত কন্যাকে বন্ধুহীনা কন্যাও বলিয়া থাকে।

চাঁড়ালী বিষ্ণুভাণ্ডারনবিশের চণ্ডালিনী-গমন অপবাদ ছিল। বিষ্ণুভাণ্ডারনবিশের কন্যা লন বিজয়লাটী। বিজয়লাটীর কন্যা লন রামচন্দ্র লাহিড়ী। এই কারণ রামচন্দ্র লাহিড়ীতে চাঁড়ালী-দোষ। বিজয়লাটীর পুত্র রামভদ্র লাটী। রামচন্দ্র লাহিড়ী রামভদ্র লাটীকে কহিলেন যে, মাতুল মহাশয়, আপনি কুলীনে কন্যা দেন। রামভদ্র লাটী কহিলেন, আমি কোন্ কুলীনে কন্যা দিব। রামচন্দ্র লাহিড়ী কহিলেন, আপনি শ্রীরাম সান্যালের পুত্রে কন্যা দেন। রামভদ্র লাটী শ্রীরাম সান্যালের পুত্রে কন্যা দিলেন। এই কালে কুলজ্ঞেরা কহিলেন, শ্রীরাম সান্যাল আর রামচন্দ্র লাহিড়ীতে যদি করণ হয়, তবে তোমার কুলীনে কন্যাদানের সার্থকতা বটে। এই কথা মাত্রেই শ্রীরাম সান্যাল ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ। কুলজ্ঞেরা তাঁহাদিগকে জোনালী, চাঁড়ালী ও অদৃষ্টকন্যা এ তিন দোষ দিয়া আস্তাড়িলেন। এই কালে রামচন্দ্র লাহিড়ী বিবেচনা করিলেন, রাজা উদয়নারায়ণ হিন্দুর শ্রেষ্ঠ, বারেন্দ্র যূপ, সতেজকে আস্তাড়িলে নিস্তেজ হয়, নিস্তেজ কুলীনকে ভোজন দিলে সতেজ হয়। এই রাজা উদয়নারায়ণের কন্যার কার্য্য যদি রঘুনাথ রায়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায়ে করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে কুলজ্ঞের কথায় কি আসে যায়। রাজা উদয়নারায়ণ ছিলেন ডাকমণ্ডু মোকামে। রামচন্দ্র লাহিড়ী তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার কন্যার কার্য্য রঘুনাথ রায়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণরায়ে করুন। তিনি নামেও শ্রীকৃষ্ণ, কর্ত্তব্যেও শ্রীকৃষ্ণ। রাজা কহিলেন, আমি কুলজ্ঞের বিনা অভিপ্রায়ে কন্যার বিবাহ দিতে পারি না। এই কালে কুলজ্ঞ গোপী বিশারদ ও দ্বারকা নাথ মৈত্র বিপক্ষ ছিলেন। তাঁহাদিগকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রামচন্দ্র লাহিড়ী রঘুনাথ রায়ের পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন।

আপনাদিগের কি অভিপ্রায়? কুলজ্ঞেরা কহিলেন; শ্রীনারায়ণ মৈত্রে অদৃষ্ট-কন্যা। সেই শ্রীনারায়ণ মৈত্র ও শ্রীরাম সান্যালে করণ, শ্রীরাম ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ, রামচন্দ্র ও রঘুনাথ রায়ে করণ। যদি রামচন্দ্র লাহিড়ী আর জনার্দ্দন খাঁনে করণ হয়, তবে তোমার এ কার্য্য কর্ত্তব্য বটে। ডাকমণ্ডু মোকামে রাজা উদয়নারায়ণ কুশ পাতিল আনাইয়া প্রস্তুত করিলেন। কুলজ্ঞেরা জনার্দ্দন খাঁকে করণ করিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখিলেন। কুলজ্ঞের পত্র পাইয়া জনার্দ্দন খাঁ কুশ পাতিল বাউড়ে দিলেন। পরে ব্যবস্থা যায় শ্রীদাস খাঁ। শ্রীদাস খাঁ কহিলেন, আমি বধূকে পুছিয়া আসি। কুলজ্ঞেরা তরজা করিলেন—

"কুল না বুঝে শ্রীদাস নাচে, ঘরে নাচে ঘরী।
প্রাণের অধিক রতি নাচে, ভাগ্নে নাচে গৌরী॥"

ফিরে ব্যবস্থা যায় গঙ্গারাম সান্যালে। পূর্ব্বে বলিয়াছি শিব পাতে হরিরাম, হরিরাম পাতে গঙ্গারাম। অকরণে গঙ্গারাম সান্যাল কুলে বড়। গঙ্গারাম সান্যাল ও রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ। তাহাতে জোনালী, চাঁড়ালী ও অদৃষ্ট-কন্যা তিন দোষ নিষ্কৃতি হয়। পটী হইল জোনালী।

উক্ত চারি দোষ-সংস্পৃষ্ট যে সকল কুলীন, তাঁহারাই জোনালী পটী। পরে কতকগুলি কুলীন একতায় করণ করিয়া আদান-প্রদান করেন। তাঁহারাও জোনালী পটীতে থাকিলেন। রাজসাহী জেলার শ্যামনগর ও মাঝগ্রামের কুলজ্ঞেরা এই পটীর কুলীন। তাঁহাদিগের বংশধরেরা অদ্যাবধি শূদ্রের দান গ্রহণ কিংবা শূদ্রগৃহে ভোজন করেন না।

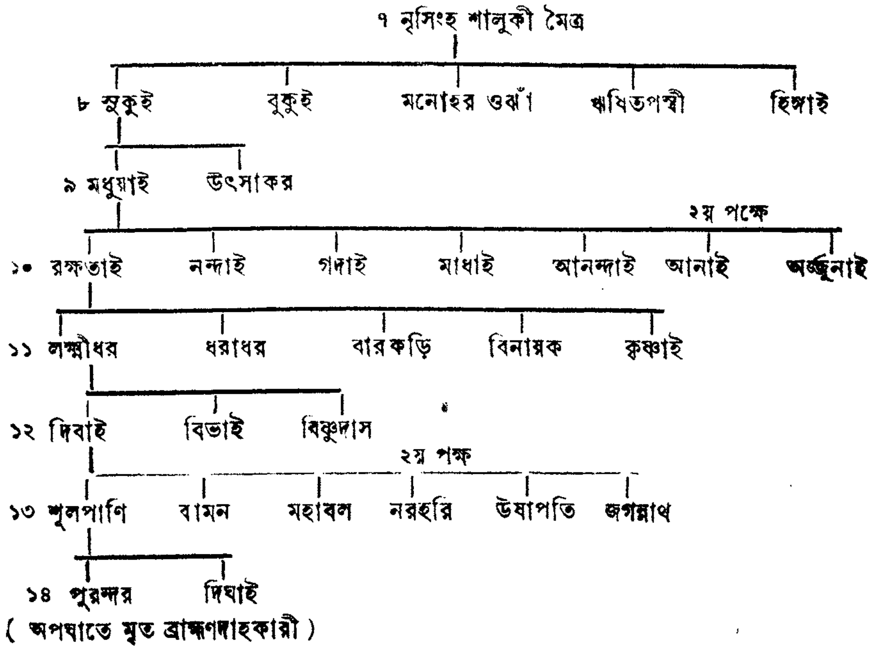

১৪ দেবাই সান্যাল

১৫ বাসুয়াই পশাই শম্ভু গৌরাবর ভগবান্ গোবিন্দ

(ইহার বিধবা ভগিনীও উক্ত শবদাহকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন)

১১ গঙ্গাই ভাদুড়ী

১২ সবাই বরাই শ্রীনিবাস

১৩ দামাই রামাই বাসুয়াই

১৪ সত্যবানকাড়া

১৫ নিধাই বিরূপাক্ষ

১৬ হিরণ্য পরাশর হরিশাই

(উক্ত শবদাহের সঙ্গী)

নিরাবিলপটী।

যাহা আবিলতা-রহিত অর্থাৎ নির্ম্মল, দোষরহিত, তাহারই নাম নিরাবিল। রোহিলাতে রোহিলা দোষ, ভূষণাতে ও আলেখানীতে যবনদোষ এবং ভবানীপুরে সাধকনামা কষ্ট-শ্রোত্রিয়গত দোষ। এই দোষে যে সকল কুলীন লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া জানকীবল্লভ রায় ভাদুড়ী, দেবীদাস সান্যাল, রঘুদেব লাহিড়ী, জানকীনাথ মৈত্র, কমলাকান্ত বাগ্‌ছী, শিবরাম সান্যাল প্রভৃতি কুলীন একতায় করণ-কারণ করিয়া নিরাবিলপটী স্থাপন করিলেন। পরে দর্পনারায়ণী-অবসাদগ্রস্ত কুলীনগণকে নিরাবিল পটীতে আনেন। এই নিরাবিল পটীর কুলীন রঘুরাম মজুমদার মথুরা-কোপার কন্যা গ্রহণ করায় পাঁচুড়িয়া-দোষে লিপ্ত হন। পাঁচুড়িয়া ডাকুয়াই কালিহাইর বংশে বদন পাঁজা। বদন পাঁজার কন্যা লন মথুরা-কোপা। তাঁহাদের জন্য নিরাবিল পটীতে পাচুড়িয়া দোষ স্পর্শ করে। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ নিরাবিলপটী হইতে মথুরাকোপা-ঘটিত কুলীনদিগকে বাহির করিয়া দেন। ইহাতে নিরাবিল পটীমধ্যে 'বাহির ভাব' নামে এক থাক হয়। নিরাবিলপটীর প্রথম কুলীনদিগের ও বাহির ভাবের প্রথম কুলীনদিগের বংশলতা প্রদত্ত হইল—

১২ বিভাই মৈত্র

১৩ শূলপাণি বামন

২য় পক্ষে ৩য় পক্ষে

১৪ বিশ্বনাথ পরমানন্দ গোপীনাথ পুষ্পকেতন শ্রীকান্ত জগৎ

১৫ হরিনাথ

১৬ দুর্লভ কাশী

১৭ দ্বারকানাথ বৈদ্যনাথ

১৮ রঘুনাথ যদুনাথ শিবরাম দ্বিঃপঃ রামধন

১৯ জানকীনাথ রত্নেশ্বর

(নিরাবিল-পটীর শ্রেষ্ঠ কুলীন)

১১ আনন্দাই সান্যাল

১২ পজাই পদ্মনাভাই

১৩ মিতাই শাকাই

১৪ দিগম্বর শুক্লাম্বর শ্রীধর দুর্গাবর চণ্ডীবর

১৫ আধুয়াই পাচুয়াই

১৬ ত্রৈলোক্যনাথ

১৭ হিরণ্য

১৮ লক্ষ্মণ জীবাচার্য্য গদাধর

১৯ পীতাম্বর বনমালী ছকড়ি

২য় পক্ষে

২০ শ্রীনারায়ণ গোবিন্দ কৃষ্ণরাম

২য় পক্ষে

২১ রাধাবল্লভ গোপীকান্ত কৃষ্ণবল্লভ রাজবল্লভ

২২ গোপালবল্লভ রামচন্দ্র শিবরাম রামজীবন

(নিরাবিল পটীর প্রধান কুলীন)

১৯ বনমালী সান্যাল

২০ মহেশ দ্বিঃপঃ চণ্ডীদাস দেবীদাস রামগোবিন্দ
(নিরাবিলের প্রথম কুলীন)

১৭ শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী

১৮ সুবুদ্ধি খাঁ কেশব খাঁ জগদানন্দ রায়

১৯ রাজবল্লভ রায় দেববল্লভ রায় জানকীবল্লভ রায় ভবানীবল্লভ রায় ভুবনবল্লভ রায়
(নিরাবিলের একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন), (নিরাবিল প্রথম কুলীন)

১৭ অনন্ত লাহিড়ী
২য় পক্ষে

১৮ যাদব বাণীনাথ বাচাই মৃত্যুঞ্জয় শ্রীনারায়ণ

১৯ রঘুদেব হরিদেব
(নিরাবিল পটীর প্রথম কুলীন)

১০ অনন্ত বাঙ্গাল ওঝা কালিহাই

১১ ধরাই দুয়াই অচ্যুতাই বরাই

১২ ধরাই শশাই পঞ্জাই পদ্মনাভাই সিতাই মাধাই ডাকুয়াই* অর্জ্জুনাই গোবিন্দ মর্য্যাদ

১৩ বিশ্বম্ভর দিবাকর দুর্গাচরণ বাসু সনাতন সত্যবান্ চণ্ডীদাস
২য় পক্ষে

১৪ হরিহর সিদ্ধেশ্বর শ্রীধর নরোত্তম কৃত্তিবাস লোহাই

১৫ বলভদ্র

১৬ জনার্দ্দন পুষ্পকেতন মীনকেতন বদন পাঁজা

১৭ ধনাই কৃষ্ণাই পদ্মনাভ বামন
(ইঁহারা বাহির নিরাবিলের কুলীন)

---

* ডাকুয়াই প্রভৃতি ৪ জন পাঁচুড়িয়াদোষগ্রস্ত।

- ১৭ শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী
  - ১৮ সুবুদ্ধি খাঁ
  - কেশব খাঁ
    - ২য় পক্ষে
      - ১৯ শিবরাম খাঁ
      - যদুরাম খাঁ (মথুরাকোপায় আস্তাড়িত)
      - প্রভুরাম খাঁ
    - ৩য় পক্ষে
      - রাজারাম খাঁ
      - রঘুরাম খাঁ
  - জগদানন্দ রায়
    - ২য় পক্ষে
      - রাজবল্লভ রায়
      - দেববল্লভ রায়
      - জানকীবল্লভ রায় (মথুরাকোপায় আস্তাড়িত)
      - ভবানীবল্লভ রায়
    - ৩য় পক্ষে
      - প্রাণবল্লভ রায়
      - ভুবনবল্লভ রায়

- ১৫ দনাই মৈত্র*
  - ১৬ অনন্ত
    - ১৭ গোপীকান্ত
    - নয়ান
      - ১৮ কৃষ্ণচরণ নেউগী
        - ১৯ নৃসিংহ
        - প্রাণবল্লভ
        - রঘুনাথ
          - ২০ মহেশ
          - অবিলম্ব সরস্বতী
        - ২য় পক্ষে রামগোবিন্দ
      - হরিচরণ
  - মঙ্গল

- ১২ বিভাই মৈত্র
  - ১৩ শূলপাণি
    - ১৪ দিঘাই
      - ১৫ জয়রাম মৈত্র
        - ১৬ গোপীকান্ত
          - ১৭ গৌরীকান্ত মৈত্র (মথুরাকোপায় আস্তাড়িত)
          - কমলাকান্ত
        - ২য় পক্ষে রতিকান্ত

* কামিনী-আখ্যাতে পূর্ব্ব বংশ দ্রষ্টব্য।

বেণী পটী।

কুলগ্রন্থে লিখিত আছে :—

"কি কব অদৃষ্টের মার।
একেবারে জন্মিল চৌধুরী চার ॥
গঙ্গাপথের গঙ্গাধর কৈতের বেণী।
ছাতকের বসন্ত রায় পাউলির ভবানী ॥
হুজুরাপুরের মোহন চৌধুরী পাইক-পড়রের রূপা।
বাহির-বন্দরের আদিত্য রায় সাফুল্লার শিবা ॥"

জেলা রাজসাহীর মধ্যে চলনবিল নামে এক অতি বৃহৎ বিল আছে। উহা রাজসাহীর মধ্যে বড়ল ও অন্যান্য নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মায় মিলিত হইয়াছে। রাজসাহী হইতে যাঁহারা নৌকাযোগে ঢাকা ও ময়মনসিংহ গমন করেন, তাঁহারা ঐ বিল বাহিয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মানদীতে পড়েন। ঐ বিল পূর্ব্বে বহুদূর পর্য্যন্ত জলমগ্ন ছিল। কালক্রমে স্থানে স্থানে ভরাট হওয়ায় সেই সকল স্থানে লোকবসতি হইয়া গ্রামপত্তন হইয়াছে। ঐ বিলের মধ্যে 'কৈত' নামে একটী গ্রাম আছে। বেণী রায় নামক জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। মুসলমান-রাজত্ব-কালে দেশে ঘোর অরাজকতা বিদ্যমান ছিল, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। বেণী রায় যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানের অধিকাংশ লোক দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। বেণীরায়ও তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া তাঁহার অপবাদ ছিল। তাঁহার গাঞি গোত্রের নিশ্চয়তা ছিল না। তিনি দস্যুদলে বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে তিনি অতিশয় জঘন্য শ্রেণীর লোক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তৎকালে বারেন্দ্রসমাজে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রবল থাকায় বেণীরায় সমাজে পরিচিত হইবার আশায় ও কুলীনে কন্যাদান করিবার ইচ্ছায় কুলজ্ঞদিগের নিকট গমন করিয়া মনের কথা প্রকাশ করেন। কুলজ্ঞেরা কহিলেন, তোমার কন্যা প্রথমে কুলীনে গ্রহণ করিবে না। তুমি প্রথমে শ্রোত্রিয়ে কন্যা সম্প্রদান করিয়া পরে কুলীনে কন্যা দান কর। সেই কথা শুনিয়া বেণী রায় কন্যা দেন মহেশ মল্লিকে, তৎপরে কন্যা দেন ভবানী আচার্য্যে, পরে কন্যা দেন সুসঙ্গের গোপীনাথ কোঙারে, পরে কন্যা দেন শ্রীপতি কোঙারে, পরে কন্যা দেন ভাটানের গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তীকে। পরে আপন পৌত্রী (কৃষ্ণমঙ্গল রায়ের কন্যা) দেন পীতাম্বর সান্যালের পুত্রে। পীতাম্বর সান্যাল ও রতিকান্ত মৈত্রে করণ, পীতাম্বর সান্যাল ও রামবল্লভ ভাদুড়ীতে করণ। এই দিবস যদি ব্যবস্থাপূর্ব্বক করণ হইত, তবে রামবল্লভের করণেই গাইল নিষ্কৃতি হইত। গোপীনাথ কোঙার জবরদস্তী করিয়া করণ করাইলেন, তাই নিষ্কৃতি হইল না। পীতাম্বর কুশে রামবল্লভ ভাদুড়ীর গঙ্গালাভ। রামবল্লভের পুত্র রূপ-নারায়ণ ও হরিনারায়ণ। এই কালে বেণী রায়ের পৌত্রী (কৃষ্ণমঙ্গল রায়ের কন্যা) দান

যদুরাম সান্যাল ; আর পৌত্রী শিবরাম রায়ের কন্যা রামচন্দ্র লাহিড়ী পুত্রে লওয়ান। এ দিবস ব্যবস্থাপূর্ব্বক করণ কারণ হয়। রূপনারায়ণ বাগছী ও রূপনারায়ণ ভাদুড়ীতে করণ। রামচন্দ্র লাহিড়ী ও রঘুরাম সান্যালে করণ। ভবানীচরণ লাহিড়ী ও যদুরাম সান্যালে করণ। যদুরাম সান্যাল আর রতিকান্ত মৈত্রে করণ। রূপনারায়ণ ভাদুড়ী কুলে বড়, রূপনারায়ণ বাগছী কুলে বড়, রঘুরাম ও যদুরাম সান্যাল কুলে বড়, আর ভবানীচরণ লাহিড়ী মহামিশ্রের ছয় পুত্রের মধ্যে গরিষ্ঠ। এ সব করণ কারণ করেন তত্রাচ বেণী নিষ্কৃতি হয় না। ব্যবস্থা যায়—রমেশ মৈত্র যদি করণ করেন তবে বেণী নিষ্কৃতি হয়। রূপাইর (সহিত কুলক্রিয়ার) পর রমেশের গঙ্গালাভ। রমেশের পুত্র রমানাথ, এক পক্ষে শ্রীরাম, অন্য পক্ষে বাণেশ্বর। রমানাথ কুলজ্ঞে ডাউয়ার রাঘব মজুমদারের ও জয়কৃষ্ণ মজুমদারের দুই শ্রোত্রিয়ের কন্যাগ্রহণ। সেই রমানাথ মৈত্রে আর রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ। এই সকল করণ কারণ করিয়া রামচন্দ্র লাহিড়ী কুলে বড়। ওদিকে রমানাথ ও রতিকান্ত ক'রে যায় গণনা। বেণী-নিষ্কৃতি।

"বেণী ত্রিবেণী। যারে পরশে তারে মুক্তিপদ গণি।"

১১ ভরতাই সান্যাল
।
১২ বামনাই সান্যাল (উপলসর)
।
১৩ হয়গ্রীব — সুধাকর — দামোদর
(সুধাকর) ১৪ কৃষ্ণাই — কানাই — শত্রুঘ্ন
(কৃষ্ণাই) ১৫ শূলপাণি — শ্রীনিবাস — চতুর্ভুজ — শম্ভু — পৃথ্বীধর — ত্রৈলোক্যনাথ — পীতাম্বর — কুবের

১২ বিভাই মৈত্র
১ম পক্ষে — ২য় পক্ষে
১৪ শূলপাণি — বামন — মহাবন — উষাপাত — জগন্নাথ
(শূলপাণি) ১৫ পুরন্দর — দিবাই
(দিবাই) ১৬ দুর্ল্লভ — বদন — বাহু — শ্রীরাম — জয়রাম
(জয়রাম) ১ম পক্ষে — ২য় পক্ষে
১৭ গোপীকান্ত — রতিকান্ত
(ইনি বেণীপঠীর শ্রেষ্ঠ কুলীন)

* এ ছাড়া কুলাচার্য্যগণের পটী-ব্যাখ্যা গ্রন্থে বাহির-নিরাবিলের উল্লেখ আছে, তাহার পরিচয় মথুরা-কোপা খবদাদ প্রসঙ্গে ৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। † (বেণী রায়ের পৌত্রীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়া বেণীদোষপ্রাপ্ত হন)

১৬ মুকুন্দভাদুড়ী

১৭ গোপীনাথ   শ্রীকান্ত   শ্রীকৃষ্ণ (দর্পনারায়ণী)

১৮ যদুনাথ   বাণীনাথ

১ম পক্ষে   ২য় পক্ষে

১৯ লক্ষ্মীনাথ   কাশীনাথ   রঘুনাথ

১ম পক্ষে   ২য় পক্ষে

২০ রামবল্লভ   হরিবল্লভ   প্রাণবল্লভ   গৌরীবল্লভ

২১ রূপনারায়ণ   হরিনারায়ণ

(বেণীপটীর প্রধান কুলীন)

পটীর সম্বন্ধে বক্তব্য।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, * রোহিলা পটী হইতে তিনটী ভাব জন্মে—মমিনপুরী, মেঘনা ও রূপাই†। মমিনপুরীর কুলীনেরা মেঘনার ন্যায় পরস্পর অনৈক্য হওয়ায় ছওঘরিয়া মত, রামনাথ লাহিড়ীর মত, কৃষ্ণরাম সান্যালের মত, চলিল। এক্ষণে রামনাথ লাহিড়ীর ও কৃষ্ণরাম সান্যালের মতের কুলীনেরা টুটা অর্থাৎ ভঙ্গ এবং শ্রোত্রিয়াস্তদোষ প্রাপ্ত হওয়ায় নির্দ্দোষ রামনাথ লাহিড়ীর ও কৃষ্ণরাম সান্যালের মতের কুলীনের সংখ্যা কম বলিয়া ঐ দুই মতের কুলীনেরা চামু বাগছির মতে প্রবেশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। দোষী কুলীনেরা কেহ কেহ অন্য পটীর কুলীনের সহিত আদান প্রদানে করণ করিতেছেন। এখন পর্য্যন্ত চামু বাগছির কুলীনদিগের মধ্যে কোন দোষ প্রবেশ করিতে পারে নাই। এই মতের কুলীন শান্তিপুর-নিবাসী পরলোকগত প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিপিনবিহারী মৈত্র ও তাঁহার আত্মীয় জ্ঞাতিগণ। টুঙ্গিমাজিদা-নিবাসী পরলোকগত লাহিড়ী কোম্পানীর জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী এবং তাঁহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণ ও ঐ গ্রাম-নিবাসী উদয়নাচার্য্যের অধস্তন পুরুষ পরলোকগত বলরাম খাঁর পুত্রগণ এবং কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর অধস্তন পরলোকগত কানাচাঁদ লাহিড়ীর বংশধরেরা, চকপঞ্চানন-নিবাসী কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর বংশধর 'অনুসন্ধান' সংবাদপত্রের সম্পাদক বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী ও ভ্রাতা এবং শ্যামাচরণ লাহিড়ী, হরিচরণ লাহিড়ী ও পরলোকগত অঘোরনাথ ও বাবু কেদারনাথ লাহিড়ী; ভুবনেশ্বর লাহিড়ীর পুত্রগণ এবং

* ১০ পৃষ্ঠা দেখ।

† "মোটা ঘটক কানা কুলীন কানা তার ভাই।
টুটা কাটায় করণ করে হইলা রূপাই।"

বিল্ব-পুষ্করিণীর মৈত্র বংশীয়গণ; ইহা ভিন্ন কুমারখালিস্থ সান্ন্যাল এবং বেলেকান্দী, ঝাউডাঙ্গা, মেবনা প্রভৃতি নানাস্থানে বহুসংখ্যক কুলীন আছেন। এই মত এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, পৃথক্ হয় নাই। বিনোদ বাগছির মতের কুলীনমধ্যেও আবার দুই মত হইয়াছে।

রামনাথ লাহিড়ী ও কৃষ্ণরাম সান্ন্যালের মতের কতকগুলি কুলীন সাঁতরাগাছির খোষাল লাহিড়ী শ্রোত্রিয়-দোষসংস্পৃষ্ট হওয়ায় সেই দোষসংস্পৃষ্ট কুলীনেরা 'খোষালি মত' বলিয়া খ্যাত। ঐ খোষালি মতের কুলীনেরা ভবানীপুরীতে প্রবেশ করিয়া ভবানীপুরী পুষ্ট করিতেছেন। ভবানীপুরী পটীর কুলীন কুমগাছি, চণ্ডীপুর, ঝাউডাঙ্গা, বালি, সমুদ্রগড়, উদয়পুর, দামপাল এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ফুলবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রামে এবং রাজসাহী জেলায় হালসা প্রভৃতি স্থানে আছেন। পুটিয়ার জমিদারেরা ও খাঁ, সান্ন্যাল এবং মৈত্র প্রভৃতি কতকগুলি কুলীন পাঁচুড়িয়া দোষাশ্রিত। তাঁহারা ভবানীপুরী পটীর কুলীন।

মুক্তাগাছার গৌরীকান্ত আচার্য্যের বৈমাত্র ভগিনীর ফোটা হয় খাজুয়া রাজচন্দ্র সান্ন্যালে। পরে এই কন্যা গৌরীকান্ত আচার্য্যের বিমাতা উৎসর্গ করেন কলিকাতার শিবু সান্ন্যালের পুত্র মধু সান্ন্যালে। তাহাতে মধুসূদন সান্ন্যালের দোষ ঘটে, এই মধু সান্ন্যাল জোড়াসাঁকো শ্যাম মল্লিকের বাড়ীর সম্মুখের বাড়ীতে বাস করিতেন। এইখানে সর্ব্বপ্রথম ন্যাশানাল থিয়েটার হয়।

দশম অধ্যায়

বারেন্দ্রকুলের সমালোচনা

যৎকালে মহারাজ বল্লালসেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন, তৎকালে কুলীনগণ শ্রেষ্ঠ পদে এবং শ্রোত্রিয়গণ নিম্নপদে অধিষ্ঠিত হইলেও, কাহার পুত্রে কে কন্যাদান করিবেন, তাহার কোন ব্যবস্থা না করায় মহারাজ বল্লালসেনের রাজোচিত কার্য্যই হইয়াছিল। তৎপরে মহারাজ বল্লালসেন হইতে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০ তিন শত বৎসর কাল কুলীনের পুত্রকন্যা শ্রোত্রিয়ে এবং শ্রোত্রিয়ের পুত্রকন্যা কুলীনে আদান প্রদান হইয়া আসিতেছিল। উদয়নাচার্য্য নিজে কুলীন এবং বারেন্দ্র সমাজের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পদমর্য্যাদায় শ্রোত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অথচ তাঁহার অপেক্ষা পদমর্য্যাদায় নিম্নপদস্থ শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিতে হইবে, ইহা অপমানজনক বোধ করিয়া কুলীনদিগের মধ্যে পরিবর্ত্ত-প্রথা সৃষ্টি করেন এবং পরিবর্ত্ত বিবাহের পূর্ব্বে

করণ প্রথা প্রচলিত করেন। শ্রোত্রিয় আশ্রয়স্বরূপ থাকিলেন অর্থাৎ করণ ও পরিবর্ত্ত বিবাহ সময়ে শ্রোত্রিয় উপস্থিত থাকিবেন। শ্রোত্রিয়েরা কুলীনে কন্যাদান করিবেন, কিন্তু কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যেরূপ ভাবে করণ করিতে হইবে, তাহা স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে।

কুলীনের পিতা বর্ত্তমান থাকিলে পুত্রগণকে "পিতার কুশে থাকা" বলে।

পিতা বর্ত্তমানে কুলীন ভ্রাতৃগণের যদি কেহ কাপের সহিত করণ করেন, তাহা হইলে উক্ত কুলীন 'কাপ' এবং তাঁহার ভ্রাতা ও পিতা দোষগ্রস্ত হইয়া 'পোক্‌রা' শব্দে অভিহিত হন। তাঁহারা সচরাচর কুলীনের মধ্যে ব্যবহৃত হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা কাপ সমাজে কুলীনের তুল্য বলিয়া সমাদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পিতার মৃত্যুর পর কুশ পৃথক্ না হইলে অর্থাৎ সকল ভ্রাতায় আলাহিদা করণ না করিয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি কোন ভ্রাতা কাপের সঙ্গে করণ করেন, তবে অপর কুলীন ভ্রাতৃগণ দোষগ্রস্ত হইয়া 'ভাইকরা' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

কুলীনের পুত্রগণ তাঁহাদিগের পিতার মৃত্যুর পর আপনাপন কুশ বিভাগ করার জন্য সকলেই পৃথক্ পৃথক্ করণ করিতে বাধ্য। এইরূপ করণ অধিকাংশস্থলেই কুশময় করণ হইয়া থাকে। এই করণের নাম 'কুলজ করণ'। কুলীন মধ্যে পিতা বর্ত্তমানে এইরূপ করণ করার অধিকার পুত্রগণের নাই।

কুলীনের পিতা বর্ত্তমানে তিনি স্বয়ং অথবা পুত্রগণকে যদি কাপের সহিত করণ করিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি এবং তাঁহার পুত্রগণ কোন অবস্থাতেই কুলীনের ন্যায় ব্যবহৃত হইতে পারেন না। যদি তাঁহার অনভিমতে তাঁহার কোন পুত্র কর্ত্তৃক ঐরূপ কার্য্য হয়, এবং যদি তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত পুত্রকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু এই ব্যবস্থানুযায়ী ঐরূপস্থলে দোষগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে সচরাচর কুলীনের মধ্যে পরিগণিত হইতে দেখা যায় না।

যদি শ্রোত্রিয়ের কন্যা কুলীনে বিবাহ করেন, তবে সেই কুলীন শ্রোত্রিয়-ভাবাপন্ন হইবেন, এই কারণ বিবাহের পরে সেই কুলীন অথবা তাহার পিতা কুলীন সহিত পাছাপাছ করিয়া শ্রোত্রিয়-ভাবাপন্ন হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, সেই করণকে 'উপকার করণ' বলে।

কুলীন অথবা কাপের অজ্ঞাতে এবং অনভিমতে তাঁহাদের পুত্র অথবা অন্য কোন বন্ধু কর্ত্তৃক কুলীনের কন্যা কাপে অথবা শ্রোত্রিয়ে এবং কাপের কন্যা শ্রোত্রিয়ে বিবাহ দেওয়া হইলে উক্ত কুলীন প্রথমোক্ত কারণে কাপ এবং শেষোক্ত কারণে 'শ্রোত্রিয়াস্ত' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

কাপ সমাজের নিয়মাবলী অনেকস্থলে কুলীনের সহিত বিভিন্ন। কাপ ইচ্ছা করিলে আপন জীবদ্দশায় সন্তানগণকে কুশ পৃথক্ করিয়া দিয়া অর্থাৎ সন্তানগণকে আপনাপন কন্যা পুত্রের বিবাহে করণ করার আদেশ দিয়া করণ পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু উক্তরূপ

করণ ত্যাগ করার পর পিতার করণ করার অধিকার সম্পূর্ণ লোপ হয়। করণ ত্যাগ করার পর তাঁহার কোন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে উক্ত সন্তানগণের "গর্ভসুড়া" অপবাদ হয় এবং তাহাদিগের করণ করার অধিকার থাকে না। কিন্তু যে সকল পুত্রগণকে করণ করার আদেশ করিয়াছেন, তাহাদিগের কোন অপবাদ হয় না।

করণ ভিন্ন কুলীন ও কাপে স্বজাতির কন্যাগ্রহণ ও স্বজাতিতে কন্যাদান উভয়ই নিষিদ্ধ। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"কুলীনত্বং পরিবর্ত্তং কথিতং কুলপঞ্জিকাং।
কন্যায়া প্রতিদানেন শ্রোত্রিয়ত্বং বিধীয়তে।"

কাপ অপেক্ষা কুলীন শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য উচ্চশ্রেণীর বন্ধুহীনা কন্যা, করণ ব্যতীত গ্রহণ কাপের পক্ষে অনুমোদিত হইয়াছে। শ্রোত্রিয়ের সম্বন্ধে করণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং যে কুলীন অথবা কাপ, করণ ব্যতীত কন্যাদান করেন, তিনি শ্রোত্রিয়ের ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন বলিয়া বিবেচিত হইবেন। কুলজ্ঞ-গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, পরশুরাম পঞ্চানন নামক একজন প্রসিদ্ধ আদ্যকাপ তাঁহার কন্যার বিবাহ নিরাবিল পটীর কুলীন কৃষ্ণদাস লাহিড়ীর পুত্রের সহিত সম্পাদন করেন। (পরশুরাম পঞ্চাননের বংশাবলী যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।)

কৌলীন্য-মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা হইতে সমাজে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে কুলজ্ঞগণের অপরিসীম ক্ষমতা ও প্রভুত্ব পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল। মন্বাদি মহর্ষিগণ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র যেরূপ আর্য্যগণ বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতে বাধ্য, কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে কুলজ্ঞগণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বারেন্দ্র সমাজও তদ্রূপ বাধ্য ছিলেন। কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও বিচারের ভার কুলজ্ঞগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে কুলজ্ঞগণের যেরূপ হতাদর হইয়াছে, পূর্ব্বে তদ্রূপ ছিল না। সমাজ মধ্যে অতিশয় ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারিগণও অতি দরিদ্র কুলজ্ঞের নিকট অবনত মস্তকে থাকিতেন। কুলজ্ঞগণ, করণ ব্যতীত বিবাহ দর্শনে অতিশয় কুপিত হইয়া কৃষ্ণদাস লাহিড়ীকে "কিং-বদন্তি" নামক অবসাদ দিয়া আস্তাড়ন করেন। কিংবদন্তি অর্থাৎ এরূপ একটী ভয়ঙ্কর অসদনুষ্ঠান হইল যে, তাহার কি অভিধান প্রদত্ত হইবে, তাহার কিছুই স্থির নিশ্চয় হইল না। এতদুপলক্ষে নানারূপ বিচার আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ বিচারের পর কুলজ্ঞগণ স্থির করিলেন যে, পরশুরাম পঞ্চানন কন্যার বিবাহকালীন করণ না করা হেতু শ্রোত্রিয় হইলেন তাঁহার কন্যা গ্রহণ করায় কুলীনের, শ্রোত্রিয়-কন্যা গ্রহণের ফল হওয়ায় কুলীনের কোন দোষ হইবে না। পরশুরাম একজন প্রধান কুলজ্ঞ ছিলেন। কুলীনের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়ায় কুলজ্ঞগণ তাঁহাকে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় পদ প্রদান করিলেন। এই ঘটনা হইতেই সমাজে উক্তরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কুলীন যদি অন্য কোন কুলীনের সহিত করণ ব্যতীত কন্যা সম্প্রদান করেন, তাহা হইলে কন্যাদাতা কুলীন শ্রোত্রিয় হইবেন কিন্তু গৃহীতা স্বপদে থাকিবেন।

কুলীন মহাশয়দিগের কন্যা প্রদান সম্বন্ধে দুই তিন পুরুষ হইতে একটী রহস্যজনক

ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। বারেন্দ্র শ্রেণী ১০০ ঘরে ১০০ শত গাঞি, তাহার ৭ ঘর এবং পংক্তি পূরণ জন্য ভাদড় ১ এক ঘর, এই ৮ ঘর কুলীন। সিদ্ধশ্রোত্রিয় ৮ ঘর ও সাধ্য-শ্রোত্রিয় ৮ ঘর এই ১৬ ঘর শ্রোত্রিয় কুলীনে সম্প্রদান করিবেন। অবশিষ্ট শ্রোত্রিয়েরা অধিকাংশ আদান প্রদান ক্রয় বিক্রয়ের ন্যায় সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। কুলীন মহাশয়েরা তাঁহাদের কন্যার বিবাহের জন্য একটী কুলীন পাত্র ঠিক করিয়া সে পাত্রের বয়স বেশী বা কম হইলেও ক্ষতি নাই সিদ্ধান্ত করিয়া সেই পাত্রের সহিত করণের প্রণালী অনুসারে করণ করিয়া ঐ কন্যার যে কুলীনের সহিত করণ হইল, তাহার সহিত বিবাহ না দিয়া যাহারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করে, তাহাদের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন। কুলীনের সহিত করণের পূর্ব্বে ঐরূপ পাত্র ও তাহার নিকট যত টাকা লইবেন, সমুদয় স্থির করিয়া পরে কুলীনের সঙ্গে করণ করেন, এই করণকে "পাত্রান্তরে করণ" বলে। যে কুলীনের সহিত করণ করিবেন, সে কুলীন যদি ঐরূপ হইবে জানিতে পারিলে প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন, পরে সামান্য অর্থ পাইলেই করণ করিয়া দেন, তাহাতে করণ করিয়া নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয়ে ঐ করণীয়া কন্যার বিবাহ দিলে সেই কুলীনের কুল নষ্ট হয় না। এইরূপ দুইটী কন্যা পর পর পাত্রান্তর করিলেও সে কুলীনের কুল নষ্ট হয় না। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কন্যা অর্থাৎ তৃতীয়া কন্যা কুলীনে বিবাহ না দিলে সে কুলীনের কুলপাত হইবে। যে কুলীন, কুলীনের সহিত করণ করিয়া ঐ করণীয়া কন্যা শ্রোত্রিয়ে বিবাহ দেন, তাঁহার সহিত সেই সমাজের কুলীনেরা পরস্পর করণ করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। এইরূপ ব্যবহার পদ্মানদীর দক্ষিণ পারের রোহেলাপটীর ও ভবানীপুর পটীর মধ্যেই অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মানদীর উত্তর পারে নিরাবিল, ভূষণা, বেণী ও জোনালি পটীর কুলীনদিগের মধ্যে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ কার্য্য করিলে সেই সমাজের অপরাপর কুলীনেরা তাহার সহিত আদান প্রদান রহিত করেন। যদি কোন কুলীনের কন্যার করণ করার পর যে কুলীনের সঙ্গে করণ করিয়া কন্যার বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করেন, সেই অঙ্গীকৃত পাত্র মৃত্যু কি অন্য কোন রকমে অন্যথা হইলে সেই কন্যার বিবাহ দিতে কন্যার পিতা বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই কন্যাকে 'ঢেমনা' কন্যা বলে। ঐ কন্যা সৎসিদ্ধ-শ্রোত্রিয়ে বিবাহ করেন না। কন্যার পিতা কোন আত্মীয়ের দ্বারা অতি গোপনে গ্রামান্তরে লইয়া গিয়া কোন কষ্ট শ্রোত্রিয়ের বয়োধিক পাত্রের সহিত কন্যাকে কোন এক অবীরা আত্মীয়ার দ্বারা সম্প্রদান করিয়া দিয়া বিবাহান্তে ঐ কন্যা জামাতার সহিত সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করেন। ঐরূপ কন্যাকে শাস্ত্রে "অন্যপূর্ব্বা কন্যা", চলিত কথায় 'করণীয়া কন্যা' বলে। এরূপ কন্যা পূর্ব্বে সৎশ্রোত্রিয়ে বিবাহ করিতেন না এবং কন্যার পিতা, ভ্রাতা বা আত্মীয়েরা জামাতা কন্যার কোন সংস্রবে থাকিতেন না। শান্তিপুরের গোস্বামী মহাশয়-দিগের পুরুষানুক্রমে রোহেলা ও ভবানীপুর পটীর কুলীনে এবং সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে কন্যা দান করা তাঁহাদের একটী ব্রত ছিল। সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ে কন্যা দানের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বোক্ত পরশুরাম পঞ্চানন কুলজ্ঞের অধস্তন সন্তানদিগকে ১০টীর অধিক কন্যাদান

করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, কালের কুটিল গতিতে এবং সমাজের বিশৃঙ্খলায় অতি উচ্চ বংশীয় গোস্বামী মহাশয়েরাও এইরূপ অতি ঘৃণিত শ্রোত্রিয়ে কন্যা সম্প্রদান করিয়া পূর্ব্ব-পুরুষের সম্মান রক্ষা ও অন্যপূর্ব্বা করণীয়া কুলীন কন্যা বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করিতেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"অন্যপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনাম্না সগোত্রজা।
অন্যপুষ্টা পরঃমূত্রসঙ্গমে মাতৃসঙ্গমঃ।"

ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা ঐ সমস্ত বিবাহ অসৎ কার্য্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

কুলীনদিগের আর একটী কার্য্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে কুলীনেরা ঐরূপ কন্যার বিবাহ দিয়া কন্যা জামাতার সহিত কোন সংস্রব রাখিতেন না এবং সেই কন্যার পাকস্পর্শ অর্থাৎ 'বৌভাত' হইত না। কোন সামাজিক কি সামান্য কার্য্যেও তাঁহার রন্ধন-শালায় প্রবেশ কিম্বা রন্ধনের উপকরণ কোন দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত স্পর্শ করা নিসিদ্ধ ছিল। তাঁহার গর্ভজাত সন্তানদিগের সামাজিক ভোজনে কুলীন ও সিদ্ধশ্রোত্রিয়দিগের মধ্যস্থলে বসিয়া ভোজন করার অধিকার ছিল না। সমাজের এক পার্শ্বে অবনত মস্তকে সাধারণ বারেন্দ্রের মধ্যে বসিয়া আহার করিতে হইত। ভোজনের সম্মান মাছের মুড়া তাহাদের পাতে পড়িত না। এমন কি কোন সামান্য ভোজন ব্যাপারে সমাজে তাহাদের পরিবেশন করিবার অধিকার ছিল না। আর এক্ষণে কুলীন মহাশয়েরা বিবাহান্তেই অষ্ট মঙ্গলায় কন্যা জামাতা গৃহে আনিয়া আমোদ প্রমোদ এবং কুটুম্বিতা পর্য্যন্ত করিতেছেন, সেই কন্যা কুলীন পিতার গৃহে রন্ধনাদি করিয়া ভোজন পর্য্যন্ত করাইতেছেন। যে সকল কুলীনেরা কন্যার করণ করিয়া সেই কন্যা বিক্রয় ও সেই কন্যার শ্বশুরকুলের সহিত আহার ব্যবহার ও কুটুম্বিতা এবং উপরোক্ত কন্যার হস্তের রন্ধনাদি ভোজন করেন, তাঁহাদিগকে সচরাচর 'পাটিবেচা' বলে। কাপ সমাজে কন্যার ঐরূপ অপব্যবহার হয় না। তাঁহারা স্বজাতির কন্যাগ্রহণ ও দান কারণ কন্যার বিবাহের দিন প্রাতঃকালে করণ করেন। কুলীনদিগের করণের ন্যায় কাপেরও করণ হয়। কাপে ঐরূপ ঘৃণিত কার্য্য করেন না। এ কারণ পদ্মানদীর দক্ষিণ পারের কুলীন অপেক্ষা কাপদিগের সম্মান অধিক।

মুসলমান অধিকার বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলে মুসলমান রাজপুরুষগণ এক এক স্থানের প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া থাকিতেন। সেই সকল কর্ম্মচারীরা বলপূর্ব্বক হিন্দুদিগের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া তাহাদের যুবতী স্ত্রী কন্যা কাড়িয়া লইত, তাহাতে বহু হিন্দু জাতিচ্যুত হইয়া মুসলমান হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্তবংশীয় অনেকে তাহাদের উক্তরূপ অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য স্ব স্ব বাসস্থান, ভূমি সম্পত্তি প্রভৃতির মমতা ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন।

অন্যদিকে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল মুসলমানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাঁহাদের অধীন কর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধির

পরিচয় দিতে পারিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নবাবের দেওয়ানী পদ হইতে বড় বড় রাজকীয় পদে নিযুক্ত হইতেন এবং খাঁ, রায়, চৌধুরী, রায়চৌধুরী প্রভৃতি নানাপ্রকার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চাকুরী উপলক্ষে মুসলমানের সহিত ঐ সকল কর্ম্মচারীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় মুসলমানেরা সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের পত্নী ও পরিবারের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিত। যাঁহাদের পত্নী ও কন্যা মুসলমানেরা লইয়া গিয়া জাতিনাশ করিবার উদ্যোগ করিত, তাঁহারা পত্নী ও কন্যার উদ্ধার করিয়া আনিয়া ঐ কন্যা কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের সহিত বিবাহ দিয়া জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগের সহিত ভোজন করিয়া দোষ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেন। দোষ-সংস্পৃষ্ট কন্যার বিবাহ দিয়াই যে কন্যার পিতা এবং ভ্রাতা দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন, তাহা নহে। কুটুম্ব, আত্মীয় ও জ্ঞাতি প্রভৃতিকে একত্র ভোজন না করাইলে যাঁহারা ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন, তাঁহারাও ঐ দোষে আক্রান্ত হইতেন। বর্ত্তমান কালের বিবাহের সহিত সে কালের বিবাহ তুলনা করিলে সম্পূর্ণ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। সে সময়ের বিবাহ যদি বর্ত্তমান কালের বিবাহের ন্যায় হইত, তাহা হইলে অধুনা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত। কুলীনেরা পরস্পর আদান প্রদানের পূর্ব্বে পরস্পর করণ করিয়া সমীকরণ করিতেন। শ্রোত্রিয়েরা কুলীনে কন্যাদান করিয়া বিবাহের পর দিবস বরের পিতা ও অন্যান্য কুলীনের সঙ্গে করণ করিয়া সমীকরণ করার পর এই করণকে "উপকার করণ" বলে। শ্রোত্রিয়-কন্যা কুলীনে গ্রহণ করিলেই সেই কুলীন শ্রোত্রিয় ভাবাপন্ন হন, এই কারণে অন্যান্য কুলীনের সহিত করণ করিয়া সমীকরণ করিলেই কুলীনের ভাবপ্রাপ্ত হইতেন। কন্যাকর্ত্তার বাটীতে বরের পক্ষের আত্মীয় কুটুম্ব এবং কন্যাকর্ত্তার আত্মীয় কুটুম্ব একযোগে ভোজন করাইয়া কন্যাকর্ত্তা মর্য্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে বস্ত্র ও অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন, ঐ ভোজনের নাম 'স্বকৃত ভোজন'। বরের বাটীতেও বরের পিতাকে ঐরূপ ভোজন করানর নাম পাকস্পর্শ। নববধূ অন্নের পাত্র হস্তে করিয়া ভোজনের স্থানে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের পাতে এক এক মুষ্টি অন্ন পরিবেশন করার নাম 'পাকস্পর্শ ভোজন'। নববধূর হস্তে পাকস্পর্শ না হইলে সে বধূ কোন ভোজ্যে রন্ধন করিয়া কুলীন ও শ্রোত্রিয়কে পরিবেশন করিতে পারিত না। তাহার প্রবাদ থাকিত—ইঁহার বিবাহের পর পাকস্পর্শ অর্থাৎ 'বৌভাত' হয় নাই। সুতরাং উনি রন্ধন করিতে পারিবেন না। স্বকৃত ও পাকস্পর্শ ভোজনে কুলীনের ও সিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের স্ত্রীলোকেরাই রন্ধন করিবার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনুসন্ধানে কাহার কোন দোষ বাহির হইলে তাঁহাকে রন্ধনশালা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। কষ্ট-শ্রোত্রিয়দিগের স্ত্রীলোকেরা শূদ্রকন্যার ন্যায় রন্ধন-শালার ত্রিসীমায় যাইবার অধিকারিণী ছিলেন না। পরিবেশনের সময় উক্ত প্রকারের পাচিকা দ্বারাই পরিবেশন করিবার নিয়ম পদ্মানদীর উত্তর পারে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। পদ্মানদীর দক্ষিণ পারের নিয়ম—সিদ্ধশ্রোত্রিয়ের বাটীতে তিনি ও তাঁহার পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, জামাতা, দৌহিত্র, ভাগিনের ও জ্ঞাতি ইঁহারাই পরিবেশন করিবার অধিকারী। বারেন্দ্রদিগের

কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের বাটীতেও বিবাহ ও অন্যান্য ভোজের সময়ও ঐরূপ নিয়ম চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। ভোজনই জাতিরক্ষার একটী মুখ্য কারণ। এক্ষণে পদ্মানদীর দক্ষিণ পারে বারেন্দ্র মহাশয়েরা 'স্বকৃত ভোজন' বিস্মৃত হইয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাকস্পর্শের ভোজনের কথায় শরীর শিহরিয়া লেখনী অচল হইয়া যায়।

কুলীনগণ ও শ্রোত্রিয়েরা স্বাধীনভাবে আদান প্রদান করিলে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা হইবে বিবেচনায় রাজা বল্লালসেন তাঁহার প্রদত্ত কুলমর্য্যাদার সময়ে কুলীন ও শ্রোত্রিয়দিগের নেতৃ-স্বরূপ ঘটক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র সমাজে ঘটক ও কুলজ্ঞ পৃথক্। যাঁহারা বর কন্যা যোগাযোগ করিয়া দেন, তাঁহারাই ঘটক। যাঁহারা কুলীন ও শ্রোত্রিয়দিগের বংশ, অংশ ও কোনরূপ দোষ থাকিলে তাহা সমাজে প্রকাশ করেন এবং করণের সময় উপস্থিত থাকিয়া করণের মন্ত্র পড়াইয়া করণ করাইয়া থাকেন, তাঁহারাই কুলজ্ঞ। করণের সময় কুলীনদিগের আপনাপন পটীর কুলজ্ঞগণ সেই পটীর কুলীন এবং শ্রোত্রিয়েরা উপস্থিত থাকিয়া ঘাটে করণ হইত করণের পর সেই ঘাটে সভা হইত, সেই সভাতে কুলীনেরা ও শ্রোত্রিয়েরা কন্যার পাত্র স্থির করিবার জন্য কুলজ্ঞদিগের নিকট স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন। কুলজ্ঞেরা কুল-বিচার করিয়া সেই সভাতেই কুলীন ও শ্রোত্রিয়-কন্যার উপযুক্ত বরের সন্ধান করিয়া দিতেন, কুলীন ও শ্রোত্রিয়েরা সেই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন। অন্যথা করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। কুলজ্ঞদিগের কথা অন্যথা করিলে কুলীন ও শ্রোত্রিয় স্ব স্ব পটীর কুলীনদিগের সহিত আদান প্রদান করিতে পারিতেন না। দান ও পণের বিষয় কুলজ্ঞেরা যাহা বলিয়া দিতেন, উভয় পাত্র তাহাতেই সম্মত হইতেন। কুলজ্ঞদিগের অনুপস্থিতিতে করণ ও বিবাহ হইত না। কুলজ্ঞেরা উপস্থিত বর ও কন্যা পক্ষের বংশাবলী ও আদান প্রদান বর্ণনা করিতেন। কুলীন ও শ্রোত্রিয় যদি কোনরূপ দোষগ্রস্ত হইতেন, কুলজ্ঞেরা তাহা সমাজে প্রকাশ করিয়া দোষাশ্রিত ব্যক্তিকে স্থগিত করিতেন, সমাজস্থ ব্যক্তিরাও কুলজ্ঞের মতাবলম্বী হইতেন। তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ বারেন্দ্রকুলের সমাজপতি ছিলেন। তিনি সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, তিনি ভোজনের মজলিসে কুলীন ও শ্রোত্রিয়ের সঙ্গে যাঁহাকে লইয়া একত্রে ভোজন করাইতেন, তিনি দোষাশ্রিত হইলেও দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন। তবে রাজা স্ব ইচ্ছায় ভোজন দিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কুলজ্ঞদিগের অনুমতি লইতে হইত।

উদয়নাচার্য্যের পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই কুলজ্ঞ নিযুক্ত হন। কালের পরিবর্ত্তনে কুলীন ও শ্রোত্রিয়দিগের কৌলীন্য-মর্য্যাদার প্রতি ক্রমশঃ আস্থা হ্রাস হওয়ায় কুলজ্ঞদিগের পরিবার প্রতিপালন ও নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়াতে তাঁহারা ঘটকের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লজ্জাবশতঃ ঘটকেরা কুলজ্ঞ আখ্যা গ্রহণ করেন নাই।

কুলীনদিগের করণের সময় সে স্থলে কাপের যাওয়ার অধিকার ছিল না, এবং কাপের